৭৮৬
৯২

ইমাম আহমাদ রেজা

(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

Pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬
৯২

ইমাম আহমাদ রেজা

(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতী মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী
খাঁপুর (বেরেলী মহল্লা)
পোঃ—কালিকাপোতা
দক্ষিণ ২৪ পরগণা
৭৪৩৩৫৫

শিক্ষক, ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসা
পোঃ—ছয়ঘরী
মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রকাশক ঃ
মাওলানা মোহাম্মাদ আইউব আলাম রেজবী
গ্রাম + পোঃ—মালখন্ডা
জেলা—উঃ দিনাজপুর
পিন—৭৩৩২১০
সদস্য, আঞ্জুমানে রেজায়ে মুস্তাফা
মাদ্রাসা গওসীয়া রেজবীয়া
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

—ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ—

* কালিমী বুক ডিপো
শায়দাপুর
মুর্শিদাবাদ

* নূরী বুক ডিপো
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

* রেজা লাইব্রেরী
নলহাটী, বীরভূম

* এম, বসির হাসান এণ্ড সন্স
লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

* ইম্প্রিয়াল বুক হাউস
৫৬, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

* সাঈদ বুক ডিপো
কালিয়াচক, মালদা

* জে. পি. পুস্তকালয়
সংগ্রামপুর স্টেশন, দঃ ২৪ পরগণা

মূল্য—পঁচিশ টাকা

মুদ্রক ঃ—
রঞ্জিত মজুমদার
স্বর্ণব্যত্রা প্রেস
৫/১, বুদ্ধ ওস্তাগর লেন, কলিকাতা-৯
ফোন ঃ ৩৫০-২৩৩২

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর জন্ম	— ৩
২।	বংশ পরিচয়	— ৪
৩।	বিসমিল্লাহ খানী	— ৬
৪।	শিক্ষা জীবন	— ৮
৫।	অসাধারণ স্মৃতি শক্তি	— ৯
৬।	লেখনীর ময়দানে ইমাম আহমাদ রেজা	— ১২
৭।	বুজর্গদিগের ভবিষ্যতবাণী	— ১৫
৮।	শৈশবকালের কয়েকটি ঘটনা	— ১৬
৯।	ইমাম আহমাদ রেজার সাধারণ জীবন	— ২০
১০।	কারামাত	— ২৫
১১।	মৃতকে জীবিত করিয়াছেন	— ২৬
১২।	ডাকাতের দল তওবা করিয়াছে	— ২৭
১৩।	ধোকা শাহের মৃত্যু সংবাদ	— ২৯
১৪।	বিরাট অজগর সাপ	— ৩০
১৫।	হাফিজ সাহেব আসছেন	— ৩১
১৬।	ট্রেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল	— ৩২
১৭।	অ-মুসলিম জাদুকরের ইসলাম গ্রহণ	— ৩৪
১৮।	আ'লা হজরত মৃত্যুসংবাদ দিয়াছিলেন	— ৩৫
১৯।	আরো একটি আশ্চর্য কারামাত	— ৩৬
২০।	ছাব্বিশ দিন খাদ্য ভক্ষণ করেন নাই	— ৩৭
২১।	মুহাদ্দিস সুরাতার মৃত্যুসংবাদ	— ৩৯
২২।	আমজাদ আলীর ফাঁসী হইবে না	— ৪০
২৩।	মনের কথা বলিয়া দিলেন	— ৪১

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়		পৃষ্ঠা
২৪।	নাশ্‌তা করিয়া যান, ট্রেন পাইবেন	— ৪২
২৫।	হুজ্জাতুল ইসলামের মৃত্যু সংবাদ	— ৪৩
২৬।	ইমাম আহমাদ রেজার আধ্যাত্মিক গুরু	— ৪৫
২৭।	ইমাম আহমাদ রেজার খলিফাগণের নাম	— ৪৭
২৮।	সর্কারে বাগদাদের প্রতিনিধি	— ৪৮
২৯।	সরকারে বাগদাদ তাঁহার প্রতিনিধিকে বলিলেন	— ৫০
৩০।	ইমাম আহমাদ রেজা ও খান্দানে রসুল	— ৫১
৩১।	ইমামে আহলে সুন্নাত 'কুতুব' ছিলেন	— ৫৫
৩২।	প্রথম হজ	— ৫৬
৩৩।	দ্বিতীয় হজ	— ৫৭
৩৪।	মক্‌কী ও মাদানী খলিফা	— ৬০
৩৫।	আদদাউলাতুল মাক্‌কীয়া	— ৬১
৩৬।	শাহানশাহে হিজাজের দরবারে	— ৬৪
৩৭।	জঘন্য পরিকল্পনা	— ৬৮
৩৮।	আরো একটি চক্রান্ত	— ৬৯
৩৯।	খলীল আহমাদের পলায়ন	— ৭০
৪০।	উলামায়ে মক্কা মুয়াজ্জামাহ	— ৭২
১।	উলামায়ে মদীনা মুনাওয়ারাহ	— ৭৩
৪২।	বিভিন্ন দেশের উলামায় কিরাম	— ৭৪
৪৩।	হুসামুল হারামাইন	— ৭৪
৪৪।	উলামায় মক্কার স্বাক্ষর	— ৭৫
৪৫।	উলামায় মদীনার স্বাক্ষর	— ৭৬
৪৬।	জাগ্রতাবস্থায় দর্শনলাভ	— ৭৬
৪৭।	ওহাবীদের অপপ্রচার	— ৭৭
৪৮।	সফরনামা হারামাইন তাইয়েবাইন	— ৭৮

বিষয়		পৃষ্ঠা
৪৯।	ইমাম আহমাদ রেজা মুজাদ্দিদ ছিলেন	— ৮১
৫০।	উলামায় ইসলাম মুজাদ্দিদ বলিয়াছেন	— ৮৮
৫১।	মহান মুজাদ্দিদদের প্রতি অপবাদ	— ৮৯
৫২।	মহান মুজাদ্দিদ ফরজ আদায় করিয়াছেন	— ৯১
৫৩।	সেই অপরাধগুলি কি ?	— ৯৩
৫৪।	অপবিত্র আলমুহান্নাদ	— ৯৫
৫৫।	এক ঐতিহাসিক মুকাদ্দামা	— ১০৬
৫৬।	মুকাদ্দামার অভিযোগ ছিল নিম্নরূপ	— ১০৭
৫৭।	আবেদন কারীগণ	— ১০৭
৫৮।	ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়	— ১০৯
৫৯।	সেসন জজের রায়	— ১১২
৬০।	মুর্তাজা হাসান দারভাঙ্গী	— ১১৪
৬১।	রাজনৈতিক জীবন	— ১১৫
৬২।	'দারুল ইসলাম' বলিয়াছিলেন কেন	— ১১৬
৬৩।	পাদরীর বিরুদ্ধে বজ্র কলম	— ১১৯
৬৪।	সরকারের পরওয়া করিতেন না	— ১২০
৬৫।	ইংরেজদের আদালতে যাইবেন না	— ১২১
৬৬।	কেমন ইংরেজ বিরোধী ছিলেন	— ১২২
৬৭।	ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন	— ১২৪
৬৮।	ইমাম আহমাদ রেজার চিন্তাধারা	— ১২৫
৬৯।	আভ্যন্তরীণ অবস্থা	— ১২৭
৭০।	খিলাফত আন্দোলন	— ১২৮
৭১।	ইমাম আহমাদ রেজার স্বতন্ত্র চিন্তাধারা	— ১৩১
৭২।	ইমাম আহমাদ রেজারা 'কাঞ্জুল ঈমান'	— ১৩২

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিষয়		পৃষ্ঠা
৭৩।	অসায়া শরীফ	— ১৩৭
৭৪।	শেষ উপদেশ	— ১৪১
৭৫।	ইন্তেকাল	— ১৪৪
৭৬।	যথাসময়ে যম্‌যমের পানি	— ১৪৫
৭৭।	ফিরিশ্‌তাদের কাঁধে	— ১৪৭
৭৮।	রসুলুল্লাহর দরবারে	— ১৪৭
৭৯।	সেই সমস্ত কিতাব	— ১৪৮
৮০।	বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমাম আহমাদ রেজা	— ১৫১
৮১।	রেজবী মুনাজাত	— ১৫৩

আমার মনের কথা

১৯৭৫ সালের পূর্ব্ব পর্যন্ত আমি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমাতের নাম পর্যন্ত শুনিয়াছিলাম না। ফুরফুরা মাদ্রাসায় পড়াশোনা করিবার যুগে জনৈক উস্তাদের মুখে কেবল এতটুকু শুনিয়াছিলাম, "আহমাদ রেজা খান খুব বড় আলেম ছিলেন।" তবে এই কথায় আমার মনের মাঝে কোন রেখাপাত করিয়াছিল না। ১৯৭৭ সালে মুর্শিদাবাদ জেলায় বহরমপুর এলাকাধীন ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হইবার পর ঐ বৎসর মাদ্রাসার বাৎসরিক জালসায় মুফতী নঈমুদ্দীন রেজবী সাহেব কিবলার বক্তৃতায় ইমাম আহমাদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে চিনিবার মশাল পাইলাম। হে রব্বুল আলামীন আল্লাহ, মুফতী সাহেব কিবলাকে দীর্ঘায়ু দান করতঃ দ্বীনের খিদমাত করিবার সুযোগ দিন।—"আহমাদ রেজা খান খুব বড় আলেম ছিলেন।" তিনি কত বড় আলেম ছিলেন তাহা আমার মত একজন নগণ্য লেখকের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তবে এতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি, তাঁহার ইলম্‌ সমুদ্রের সামান্য কয়েকটি বিন্দু যাহাদের সৌভাগ্যে মিলিয়াছে তাঁহারা পাক ভারত উপমহাদেশে কেহ মুফতীয়ে আ'জম, কেহ মুফাস্‌সিরে আ'জম, কেহ মুহাদ্দিসে আ'জম, কেহ মুজাহিদে মিল্লাত, কেহ হাফিজে মিল্লাত ইত্যাদি হইয়া গিয়াছেন। বর্তমানে ভারতবর্ষের শীর্ষ-স্থানীয় উলামায়ে কিরামগণ, যাহারা মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ, বাহরুল উলুম, ফকীহে আসর, রাইসুল কলম, শায়খুল ইসলাম ইত্যাদি উপাধী লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর ছায়ার ন্যায় অনুসরণকারী।—অতি দুঃখের বিষয় যে, যাঁহার সম্পর্কে পৃথিবীর বহুদেশে বড় বড় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গবেষণা চলিতেছে, কেবল পাক ভারত উপমহাদেশ

pdf By Syed Mostafa Sakib

নয় বরং আরব অনারব, এক কথায় সমস্ত সুন্নী জগতে যাঁহার অসাধারণ অবদান রহিয়াছে। সারা বিশ্বে যাঁহার ইলম্ ও আমলের ডাংকা বাজিতেছে, সেই মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী আলাইহির রহমাতকে বাংলার সাধারণ মানুষেরা চেনেন না। কারণ, উর্দু ভাষায় তাঁহার জীবনীর উপর শতাধিক কিতাব রহিয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত তাঁহার জীবনীর উপর সতন্ত্র কোন পুস্তক প্রকাশ হয় নাই। বহুদিন হইতে আমার মনের কথা ছিল, তাঁহার জীবনের উপর একখানা সতন্ত্র পুস্তক প্রকাশ করিব। কিন্তু সময়ের অভাবে সম্ভব হয় নাই। আমার 'মাসায়েলে কুরবানী' পুস্তিকার প্রকাশ, স্নেহের আইউব রেজবী দিনাজপুরীর গভীর প্রেরণাদানে মনের কথা কলমে প্রকাশ করিবার জন্য আজ জোহরের নামাজ আদায় করিবার পর এক কয়েদী জীবনের ছোট কুঠিরে বসিয়া আল্লাহর নামে লেখা আরম্ভ করিলাম। আশা রাখি, রব্বুল আলামীন আল্লাহ রহমাতুল্লিল আলামীন রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলায় সামর্থ্য দান করিবেন।

ইতি—

মোহাম্মাদ গোলাম ছামদানী রেজবী

২৩-১০-১৯৯৪

ইমাম আহমাদ রেজা

(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর জন্ম

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম বলিয়াছেন, প্রত্যেক শতাব্দির শেষে এই উম্মাতের জন্য আল্লাহ তাআলা একজন মুজাদ্দিদকে অবশ্যই পাঠাইবেন। যিনি উম্মাতের জন্য উহার দ্বীনকে নতুন করিয়া দিবেন। (আবু দাউদ খঃ ২ পৃঃ ২৪১)—ইসলামের পরিভাষায় মুজাদ্দিদ উহাকে বলা হইয়া থাকে, যিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মুর্দা সুন্নাতকে জীবিত করিয়া থাকেন, শরীয়তের আহকাম সম্পর্কে উম্মাতকে জ্ঞাত করিয়া থাকেন, ইসলামের উপর কোন জটিল সমস্যা উপস্থিত হইলে তাহার সমাধান করিয়া থাকেন, ইসলামের মধ্যে কোন বাতিল ফিরকা মাথা চাড়া দিলে তাহার সহিত পূর্ণ মুকাবিলা করতঃ প্রতিরোধ করিয়া থাকেন।—অখণ্ড ভারতের উপর যখন নাস্তিকতার আবহাওয়া পূর্ণ মাত্রায় বহিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যখন অহাবী—দেওবন্দীগণ সাধারণ মানুষের মধ্যে আম্বিয়া ও আউলিয়াগণের প্রতি অনৈসলামীক ধারণা জন্মাইয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছিল, যখন চারিদিক থেকে বাতিল ফিরকাগুলি মাথা তুলিয়া ইসলামকে দুর্বল করিতে চেষ্টা করিতেছিল, যখন ঈমান ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের আলোকে নিভাইয়া দেওয়ার জন্য অমুসলিমদের চক্রান্ত চলিতেছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে চৌদ্দ শতাব্দির মুজাদ্দিদ হইয়া ইমাম আহমাদ রেজা রহমাতুল্লাহি আলাইহি ১০ই শাওয়াল শনিবার ১২৭২ হিজরী অনুযায়ী ১৪ই জুন, ১৮৫৬ সালে ভারতের বেরেলী শহরের জাসুলী মহল্লাতে জোহরের সময় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্মগত নামছিল মোহাম্মাদ। তাঁহার স্নেহময়ী মাতা 'আম্মান মিয়া' বলিয়া ডাকিতেন। হজরতের দাদা মাওলানা রেজা আলী খান তাঁহার নাম আহমাদ রেজা রাখিয়াছিলেন। (সাওয়ানে আ'লা হাজরত ৯৫ পৃঃ) আ'লা হজরত নিজের নামের প্রথমে 'আব্দুল মুস্তাফা' লিখিতেন। তিনি বলিতেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যদি আমার হৃতপিণ্ডকে দুই টুকরা করা হয়, তাহা হইলে খোদার কসম করিয়া বলিতেছি —একাংশের উপর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অপরাংশের উপর 'মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ' লেখা থাকিবে। (তাজাল্লীয়াতে ইমাম আহমাদ রেজা ২১/২২ পৃঃ)

বংশ পরিচয়

ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী মাওলানা নাকী আলী খানের পুত্র ছিলেন। হজরত নাকী আলী খানের পিতার নাম মাওলানা রেজা আলী খান। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা হাফিজ কাজেম আলী খান। তাঁহার পিতার নাম মাওলানা শাহ মোহাম্মাদ আ'জম খান। তাঁহার পিতার নাম হজরত মোহাম্মাদ সায়াদাত ইয়ার খান। তাঁহার পিতার নাম মোহাম্মাদ সাঈদুল্লাহ খান। (রাহমাতুল্লাহি আলাইহিম আজমাঈন) হজরত সাঈদুল্লাহ খান আফগানিস্তানের সম্ভ্রান্ত পাঠান ছিলেন। মোগল যুগে লাহোরে

আসিয়াছিলেন। পরে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। শাহী দরবার হইতে তাঁহাকে 'শুজায়াতে জংগ' যুদ্ধের বীর উপাধী দেওয়া হইয়াছিল।—মোহাম্মাদ সায়াদাত ইয়ার খান মোগল যুগে এক যুদ্ধের সেনাপতি ছিলেন এবং জয়লাভও করিয়াছিলেন। শাহী দরবার হইতে তাঁহাকে একটি বড় পদ দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ইহার কিছুদিন পর ইন্তেকাল করিয়াছিলেন।—মাওলানা মোহাম্মাদ আজম খান দিল্লীতে কিছুদিন শাহী দরবারের উজীর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে এই পদ সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করতঃ আল্লাহ তাআল্লার ইবাদাত উপাসনাতে মগ্ন হইয়াছিলেন। তিনি পৃথিবীর মায়া মহব্বত হইতে পৃথক হইয়া বেরেলী শহরের 'মি'মারান' মহল্লাতে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই স্থানে তাঁহার পবিত্র সমাধী রহিয়াছে। ইনি একজন কারামাত সম্পন্ন ওলী ছিলেন।—মাওলানা হাফেজ কাজেম আলী খান বাদাউন শহরের 'তহশিলদার' ছিলেন। বর্তমান যুগে তহশীলদারকে ডি, এম বলা হইয়া থাকে। বহু সংখ্যক সৈনিক তাঁহার সাহায্যে সব সময় নিযুক্ত থাকিত।—ইমাম আহমাদ রেজার দাদা মাওলানা শাহ রেজা আলী খান সেই যুগের কুতুব ছিলেন। তিনি অসাধারণ দক্ষতাপূর্ণ আলেম ছিলেন। তাঁহার থেকে বহু কারামাত প্রকাশ হইয়াছিল। শাহ রেজা আলীর যুগ হইতে শাহী দরবারের সহিত তাঁহাদের বংশীয় সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়।— ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর পিতা মাওলানা শাহ নাকী আলী খান স্বীয় পিতা শাহ রেজা আলী খানের নিকট হইতে জাহিরী ও বাতিনী বিদ্যা শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। ইনি যুগের জবরদস্ত আলেম, লেখক ও মুনাজির ছিলেন। ইনি রসুল দুশমনদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ছিলেন।

(সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ৯৩/৯৪ পৃঃ)

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিসমিল্লাহ খানী

সাধারণতঃ শিশুদের বয়স চার বৎসর চার মাস চার দিন হইলে কোন আলেম বা বুজর্গ ব্যক্তির দ্বারায় বিসমিল্লাহ শরীফ পড়ানো হইয়া থাকে। ইহাকে বলা হয় 'বিসমিল্লাহখানী'। ইমাম আহমাদ রেজার 'বিসমিল্লাহ খানী' কত বৎসর বয়সে হইয়াছিল. তাহা সঠিক-ভাবে জানা যায় না। অবশ্য তাঁহার বিসমিল্লাহ খানীর সময় একটি ঘটনা ঘটিয়াছিল। নিয়ম অনুযায়ী যখন বুজর্গ ওস্তাদ তাঁহাকে 'বিসমিল্লাহিরাহমা নিরাহীম' এর পর আলিফ, বে, তে আরবী অক্ষরগুলি পড়ানো আরম্ভ করিলেন এবং তিনি পড়িতে লাগিলেন। যখন 'লাম আলিফ' পড়িবার সময় আসিল, তখন উস্তাদ সাহেব বলিলেন—বল, 'লাম আলিফ'। এই সময় তিনি 'লাম আলিফ' উচ্চারণ না করিয়া চুপ হইয়া রহিলেন। উস্তাদ সাহেব দ্বিতীয়বার বলিলেন—সাহেবজাদা! বল—লাম আলিফ। শিশু আহমদ রেজা বলিলেন—এই অক্ষর দুইটি তো আমি পড়িয়াছি। আলিফও পড়িয়াছি এবং লামও পড়িয়াছি। আবার দ্বিতীয়বার পড়িবো কেন? বিসমিল্লাহ খানীর সভায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহার দাদা হজরত আল্লামা মাওলানা শাহ রেজা আলী খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলিলেন—বেটা উস্তাদের কথা মানিয়া নাও এবং ইনি যাহা বলিতেছেন তাহা তুমি বল। তিনি অদেশ পালন করতঃ 'লাফ আলিফ' উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু এক প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে মোহতারম দাদার মুখের দিকে তাকাইলেন। শাহ রেজা আলী খান তাঁহার আধ্যাত্মিক জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আহমাদ রেজার তাকানোর ভিতরে একটি প্রশ্ন লুকাইত রহিয়াছে। সে আমাকে বলিতে চাহিতেছে, পৃথক অক্ষরগুলির মধ্যে একটি যুক্ত শব্দ কেমন করিয়া আসিল। তিনি আরো উপলব্ধি করিয়াছিলেন, আহমাদ রেজা তাহার যুগের জবরদস্ত

আলেমে দ্বীন ও ইমামে ইল্‌ম হইবে। তাই তিনি শিশু আহমাদ রেজার নিকটে 'লাম আলিফ' এর যথাযথ ভেদ সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করতঃ বলিলেন—বেটা! তোমার ধারণা সঠিক। তবে কথা হইল ইহাই যে, প্রথমে তুমি যে 'আলিফ' পড়িয়াছো, প্রকৃত পক্ষে উহা 'হামজাহ' ছিল। প্রকৃতপক্ষে আলিফ এখন পড়িলে। কিন্তু 'আলিফ' সর্বদা সাকিন হইয়া থাকে। যাহা প্রথমে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়। এই কারণে 'লাম' অক্ষরটি 'আলিফ' এর প্রথমে আনিয়া 'আলিফ' অক্ষরটির উচ্চারণ করা হইয়াছে। ইহা শুনিবার পর তিনি বলিলেন—যদি কারণ ইহাই হয়, তাহা হইলে আলিফ উচ্চারণ করিবার জন্য অন্য অক্ষর যুক্ত না করিয়া 'লাম' অক্ষরটি যুক্ত করা হইল কেন? লামের সঙ্গে 'আলিফ' এর বিশেষ সম্পর্ক কি রহিয়াছে? তাঁহার এই প্রশ্ন শুনিয়া দাদা রেজা আলী খান সাহেব গভীর মহাব্বাতে বুকে লইয়া খুব দোয়া করিয়াছিলেন। পরে বলিলেন—বেটা! লাম এবং আলিফ এর মধ্যে এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। লেখার দিক দিয়া লাম এবং আলিফের আকার প্রায় একুই রকম। 'আবার 'লাম' অক্ষরটি বানান করতঃ লিখিলে মাঝখানের অক্ষরটি হইবে—আলিফ। অনুরূপ আলিফ অক্ষরটি বানান করতঃ লিখিলে মাঝখানের অক্ষরটি হইবে—লাম। মোট কথা, লাম ছাড়া আলিফ নয় এবং আলিফ ছাড়া লাম নয়। এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কারণে 'লাম আলিফ' যুক্ত অক্ষর আনা হইয়াছে।—বাহ্যিক দৃষ্টিতে এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, ইমাম আহমাদ রেজার প্রশ্ন ছিল—যুক্ত অক্ষর আনা হইয়াছে কেন এবং মাওলানা রেজা আলী খান উহার কারণ বর্ণনা করিয়াছেন মাত্র। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ছিল ইমাম আহমাদ রেজার মারেফাত সম্পর্কে প্রশ্ন। মাওলানা রেজা আলী খান ইমাম আহমাদ রেজার শিশু মনে ও অন্তরে বাতিনী তথ্য এমনভাবে

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যাহা পরবর্ত্তীকালে প্রকাশ পাইয়াছিল। জগৎ স্বচক্ষে দেখিয়াছে, ইমাম আহমাদ রেজা শরীয়তের দিক দিয়া যেমন ছিলেন ইমাম আবু হানিফা রাজী আল্লাহু আনহুর পূর্ণ পদাংক অনুসরণকারী। তেমনই তিনি ছিলেন তরীকাতের দিক দিয়া সরকারে বাগদাদ হজরত আব্দুল ক্বাদের জিলানী রাদী আল্লাহু আনহুর সুযোগ্য প্রতিনিধী।

(সংগৃহীত হায়াতে আ'লা হজরত পৃঃ ৩১/৩২)

শিক্ষা জীবন

বিসমিল্লাহখানীর পর হইতে ইমাম আহমাদ রেজার শিক্ষার জীবন আরম্ভ হইয়া যায়। তিনি মাত্র চার বৎসর বয়সে পূর্ণ কোরআন শরীফ দেখিয়া পাঠ করা সমাপ্ত করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর বয়সে রবিউল আওয়াল মাসে বিশাল জনতার সামনে মীলাদ শরীফ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাথমিক উস্তাদ ছিলেন হজরত মির্যা গোলাম ক্বাদের বেগ রহমাতুল্লাহি আলাইহি। অবশ্য পরবর্ত্তীকালে মির্যা সাহেব তাঁহার নিকট হইতে 'হিদাইয়া' কিতাব পড়িয়াছিলেন।[১] ইমাম আহমাদ রেজা স্বীয় পিতা হজরত মাওলানা শাহ নাক্বী আলী খান রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট হইতে একুশটি বিদ্যায় পূর্ণ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। যথা, ইল্মে কোরআন, ইল্মে হাদীস, ইল্মে তাফসীর, উসুলে হাদীস, কুতুবে ফিকহে হানিফী, কুতুবে ফিকহে শাফয়ী, মালিকী, হাম্বালী, উসুলে ফিকা, ইলমুল আক্বায়েদ প্রভৃতি। তের বৎসর দশ মাস পাঁচ দিন বয়সে ১৪ই শাবান ১২৮৬ হিজরী অনুযায়ী

(১) তাজকিরায়ে উলামায় আহলে সুন্নাত পৃঃ ৪২।

১৯শে নভেম্বর ১৮৬৯ সালে শিক্ষার জীবন হইতে বিরত হইয়াছিলেন এবং ঐ দিন তাঁহার মস্তকে পরানো হইয়াছিল সম্মানের মহাতাজ। তিনি যে দিন বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করতঃ মহা সম্মানের মহা পাগড়ী পাইয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তিনি মোহতারম পিতার দারুল ইফতায়—ফতওয়া বিভাগে মুফতীর মসনদে বসিয়া জগৎকে ফতওয়া প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রথম ফতওয়াটি ছিল দুধ পান সম্পর্কে। যদি কোন মহিলার দুধ কোন শিশুর নাক দিয়া পেটে প্রবেশ করে, তাহা হইলে ঐ মহিলা শিশুটির মাতা বলিয়া গণ্য হইবে কিনা? ইমাম সাহেবের উত্তর ছিল—মাতা বলিয়া গণ্য হইয়া যাইবে। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত পৃঃ ৯৮/৯৯)

ইমাম আহমাদ রেজার উস্তাদের তালিকা ছিল খুবই ছোট। মাত্র পাঁচ ছয় জন ছিলেন তাঁহার উস্তাদ। যিনি 'বিসমিল্লাহ খানী' করিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রথম উস্তাদ। তারপর মির্যা গোলাম ক্বাদের বেগ বেরেলবী, মাওলানা আব্দুল আলী রামপুরী, সাইয়েদ শাহ আবুল হাসান আহমাদ নূরী ও পিতা হজরত মাওলানা নাক্বী আলী খান রাহেমাহুমুল্লাহ। এক কথায় তিনি সমস্ত বিদ্যার সনদ লাভ করিয়াছিলেন পিতার নিকট হইতে। বাতেনী বির্দ্যা বা ইল্মে মা'রেফাত হাসেল করিবার জন্য ১২৯৪ হিজরীতে হজরত আলে রাসুল মারহারাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকট মুরীদ হইয়াছিলেন। (হায়াতে আ'লা হজরত পৃঃ ৩৪/৩৫)

অসাধারণ স্মৃতি শক্তি

ইমাম আহমাদ রেজার স্মৃতি শক্তি ছিল অসাধারণ। সাইয়েদ আইউব আলী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—একদা ইমাম আহমাদ রেজা বলিলেন, লোকে না জানিয়া আমার নামের সহিত হাফিজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

লিখিয়া থাকেন। কিন্তু আমি ধারাবাহিক কোনআন শরীফের হাফিজ নই। যদি কোন হাফিজ সাহেব আমাকে কোরআন শরীফ ধারাবাহিক শুনাইয়া দেন, তাহা হইলে আমি ধারাবাহিক মুখস্ত করিয়া শুনাইয়া দিতাম। ঐ দিন হইতে জনৈক হাফিজ সাহেব ঈশার অজু করিবার পর থেকে নামাজ আরম্ভ করিবার পূর্ব পর্যন্ত এক পারাহ করিয়া কালাম পাক শুনাইতেন। পূর্ণ ৩০ দিনে তিরিশ পারাহ শ্রবণ করিয়া হুজুর হাফিজ হইয়াছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন—সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। আমি ধারাবাহিক পূর্ণ কোরআন শরীফের হাফিজ হইয়াছি। আল্লার বান্দারা এইবার আমাকে হাফিজ বলিলে ভুল হইবে না।

মৌলবী মোহাম্মাদ হোসাইন সাহেব মিরাঠী বলিয়াছেন—হজরতের যখন কোন ফওতয়া লিখিবার প্রয়োজন হইত, তখন তিনি ফতওয়াটির মূল বক্তব্য লিখিয়া আমাকে বলিতেন—আলমারী হইতে অমুক কিতাবের অমুক খণ্ডটি বাহির করিয়া অমুক পৃষ্ঠায় অমুক লাইনের পর হইতে লেখা আরম্ভ কর। আমি তাঁহার নির্দেশ মত কিতাব খুলিয়া ফতওয়া লিখিতাম। আমি অত্যন্ত আশ্চর্য হইতাম, তিনি এত সময় কোথায় পাইয়াছিলেন যে, পৃষ্ঠা ও লাইন গণনা করিয়া রাখিয়াছেন।

একদা ইমাম আহমাদ রেজা পেলিভেত উপস্থিত হইয়া মাওলানা অসী আহমাদ মুহাদ্দিস সরাতী সাহেবের সহিত আলোচনাকালে প্রসঙ্গত 'উকুদুদ দিরাইয়া ফি তান্‌কীহিল ফাতাওয়াল হামিদীয়া' নামক কিতাবের কথা উল্লেখ হইলে মুহাদ্দিস সুরাতী সাহেব বলেন, আমার কুতুবখানাতে উক্ত কিতাবখানি রহিয়াছে। ঐ সময় ইমাম আহমাদ রেজার কুতুবখানাতে উক্ত কিতাবখানা ছিল না। হজরত বলিলেন—যাইবার

সময় কিতাবখানা আমাকে দিবেন। মুহাদ্দিস সাহেব আনন্দ সহকারে কিতাবখানা উপস্থিত করতঃ বলিলেন—দেখা হইয়া গেলে কিতাবটি পাঠাইয়া দিবেন। কারণ, আপনার নিকটে বহু কিতাব রহিয়াছে। কিন্তু আমার নিকটে মাত্র এই কয়েক খানা কিতাব রহিয়াছে। আমি এইগুলি দেখিয়া ফতওয়া দিয়া থাকি। হজরত বলিলেন—আচ্ছা। ঐ দিন হজরতের বেরেলী শরীফে ফিরিবার কথা ছিল। কিন্তু তাঁহার জনৈক মুরীদের দাওয়াতে প্রোগ্রাম বাতিল করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এবং রাতে মোটা দুই খণ্ডে সমাপ্ত 'উকুদুদ্‌ দিরাইয়া' কিতাবটি পড়িয়া লইয়াছিলেন। পরদিন জোহরের নামাজ পড়িয়া বেরেলী শরীফ রওয়ানা হইবার সময় উক্ত কিতাবখানা মুহাদ্দিস সাহেবকে ফেরৎ দিয়াছিলেন। তখন তিনি বলিলেন—আমি আপনাকে কিতাবখানা ফেরত দিবার কথা বলিয়াছি বলিয়া দুঃখ করিয়া ফেরত দিলেন। হজরত বলিলেন—কিতাবখানা বেরেলী লইয়া যাইবার ইচ্ছা ছিল। যদি গতকাল চলিয়া যাইতাম, তাহা হইলে লইয়া যাইতাম। যেহেতু যাওয়া হয় নাই, সেইহেতু রাতে এবং সকালে সম্পূর্ণ কিতাবটি দেখিয়া লইয়াছি। আর লইয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। মুহাদ্দিস সুরাতী সাহেব বলিলেন—একবার দেখাই যথেষ্ট হইয়া গেল? হজরত বলিলেন—আল্লাহ তাআল্লার ফজল ও করমে আশা রাখি, দুই তিন মাস পর্যন্ত কিতাবের যে কোন অংশের প্রয়োজন হইলে ফতওয়ায় লিখিয়া দিব এবং কিতাবের সমস্ত বিষয়গুলি ইনশাল্লাহ; সারা জীবনের মতো মুখস্ত হইয়া গেল।

মৌলবী এহসান হোসাইন সাহেব বলিয়াছেন—আমি প্রাথমিক আরবী শিক্ষায় ইমাম আহমাদ রেজার সঙ্গী ছিলাম। তিনি কোন সময় উস্তাদের নিকট হইতে কিতাবের এক চতুর্থাংশের বেশী পড়েন নাই। উস্তাদের নিকট হইতে কিতাবের চতুর্থাংশ পড়িবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

পর সমস্ত কিতাব নিজেই পড়িয়া মুখস্ত করতঃ শুনাইয়া দিতেন। (হায়াতে আ'লা হজরত পৃঃ ৩৫ হইতে ৩৯ পর্যন্ত)

লেখনীর ময়দানে ইমাম আহমাদ রেজা

ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আহমাদ রেজার ন্যায় লেখক পাওয়া খুবই বিরল। তিনি ছিলেন ইসলামের ইতিহাসে প্রথম ব্যক্তি, যিনি পঞ্চাশের অধিক বিদ্যা ও বিষয়ের উপর হাজারের অধিক কিতাব লিখিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে পৃথিবীতে কোন আলেম পঁয়ত্রিশের অধিক বিদ্যা ও বিষয়ে কিতাব লেখেন নাই। তাঁহার বহু কিতাবে এমনই বহু গবেষণা পূর্ণ আলোচনা রহিয়াছে, যাহা পূর্ববর্ত্তীগণের কিতাবে পাওয়া যায় না। কেবল তাই নয়, তিনি স্বয়ং কয়েকটি বিদ্যার আবিষ্কারক ছিলেন। (মুকাদ্দামায় জাদ্দুল মুমতার ১ম খন্ড পৃ ২৬)

তিনি জীবনে কতখানা কিতাব লিখিয়াছেন, তাহার সঠিক সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। উহা একটি রিসার্চ করিবার বিষয়। কারণ, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তাঁহার পাণ্ডুলিপি রহিয়াছে। বহু অনুসন্ধানের পর পাকিস্তান, সৌদী আরব, তুরস্ক ও লন্ডন প্রভৃতি দেশ হইতে কিছু কিছু পান্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার অধিকাংশ কিতাব পাকিস্তান ও তুরস্ক হইতে ছাপা হইয়াছে। (মাহনামা আ'লা হজরত, বেরেলী হইতে ছাপা পৃঃ ৪৮, সেপ্টেম্বর সংখ্যা, ১৯৮৯ সাল)

ইসলামের ইতিহাসে ইমাম আহমাদ রেজার অবদান অস্বীকার করিবার নয়। তিনি মুসলিম জাহানকে তেরশত মূল্যবান কিতাব প্রদান করিয়াছেন। (খুৎবাতে আ'জমী পৃঃ ৪৭, মাহনামায় আ'লা হজরত পৃঃ ২৫, জুন সংখ্যা ১৯৮৯ সালে) 'সাওয়ানেহে

আ'লা হজরত' কিতাবে ১০১ পৃষ্ঠায় তিনি কোন্ বিষয় কতখানা কিতাব লিখিয়াছেন, উহার একটি নক্শা প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত নক্শায় পাঁচশত আটষট্টিখানা কিতাব দেখানো হইয়াছে। শায়খুল ইসলাম আল্লামা মোহাম্মাদ মাদানী সাহেব কিবলার তৎপরতায় প্রকাশিত 'ইমাম আহমাদ রেজা নাম্বার' কিতাবে ৩০৬ পৃষ্ঠা হইতে ৩২৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঁচশত আটচল্লিশ খানা কিতাবের নাম লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

তিনি তের বৎসর বয়স হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একজন মহান মফতী হিসাবে জগৎকে ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশের মধ্যে এমন কোন দেশ নাই, যেখান হইতে তাঁহার নিকট ফতওয়া চাওয়া হয় নাই। ইহার নমুনা ফাতাওয়ায় রেজবীয়া, ফাতাওয়ায় আফ্রিকা ও আহকামে শরীয়ত ইত্যাদি। আফ্রিকা মহাদেশ হইতে যে প্রশ্নগুলি আসিয়াছিল এবং তিনি যাহা উত্তর দিয়াছিলেন, সেইগুলির সমষ্টি 'ফাতাওয়ায় আফ্রিকা' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। তিনি প্রথম জীবনে হাজার হাজার ফতওয়ার নকল গ্রহণ করেন নাই। পরবর্ত্তীকালে যে ফতওয়াগুলির নকল গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইগুলির সমষ্টি 'ফাতাওয়ায় রেজবীয়া' ও 'আহকামে শরীয়ত' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। 'ফাতাওয়ায় রেজবীয়া' বারো খন্ডে সমাপ্ত। প্রত্যেক খণ্ডে প্রায় হাজারের মতো পৃষ্ঠা রহিয়াছে। এই মহান কিতাবটি সম্পর্কে বোম্বাই হাইকোর্টের স্বনামধন্য অমুসলিম পারসী জজ প্রফেসার ডি, এফ, মোল্লা মন্তব্য করিয়াছেন— "ফিকাহ শাস্ত্রে দুইটি অতুলনীয় কিতাব লেখা হইয়াছে। একটি হইল ফাতাওয়ায় আলামগিরী ও অপরটি হইল ফাতাওয়ায় রাজবীয়া।" (মুকাদ্দামায় ফাতাওয়ায় রাজবীয়া ১ম খঃ)

ইমাম আহমাদ রেজা ফাজেলে বেরেলবী ফিকাহ শাস্ত্রের উপর

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুইশত ষাটের অধিক কিতাব লিখিয়াছেন। যেই কিতাবগুলি গভীরভাবে পাঠ করিলে বোঝা যায় যে, তাঁহার মধ্যে ইজতেহাদী ক্ষমতা ছিল। তথাপিও তিনি কোন সময় নিজেকে মুজতাহিদ বলিয়া দাবী করেন নাই। তিনি নিজেকে ইমাম আবু হানিফা রাদী আল্লাহু আনহুর মুকাল্লিদ বলিয়া গণ্য করিতেন। ফাতাওয়ায় রাজাবীয়া উহার অন্যতম নমুনা। এই মহান কিতাবটির কিয়দাংশ পাঠ করিয়া কাবা শরীফের কুতুবখানার মুফতী আল্লামা সাইয়াদ ইসমাঈল আলাইহির রহমাত আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছিলেন—"আমি খোদার কসম করিয়া বলিতেছি, ইমাম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি যদি এই কিতাবখানা দেখিতেন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার চক্ষু শীতল হইয়া যাইতো এবং তিনি লেখককে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে গণ্য করিয়া লইতেন। (রসায়েলে রেজবীয়া পৃঃ ১০৬, মুকাদ্দামায় জাদ্দুল মমতার পৃঃ ২৭)

বুজর্গদিগের ভবিষ্যতবাণী

ইমাম আহমাদ রেজার বড় বোন বর্ণনা করিয়াছেন—আমার মোহতারমা মাতা বলিতেন। আহমাদ রেজার বয়স যখন দশ বৎসর ছিল, তখন একদিন এক ব্যক্তি দরওয়াজায় আসিয়া আওয়াজ দিয়াছিলেন। আহমাদ রেজা বাহিরে গিয়া দেখিল যে, এক বুজর্গ ফকীর মানুষ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। আহমাদ রেজাকে দেখিয়া তিনি কাছে ডাকিলেন এবং মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন—তুমি খুব বড় আলেম হইবে।

সাইয়েদ আইউব আলী সাহেব বলিতেন যে, একদা মহল্লায় সওদাগ্রামের মসজিদের নিকট ইমাম আহমাদ রেজার শৈশবকালে জনৈক বুজর্গের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি কয়েকবার খুব

গভীরভাবে হুজুরের মাথা হইতে পা পর্যন্ত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—তুমি রেজা আলী খান সাহেবের কে? হুজুর উত্তর দিয়াছিলেন—আমি তাঁহার পোতা। বুজর্গ বলিলেন—তাই! তারপর তিনি তরিৎ চলিয়া গেলেন।

মৌলবী ইরফান আলী কাদেরী বিসালপুরী বর্ণনা করিয়াছেন যে, একদা হুজুর ইমাম আহমাদ রেজা বলিয়াছেন—যখন আমার বয়স সাড়ে তিন বৎসর মত ছিল, সেই সময় একদিন আমি আমাদের মসজিদের সামনে দাঁড়াইয়াছিলাম। এক ব্যক্তি আরবীয় পোষাকে আমার নিকটে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া আরবী মনে হইতেছিল। তিনি আমার সহিত আরবী ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। আমিও তাঁহার সহিত শুদ্ধ আরবীতে কথা বলিয়াছিলাম। ইহার পর হইতে সেই বুজর্গের সহিত আমার কোনদিন সাক্ষাৎ হয় নাই।

সাইয়েদ আইউব আলী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন। যখন ইমাম আহমাদ রেজা তাঁহার মাতৃগর্ভে ছিলেন তখন তাঁহার পিতা হজরত মাওলানা নাক্বী আলী খান সাহেব একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। যাহার কারণে তিনি খুব চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং সারা রাত্রি ভীষণ চিন্তার মধ্যে কাটাইয়াছিলেন। সকালে স্বপ্নের কথা আল্লামা রেজা আলী খান সাহেবের নিকটে ব্যক্ত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন—খুব সুন্দর স্বপ্ন দেখিয়াছো। স্বপ্নে শুভ সংবাদ দেওয়া হইয়াছে যে, রব্বুল আলামীন আল্লাহ তোমার উরুসে এক সুসন্তান পাঠাইবেন, যিনি ইল্মের সমুদ্র বহাইয়া দিবে। পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত তাহার খ্যাতিলাভ হইবে। (হায়াতে আ'লা হজরত পৃঃ ২২)

বেরেলী শহরে এক মসজিদে জনৈক মাজ্জুব থাকিতেন। কোন মানুষ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে কমপক্ষে পঞ্চাশটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

গালি দিতেন। ইমাম আহমাদ রেজা বলিয়াছেন—ঐ দরবেশের নিকটে যাইবার জন্য আমার প্রেরণা জন্মাইল। কিন্তু আমার আম্মাজান আমাকে একা বাহিরে যাইতে দিতে চাহিতেন না। একদিন রাত এগারোটার সময় আমি একা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি হুজরার মধ্যে চারপাইতে বসিয়াছিলেন। আমি নিচে বসিয়া পড়িলাম। তিনি ১৫/২০ মিনিট খুব ধ্যানের সহিত আমার দিকে দেখিতে থাকিলেন। শেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি মৌলবী রেজা আলী খান সাহেবের কে? আমি বলিলাম—তিনি আমার দাদা। ইহা শোনা মাত্রই ঝাঁপাইয়া উঠিয়া আমাকে তুলিয়া নিলেন এবং চারপাইয়ের দিকে ইংগিত করতঃ উপরে বসিতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—মুকাদ্দামার জন্য আসিয়াছো? আমি বলিলাম—মুকাদ্দামা রহিয়াছে কিন্তু আমি উহার জন্য আসি নাই। কেবল আপনার নিকটে মাগফিরাতের জন্য দোয়া লইতে আসিয়াছি। প্রায় আধ ঘণ্টা পর্যন্ত বলিতে থাকিলেন—আল্লাহ দয়া করেন, আল্লাহ দয়া করেন, আল্লাহ দয়া করেন, আল্লাহ দয়া করেন। ইহার পর আমার মেজ ভাই মৌলবী হাসান রেজা খান সাহেব উহার নিকটে মুকাদ্দামার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলে তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—মুকাদ্দামার জন্য আসিয়াছো?—জি, হ্যাঁ, তিনি বলিলেন—কোরআন শরীফে তো রহিয়াছে, "নাসরুম মিনাল্লাহি অ ফাতহুন করীব।" সুতরাং দ্বিতীয় দিন মুকাদ্দামা জিত হইয়া গিয়াছিল।

(মালফুজাত খঃ ৪ পৃঃ)

শৈশবকালের কয়েকটি ঘটনা

সাইয়েদ আইউব আলী সাহেব বলিয়াছেন—যখন ইমাম আহমাদ রেজার বয়স ছিল প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর। সেই সময়

তিনি একদিন বড় একটি জামা পরিধান করিয়া বাহিরে গিয়াছিলেন। কয়েকটি বাজারী মহিলা, যাহারা গান গাইয়া বেড়াইতো। এই গায়িকাগুলি যখন তাঁহার সম্মুখ থেকে যাইতেছিল, তখন তিনি উহাদের দেখা মাত্রেই জামাখানা উঠাইয়া চক্ষুদ্বয় ঢাঁকিয়াছিলেন। এই অবস্থা দেখিয়া মহিলাগুলি হাঁসিয়া ফেলে এবং বলিতে থাকে—সাহেবজাদা, তুমি মুখ ঢাঁকিয়া ফেলিলে কিন্তু লজ্জাস্থান খুলিয়া গেল! তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়াছিলেন—যখন চক্ষু ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তখন অন্তর ভ্রষ্ট হইয়া যায়। আর যখন অন্তর ভ্রষ্ট হইয়া যায়, তখন লজ্জাস্থান খুলিয়া যায়। এই উত্তর শুনিয়া তাহারা আশ্চর্য হইয়া পড়িল। (হায়াতে আ'লা হজরত ২৩ পৃষ্ঠা) 'তরজুমানে আহলে সুন্নাত' এর উদ্ধৃতিতে আল্লামা বদরুদ্দীন আহমাদ ক্বাদেরী সাহেব লিখিয়াছেন—যখন ইমাম আহমাদ রেজার এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র সাড়ে তিন বৎসর। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ১১৬ পৃঃ)

সাড়ে তিন বৎসর হউক অথবা পাঁচ ছয় বৎসর হউক ইহাতে এমন কিছুই যায় আসে না। ঐ বয়সে তিনি যে উত্তরটি দিয়াছিলেন, তাহা অতি তাৎপর্যপূর্ণ ছিল—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, তিনি এতই জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও হাত দিয়া চক্ষু না ঢাঁকিয়া জামা উঠাইয়াছিলেন কেন? —যদি তিনি হাত দিয়া চক্ষু ঢাঁকিয়া লইতেন, তাহা হইলে গায়িকাদের কোন প্রশ্নই থাকিত না এবং পথিকগণ তাঁহার নিকট হইতে উপদেশমূলক উত্তর শুনিতে পাইতেন না। যদিও নাকী তিনি ইচ্ছাকৃত এই প্রকার করেন নাই। বরং তিনি শিশুমনে করিয়াছিলেন মাত্র। অবশ্য তাঁহার উত্তরটি ছিল আল্লার তরফ থেকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জনাব আইউব আলী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—জনৈক মৌলবী সাহেব শিশুদের পড়াইতেন। হুজুর তাঁহার নিকটে কোরআন শরীফ পড়িতেন। একদিন মৌলবী সাহেব কোন একটি আয়াত বারবার হুজুরকে বলিয়া দিতেছিলেন। কিন্তু হুজুরের জবান থেকে একটি শব্দ বাহির হইতে ছিল না। মৌলবী সাহেব শব্দটি জবর দিয়া পড়িতেছিলেন। কিন্তু হুজুরের জবান থেকে শব্দটি জের যুক্ত হইয়া বাহির হইতেছিল। তথায় উপস্থিত ছিলেন হুজুরের দাদা—যুগের কুতুব আল্লামা রেজা আলী খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি এই অবস্থা দেখিয়া হুজুরকে নিকটে ডাকিলেন এবং কোরআন শরীফ চাহিয়া দেখিলেন যে, ছাপার ভুলে জের স্থলে জবর হইয়া রহিয়াছে। হুজুর যাহা উচ্চারণ করিতেছিলেন, সেটাই সঠিক। বুজর্গ দাদা রেজা আলী খান সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—মৌলবী সাহেব যাহা পড়াইতেছিলেন, তুমি তাহা পড়িতেছিলে না কেন? হুজুর উত্তর দিলেন—আমি পড়িবার চেষ্টা করিতেছিলাম। কিন্তু উহা আমার উচ্চারণ হইতেছিল না। আমার অনিচ্ছায় জবরের স্থলে জের বাহির হইতেছিল। বুজর্গ দাদা মৃদু হাঁসিয়া হুজুরের মাথায় হাত বুলাইয়া আন্তরিক দোয়া করিলেন। ইহার পর তিনি মৌলবী সাহেবকে বলিলেন—বাচ্চা ঠিক পড়িতেছিল। ছাপার ভুল রহিয়াছে। অতঃপর নিজ হাতে সংশোধন করিয়া দেন। এই ধরণের ঘটনা প্রায় ঘটিত। একদিন মৌলবী সাহেব হুজুরকে আড়ালে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সাহেবজাদা, আমি কাহারো নিকটে বলিব না। তুমি সত্য করিয়া বল—তুমি মানুষ, না জিন! হুজুর বলিলেন—সমস্ত প্রসংশা আল্লাহ তাআলার, আমি মানুষ। আমার প্রতি আল্লাহ তাআলার অশেষ দয়া রহিয়াছে।

উক্ত মৌলবী সাহেব একদিন শিশুদের পড়াইতেছিলেন। জনৈক শিশু আসিয়া মৌলবী সাহেবকে সালাম দিল। মৌলবী সাহেব উত্তরে বলিলেন—বেঁচে থাক। ইহা শুনিয়া হুজুর বলিলেন—ইহা সালামের উত্তর হইল না। 'অ আলাই কুমুস্ সালাম' বলিতে হইত। ইহা শুনিয়া মৌলবী সাহেব অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং খুব দোয়া করিলেন।

সাইয়েদ আইউব আলী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—পবিত্র রমজান মাসে আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা জীবনের প্রথম রোজা রাখিবেন। একটি আবদ্ধ ঘরে রাখা হইয়াছিল ইফতারের বহু প্রকার খাদ্য এবং জমাইবার জন্য রাখা হইয়াছিল পায়েস। যখন দ্বি-প্রহর হইয়া গেল, তখন বুজর্গ পিতা মাওলানা নাকী আলী খান সাহেব হুজুরকে হাত ধরিয়া ঐ কামরার মধ্যে প্রবেশ করেন এবং দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিয়া একটি পায়েসের পিয়ালা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন—খাইয়া নাও। হুজুর বলিলেন—আমি রোজা করিতেছি, কেমন করিয়া খাইব! তিনি বলিলেন শিশুদের রোজা এই প্রকার হয়। তুমি খাইয়া ফেল। দরওয়াজা বন্ধ রহিয়াছে, কেহ তোমাকে দেখিতে পাইবে না। হুজুর বলিলেন—যাহার আদেশে রোজা করিতেছি, তিনি তো দেখিতেছেন! ইহা শুনিয়া পিতার চক্ষুতে অশ্রু আসিয়া যায়। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দরওয়াজা খুলিয়া হুজুরকে বাহিরে লইয়া আসেন।

সাইয়েদ আইউব আলী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—হুজুরের এক প্রতিবেশি হাজী মোহাম্মাদ শাহ খান সাহেব একদিন সকালে হুজুরের বৈঠকখানা ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। যেহেতু আমরা কোনদিন তাঁহাকে এই প্রকার ঝাড়ু দিতে দেখি নাই। সেইহেতু আমার ভাই কানায়াত আলী সাহেব লজ্জিত হইলেন যে, একজন দ্বীনদার বয়স্ক বুজর্গ ধনী মানুষ আমাদের সামনে ঝাড়ু দিবেন, আর

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমরা দাঁড়াইয়া দেখিব। এই কারণে তিনি স্বয়ং ঝাড়ু দেওয়ার উদ্দেশ্যে হাজী সাহেবের নিকটে সরিয়া গেলেন। কিন্তু হাজী সাহেব তাহা মানিলেন না। তিনি বলিলেন—সাহেবজাদা! ইহা আমার গৌরব যে, আমি আমার পীরের আস্তানা ঝাড়ু দিব। এতদিনে সবাই জানিতে পারিলেন যে, হাজী সাহেব হুজুরের কেবল প্রতিবেশি নন, বরং তিনিও হুজুরের নিকট বায়েত গ্রহণ করিয়াছেন। হাজী সাহেব বলিলেন—আমি বয়সের দিক দিয়া হুজুরের থেকে বড়। আমি তাঁহার শৈশবকাল দেখিয়াছি, তাঁহার যৌবন কাল দেখিয়াছি, এখন তাঁহার বৃদ্ধকাল দেখিতেছি। প্রত্যেক যুগে আমি তাঁহাকে অদ্বিতীয় পাইয়াছি, তাই তাঁহার হাতে হাত দিয়াছি। (হায়াতে আ'লা হজরত পৃষ্ঠা ২৩ হইতে ২৫ পর্যন্ত)

হুজুর ছয় বৎসর বয়সে জানিয়া লইয়াছিলেন, বাগদাদ শরীফ ভারতের কোন্ দিকে। তিনি এই সময় হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কোন দিন বাগদাদ শরীফের দিকে পা করেন নাই। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ১১৭ পৃঃ)

ইমাম আহমাদ রেজার সাধারণ জীবন

১২৮৬ হিজরী অনুযায়ী ১৮৬৯ সালে যখন ইমাম আহমাদ রেজার বয়স হইয়াছিল তের বৎসর দশ মাস, তখন তিনি শরীয়তের সুবিখ্যাত আলেম হইয়া গিয়াছিলেন এবং এই সময় হইতে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ইসলামের খিদমাত করিয়াছিলেন। তাঁহার জাহির ও বাতিন, বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিণ এক ছিল। তাঁহার আন্তরিক কথাগুলি পবিত্র জবানে প্রকাশ করিয়া দিতেন। যাহা তিনি মুখে বলিতেন, তাহা তিনি বাস্তবে পালন

করিতেন। ইসলামী বিধানের বিরুদ্ধে দোস্ত ও দুশমন কাহার ছাড়িতেন না। জবানে ও কলমে প্রত্যেকের প্রতিবাদ করিতেন। ১৯১৩ সালে কানপুর শহরে মাছ বাজারের মসজিদের একাংশ সরকার রাস্তা তৈয়ার করিয়াছিল। সরকারের বিরুদ্ধে মুসলমানদের আন্দোলন চরম পর্য্যায় পৌঁছাইলে সরকার গুলি চালাইয়াছিল। ইহাতে বহু মুসলমান শহীদ হইয়া যায়। ১৯১৩ সালে ১৬ই আগাস্ট মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিংগী, রাজা সাহেব মাহমুদ আবাদ ও স্যার রেজা আলী প্রমুখ ব্যক্তিগণ মুসলমানদের প্রতিনিধি হইয়া লেফটেন্যাণ্ট গভর্ণরের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। মুসলমানদের এই প্রতিনিধিদল ১৯১৩ সাল, ১৪ই অক্টোবর কয়েকটি শর্তের উপর সরকারের সহিত মিমাংসা করিয়াছিলেন। উহার মধ্যে একটি শর্ত ছিল, মসজিদের যে অংশটি রাস্তার মধ্যে রহিয়াছে, উহার উপরে মসজিদের গোসলখানা হইবে এবং যাতায়াতের জন্য নিচে ফুটপাত করিয়া দেওয়া হইবে। যেহেতু এই চুক্তিটি ছিল ইসলাম বিরোধী, সেইহেতু ইমাম আহমাদ রেজা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বন্ধু মাওলানা আব্দুল বারী সাহেবের বিরুদ্ধে 'ইবানাতুল মুতাওয়ারী ফী মুসালিহাতে আব্দিল বারী' নামক কিতাব লিখিয়াছিলেন। মোট কথা, তিনি শরীয়তের স্বপক্ষে এবং অন্যায়ের বিপক্ষে অটল পাহাড়ের ন্যায় ছিলেন। তিনি কোরআনের কষ্টিপাথরকে সামনে রাখিয়া কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং সুন্নী মু'মিন মুসলমানদের প্রতি পরম দয়ালু ছিলেন। যখন কোন সুন্নী আলেমের সহিত সাক্ষাত হইত, তখন তিনি তাহাকে এমনই সম্মান প্রদান করিতেন যে, সে ব্যক্তি লজ্জাবোধ করিতেন। অনুরূপ যখন কোন ব্যক্তি হজ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাত করিতে উপস্থিত হইতেন, তখন তিনি প্রথমে

pdf By Syed Mostafa Sakib

জিজ্ঞাসা করিতেন,—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাকে উপস্থিত হইয়াছিলেন? যদি বলিতেন—হ্যাঁ। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পায়ে চুম্বন দিতেন। আর যদি না বলিতেন, তাহা হইলে তাহার দিকে তাকাইতেন না। কোন ভিখারী তাঁহার দরবার হইতে খালি হাতে ফিরিত না। দেশ বিদেশের অসহায় মানুষের সাহায্যের জন্য মাসিক একটি বড় অংকের টাকা জমা রাখিতেন। এইগুলিতে ছিল তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ ও তাঁহার রসুলকে সন্তুষ্ট করা।—তিনি সপ্তাহে দুইদিন, জুমা ও মঙ্গলবার পোষাক পরিবর্তন করিতেন। অবশ্য যদি ঈদ অথবা মীলাদুন্নাবীর দিন অর্থাৎ ১২ই রবীউল আউয়াল বৃহস্পতিবার অথবা শনিবার পড়িয়া গেলে পোষাক পরিবর্তন করিতেন। তিনি হাদীসের কিতাবের উপর অন্য কোন কিতাব রাখিতেন না। যখন তিনি হাদীস শরীফের অনুবাদ শুনাইতেন, তখন কেহ কথা বলিলে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইতেন। মীলাদ শরীফের মজলিসে খুব আদাবের সহিত শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত নামাজের ন্যায় বসিয়া থাকিতেন। অত্যন্ত বিনয়ীর সহিত দাঁড়াইয়া সলাত ও সালাম পাঠ করিতেন। ঠাট্টা মজাক করিতেন না। কখনও কিবলার দিকে থুতু ফেলিতেন না। কখনও কিবলার দিকে পা লম্বা করিতেন না। অপরের আয়না চিরুণী ব্যবহার করিতেন না। খুব নির্জনে বসিয়া কিতাব লিখিতেন ও পড়িতেন এবং ফতওয়া লিখিতেন। অনুরূপ নির্জন অবস্থায় জিকির আজকার করিতেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে জামাতের সহিত আদায় করিতেন। সব সময় পাগড়ী পরিধান করিতেন। অধিকাংশ সময়ে বাড়ী থেকে অজু করিয়া মসজিদে আসিতেন। খুব সাবধানতার সহিত অজু, গোসল করিতেন। নামাজ আদায় করিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু আসরের নামাজের

পর দরওয়াজায় চারপায়ীর উপর বসিতেন। চারিদিকে চিয়ার রাখা হইত। সাক্ষাতের জন্য আগন্তুক ব্যক্তিরা চিয়ারে বসিতেন এবং নিজ নিজ প্রয়োজনের কথা বলিতেন। তিনি সবার কথা গভীরভাবে শুনিতেন। তিনি যখন কাহারো কোন জিনিষ প্রদান করিতেন। যদি কেহ ভুল করিয়া বাম হাত বাড়াইয়া দিতেন, তাহা হইলে তিনি হাত টানিয়া লইতেন এবং বলিতেন বাম হাতে শয়তান লইয়া থাকে। সংখ্যায় বিসমিল্লাহ শরীফ লিখিবার সময় ডান দিক থেকে লেখা আরম্ভ করিতেন। অর্থাৎ প্রথমে ছয় তারপর আট তারপর সাত লিখিতেন। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ১১৮ হইতে ১২০ পর্যন্ত।

জনাব জাকাউল্লাহ খান সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা জুমার দিন নামাজের পর ফটকে বসিয়া যাইতেন এবং মাগরিবের নামাজের পর বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেন। প্রতিদিন আসরের নামাজ পড়িয়া গেটে বসিয়া যাইতেন। তাঁহার নিকট উপস্থিতগণ—আলেম ও সাধারণ মানুষ সবাই উপকৃত হইতেন। অবশ্য শীতকালে আসর হইতে মাগরিব পর্যন্ত সবাই ইতেকাফের নিয়্যাতে মসজিদে থাকিতেন। কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য আসিলে সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী হইতে বাহির হইতেন।

আ'লা হজরতের ভাগনা জনাব আলী মোহাম্মাদ খান সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—কোন সময় হুজুরকে পড়িবার জন্য বলিতে হইত না। তিনি নিজ ইচ্ছায় যথা সময়ে পড়িতে যাইতেন। জুমার দিনও পড়িতে ইচ্ছা করিতেন। কিন্তু তাঁহার পিতার নিষেধ থাকিবার কারণে ঐ দিন পড়িতেন না। জুমার দিনের বিশেষ গুরুত্ত থাকিবার কারণে ঐ দিন পড়িতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাইয়েদ আইউব আলী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—হুজুর যখন হাঁটিতেন, তখন তাঁহার পায়ের শব্দ শোনা যাইত না। এই কারণে আমরা অধিকাংশ সময়ে তাঁহাকে প্রথমে সালাম দিতে পারিতাম না। জনাব সাইয়েদ আইউব সাহেব আরো বলিয়াছেন —হুজুর একদা আমাকে ভোয়ালী পাহাড়ে ডাকিয়াছিলেন। আমি শাহাজাদা (মুফতী আ'জমে হিন্দ) মাওলানা মুস্তাফা রেজা খান সাহেবকে সঙ্গে লইয়া মগরিবের নামাজের পর উপস্থিত হইয়াছিলাম। শাহজাদা এই বলিয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন যে, আমি আপনার আসিবার সংবাদ হুজুরকে প্রদান করিতেছি। আমি হুজুরকে প্রথমে সালাম করিবার জন্য প্রস্তুত রহিলাম। এতদ্‌সত্তেও হুজুর আমার খুব নিকটে আসিয়া আমাকে প্রথমে সালাম করিয়া দিলেন।—হুজুরের খোরাক খুব অল্প ছিল। তিনি সহজে ঔষধ ব্যবহার করিতেন না। নামাজে ইমামের ভুল হইয়া গেলে, তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলিয়া অবগত করিতেন না। বরং 'সুবহানাল্লাহ' বলিতেন। ওয়াজ করিবার সময় কখন মুখে পান ভরিতেন না। তিনি এমন অবস্থায় শুইতেন, দেখিলে মনে হইত—'মোহাম্মাদ' শব্দ লেখা রহিয়াছে। হুজুর পয়সার বিনিময় কাহারো তাবীজ দিতেন না। একদা বাদাউন হইতে এক ব্যক্তি এক হাঁড়ী মিষ্টান্ন লইয়া হুজুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। হুজুর তাহার সালামের উত্তর দিয়া কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন কাজ আছে? তিনি বলিলেন—না। কেবল আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। কিছুক্ষণ পর হুজুর আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন প্রয়োজন আছে? তিনি বলিলেন—না। তখন তিনি মিষ্টির হাঁড়ী বাড়ীর মধ্যে পাঠাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পর লোকটি একটি তাবিজের জন্য আবেদন করিলেন। তখন হুজুর বলিলেন—আমি আপনাকে

কয়েকবার জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু আপনি প্রথমে বলিলেন না কেন? যাক্, আমি আপনার তাবীজের ব্যবস্থা করিতেছি। হুজুর তাবীজ প্রদান করতঃ মিষ্টির হাঁড়ী ফেরৎ দিয়া বলিলেন —আপনি মিষ্টি ফেরৎ লইয়া যান। এখানে তাবীজ বিক্রয় হয় না। লোকটি খুবই অনুরোধ করিলেন কিন্তু হুজুর শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করিলেন না।

একদা ইমাম আহমাদ রেজা কেরোসিন বিক্রেতা জাহাঙ্গীর খান সাহেবকে ডাকিয়া বলিলেন--আমার এক পিপ কেরোসিনের প্রয়োজন। লোক কেরোসিনের তৈল এক পিপ লইয়া উপস্থিত হইলে হুজুর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—মূল্য কত। লোকটি বলিলেন—আমি এই মূল্যে বিক্রয় করিয়া থাকি। আপনি কিছু কম করিয়া এই মূল্য দিন। হুজুর বলিলেন—সবার নিকট হইতে যে মূল্য গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই মূল্য আমার নিকট হইতে নিন। লোকটি বলিলেন—হুজুর আপনি আমাদের বুজর্গ আলেম। আপনার নিকট থেকে বাজারী মূল্য কেমন করিয়া গ্রহণ করিব। অতঃপর তিনি এই বলিয়া বাজারী মূল্য দিয়া দিলেন যে, ইল্‌ম বিক্রয় হয় না। (হায়াতে আ'লা হজরত খঃ ১ পৃঃ ২৫ হইতে ২৯ পর্যন্ত)

কারামত

আম্বিয়া আলাইহিমুস্ সালামগণের মু'জিজা বিশ্বাস করা ঈমানের অঙ্গ। যদি কেহ কোন নবীর মু'জিজাকে অস্বীকার করে, তাহা হইলে সে ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে। অনুরূপ আউলিয়াগণের কারামাত সত্য ও ঈমানের অঙ্গ। উহা অস্বীকার করিবার অবকাশ নাই। আল্লাহর ওলী হইবার জন্য

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারামাত শর্ত নয়। অনেক ওলীর কারামাত প্রকাশ হয়, আবার অনেকের কারামাত প্রকাশ হয় না। কারামাত প্রকাশ না হইলেই যে আল্লাহর ওলী হইতে পারিবেন না, এমন কথা ইসলামে নাই। শরীয়তের পূর্ণ পাবন্দ কিনা দেখিতে হইবে। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর জীবনে কোন চুল সমান শরীয়ত বিরোধী কাজ করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই। অবশ্য আল্লাহ তাআল্লার অশেষ রহমতে তাঁহার থেকে শত শত কারামাত প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার কারামাতের অধ্যায়টি সতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এখানে নমুনা স্বরূপ কতিপয় কারামাত লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

মৃতকে জীবিত করিয়াছেন

মুফতী গোলাম সরওয়ার সাহেব রেজবী সাহেব তাঁহার কিতাব 'আশ্ শাহ আহমাদ রেজা' এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন। পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডণ্ট শায়েখ হাবীবুর রহমান সাহেবের শৈশব অবস্থায় নিমুনিয়া হইয়াছিল। এই নিমুনিয়া রোগে তাঁহার ইন্তেকাল হইয়া যায়। একমাত্র সন্তান ইন্তেকাল হইবার কারণে পিতা মাতা এবং আত্মীয় স্বজন শোকে জর্জরিত হইয়া পড়েন। পরিশেষে কাফন ইত্যাদির ব্যবস্থা আরম্ভ হইয়া যায়। হাবীবুর রহমান সাহেবের মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে ইমাম আহমাদ রেজার দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—হুজুর, আমার সন্তান ইন্তেকাল করিয়াছে। আপনার দোয়ায় এই সন্তান হইয়াছিল। হুজুর, আমার সন্তান চাই। আপনি বাঁচাইয়া দিন। হুজুর লাঠি লইয়া মৃত হাবীবুর রহমান সাহেবকে দেখিতে আসিলেন। সমস্ত মানুষ সম্মানের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সবাই ধারণা

করিলেন যে, হুজুর শান্তনা দেওয়ার জন্য আসিয়াছেন। হুজুর বলিলেন—তোমরা শিশুকে বিরিয়া দাও, আমি উহাকে দেখিব। যখন আ'লা হজরত মৃত শিশুর নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন উহার মাতা চিৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আমার সন্তানকে বাঁচাইয়া দিন। আমি আর কিছুই চাই না। আ'লা হজরত মৃত শিশুর উপর থেকে কাপড় সরাইয়া 'বিসমিল্লাহ শরীফ' পাঠ করিয়া বলিলেন—চোখ্ খুলিতেছ না কেন? দেখ তোমার মাতা কি বলিতেছে। এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে চোখ মেলিয়া ফেলে এবং কাঁদিতে আরম্ভ করে। আ'লা হজরত বলিলেন—শিশু তো জীবিত রহিয়াছে! কে বলিয়াছে, মরিয়া গিয়াছে! ইহার পর আ'লা হজরত খুব মুহাব্বাতের সহিত শিশুর মাথায় হাত বুলাইয়া দিলেন। শিশু কান্না বন্ধ করতঃ মৃদু হাসিতে আরম্ভ করিল। চারিদিকে এই সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল এবং সবাই খুশী হইলেন। ১৯৮৭ সাল পর্যন্ত জনাব হাবীবুর রহমান সাহেব পাকিস্তানের লাহোরে জীবিত ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে। বর্তমানে হায়াতে আছেন কিনা বলা সম্ভব হইল না। (তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমাদ রেজা ১০৩ হইতে ১০৪ পৃঃ)

ডাকাতের দল তওবা করিয়াছে

১৩২৩ হিজরীর ঘটনা। মুহাদ্দিসে সুরাতীর সাহেবজাদা শাহ আব্দুল আহাদ সাহেব কিবলার সহিত মুরাদাবাদের শাহ ফজলে রহমান রহমাতুল্লাহি আলাইহির পূতি হামিদা খাতুনের বিবাহ হইয়াছিল। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই বিবাহের যাত্রী ছিলেন। যখন মাওলানা শাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আব্দুল আহাদ সাহেব কিবলা যাত্রীগণের সহিত মধুগঞ্জ ষ্টেশনের দিকে রওয়ানা হইয়াছিলেন, তখন ষ্টেশানে পৌঁছিবার তিন মাইল দূরে মাগরিবের নামাজের সময় হইয়া যায়। ইমাম আহমাদ রেজার ইমামাতে সবাই নামাজ আদায় করিয়াছিলেন। ষ্টেশানে পৌঁছিবার রাস্তা ছিল জংগলের ভিতর দিয়া এবং নিকটের গ্রামটি ছিল ডাকাতদের। ইহা কাহারো অজানা ছিল না। এমতাবস্থায় উক্ত গ্রামের জনৈক মানুষ আসিয়া সংবাদ দিলেন — রাস্তার অবস্থা ভয়াবহ। অতএব, আপনারা ফিরিয়া যান। যেহেতু আমি হুজুর মুরাদ আবাদীর মুরীদ এবং সবাই জ্ঞাত রহিয়াছেন যে, গ্রামটিতে ডাকাত দল বাস করিয়া থাকে। সেইহেতু আমি আপনাদের পরামর্শ দিতে আসিলাম। হুজুর মুহাদ্দিসে সুরাতী সাহেব আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজাকে বলিলেন — আমরা আপনার আদেশ অনুযায়ী কাজ করিব। আপনি কী বলিতেছেন বলুন! আ'লা হজরত বলিলেন—আল্লাহ তাআলা এবং তাঁহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম আমাদের সাহায্য করিবেন। মোট কথা, হুজুরের আদেশ মুতাবিক সবাই ষ্টেশানের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিছুদূর গমন করিবার পর দেখা গেল যে, একদল ডাকাত সবসস্ত্র সামনে আসিতেছে। হুজুর আ'লা হজরত ইহা দেখিয়া 'হাসবু নাল্লাহু ও নি'মাল অকীল' বলিয়া সবাইকে দাঁড়াইতে আদেশ করতঃ নিজেই ডাকাতদের সামনে চলিয়া গেলেন। ডাকাতের দল এই দৃশ্য দেখিয়া সেখানেই দাঁড়াইয়া রহিল। আ'লা হজরত নিকটে গিয়া উহাদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন—আমরা তোমাদের এলাকার বুজর্গের পুতিকে বিবাহ করিয়া লইয়া যাইতেছি। আর তোমরা অপবিত্র উদ্দেশ্যে কাফেলাকে লুট করিতে আসিয়াছো। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়! তোমাদের উচিৎ ছিল, রাস্তা দেখাইয়া ষ্টেশানে পৌঁছাইয়া দেওয়া।

এখনও কি তোমরা লুট করা উচিত মনে করিতেছ। খোদাকে দেখিয়া ভয় কর এবং খোদার নিকটে তওবা কর। আল্লাহ পাক তোমাদিগকে সোজা পথে চালাইবেন। আ'লা হজরতের এই বাণী শ্রবণ করতঃ ডাকাতদলের মধ্যে চরম ভয় চলিয়া আসে এবং প্রত্যেকের মধ্যে কম্পন আরম্ভ হইয়া যায়। প্রত্যেকেই ক্ষমা চাহিয়া আ'লা হজরতের পবিত্র হাতে তওবা করিয়াছিল। এই ডাকাতদলের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। (তাজকিরায় উলামায়ে আহলে সুন্নাত ১৬৮'১৬৯ পৃঃ)

ধোকা শাহের মৃত্যু সংবাদ

হজরত ধোকা শাহ রহমাতুল্লাহি বেরেলী শহরের সুবিখ্যাত বুজর্গ ছিলেন। ইনি যুগের কুতুব ছিলেন। হজরত ধোকা শাহ যখন রাস্তায় বাহির হইতেন, তখন সবাই তাঁহার নিকটে দোয়া চাহিতেন। ছেলেরা তাঁহাকে দোয়া করিতে বলিলে তিনি বলিতেন - যাও, ফেল হইয়া যাইবে। এই কথা শুনিয়া যখন ছেলেরা চঞ্চল হইয়া পড়িত, তখন তিনি তাহাদের ডাকিয়া আবার বলিতেন— আমার নাম ধোকা শাহ। আমি যাহাকে পাশ করিবার কথা বলিব সে ফেল হইয়া যাইবে এবং যাহাকে ফেল হইবার কথা বলিব সে পাশ করিবে। হজরত ধোকা শাহ হাজী হিমায়তুল্লাহ সাহেবের বাড়ীতে থাকিতেন। রাত প্রায় দুইটার সময় ইন্তেকাল করিয়াছিলেন। অবশ্য বাড়ীর কোন মানুষ বুঝিতে পারিয়াছিল না। ইমাম আহমাদ রেজা ফাজেলে বেরেলবী ফজরের পূর্বে মহল্লায় সওদাগ্রান হইতে পায়ে হাঁটিয়া জখীরা মহল্লায় হাজী হিমায়তুল্লাহ সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া হাজী সাহেবকে ডাকিতে আরম্ভ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিলেন। হাজী সাহেব বাহিরে আসিয়া আ'লা হজরতের কদম চুমিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হুজুর, এই সময় কষ্ট করিয়া কেন আসিয়াছেন? তখন তিনি বলিলেন—তোমরা সংবাদ রাখ না, হজরত ধোকা শাহ ইন্তেকাল করিয়াছেন। হাজী সাহেব আশ্চর্য হইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করতঃ দেখিলেন যে, সত্য ধোকা শাহ ইন্তেকাল করিয়াছেন। প্রকাশ থাকে যে, হজরত ধোকা শাহ ইন্তেকালের একদিন পূর্বে সেই সমস্ত মানুষের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া টাকা পয়সা প্রদান করিয়া আসিয়াছিলেন, যাহারা তাঁহার কবর খনন করিবে এবং কাফন ইত্যাদি প্রদান করিবে।

বিরাট অজগর সাপ

একদা আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা হজরত মুহাদ্দিসে সুরাতী আল্লামা শাহ অসীউল্লাহ সাহেবের বাড়ীতে পেলিভেত গিয়াছিলেন। আ'লা হজরত মুহাদ্দিস সাহেবকে বলিলেন—আমাকে শুভ সংবাদ হইয়াছে। শাহ কালিমুল্লাহ রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁহার মাজারে যাইবার জন্য আমাকে বলিয়াছেন। অতঃপর আ'লা হজরত মুহাদ্দিস সুরাতীকে এবং আরো কয়েকজন মাদ্রাসার ছাত্রকে লইয়া হজরত কালিমুল্লার মাজারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, মাজার শরীফের দরওয়াজা খোলা রহিয়াছে এবং মাজারের দরওয়াজাতে একটি বিরাট অজগর সাপ শুইয়া রহিয়াছে। যখন আ'লা হজরত মাজার শরীফের নিকটে উপস্থিত হইলেন, তখন অজগরটি ভিতরে চলিয়া গেল। আ'লা হজরতও ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হজরত মুহাদ্দিস সাহেব এবং অন্যরা যখন মাজারের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন দরওয়াজা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। সবাই বাহিরে অপেক্ষায় রহিলেন। আ'লা

হজরতের জন্য সবাই চিন্তায় রহিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পর হঠাৎ মাজারের দরওয়াজা খুলিয়া গেল। আ'লা হজরত খুব হাসি খুশি অবস্থায় বাহির হইয়া বলিলেন—আর কোন দিন অজগর দেখা যাইবে না। মাজার বাসী হইলেন নক্‌শাবন্দী সিলসিলার সহিত যুক্ত এবং এই পেলিভেত শহরের সুলতানুল আউলিয়া। হজরত আমার সহিত সরাসরি সাক্ষাত করিয়াছেন। আ'লা হজরতের এই কারামাত দেখিয়া শাহ আব্দুল আহাদ, শাহ হাবীবুর রহমান, শাহ আব্দুল হক শামসী প্রমুখ উলামাগণ শাহ কালিমুল্লাহর মাজারে আ'লা হজরতের নিকট বায়েত গ্রহণ করেন। এই ঘটনার পর হইতে কোন দিন ঐ অজগরকে দেখা যায় নাই। সবাই নির্ভয়ে মাজার জিয়ারত করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রকাশ থাকে যে, ঐ অজগরটির জন্য মানুষ মাজার জিয়ারত করিতে যাইতে পারিত না। (তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমাদ রেজা ৫১ পৃঃ হইতে ৫৩ পৃঃ)

হাফিজ সাহেব আসিতেছেন

একদা হজরত হাফেজ ইয়াকুব আলী খান সাহেব আরিফবিল্লাহ শাহ আহমাদ শের খান আলাইহির রহমাতের নিকট মুরীদ হইবার উদ্দেশ্যে পেলিভেত উপস্থিত হইয়াছিলেন। শাহ সাহেব বলিলেন—মুরীদ হইয়া কি করিবে? তুমি তো মাদারজাদ ওলী। হাফেজ সাহেব আবার বলিলেন—হুজুর, আমাকে মুরীদ করিয়া নিন। শাহ সাহেব আবার ঐ কথা বলিলেন—তুমি তো মাদারজাদ ওলী। হাফিজ সাহেব পুনরায় মুরীদ করিতে আবেদন করিলে শাহ সাহেব বলিলেন—তুমি বেরেলীতে যাও। লওহে মাহফুজে লেখা রহিয়াছে, মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব তোমাকে মুরীদ করিবেন। আমার নিকটে তোমার মুরীদ হওয়া হইবে না। হাফেজ সাহেব

pdf By Syed Mostafa Sakib

ট্রেন যোগে পেলিভেত হইতে বেরেলী রওয়ানা হইলেন। আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা প্রতি বৎসর ১৮ই জুলহাজ্জাহ বেরেলী শরীফের নিজ বাড়ীতে তাঁহার পীর ও মুর্শিদ হজরত আলে রাসুল মারহারাবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির উরুস শরীফ করিতেন। ক্বুলখানী করিবার পর আ'লা হজরত মাওলানা আব্দুল আহাদ সাহেব ও মাওলানা হাবীবুর রহমান সাহেবকে বলিলেন—তোমরা ষ্টেশানে যাও। হাফিজ সাহেব আসিতেছেন। তাহাকে এখানে লইয়া এসো। আ'লা হজরত হাফেজ সাহেবের নাম প্রকাশ করেন নাই এবং উহারা নাম জিজ্ঞাসাও করেন নাই। যখন উহারা ষ্টেশানে পেঁাছিলেন, তখন হাফিজ ইয়াকুব আলী সাহেব ট্রেন থেকে নামিলেন। মাওলানাদ্বয় হাফিজ সাহেবকে দেখিয়া বলিলেন—আপনি কোথায় যাইবেন ? হাফিজ সাহেব আ'লা হজরতের ঠিকানা বলিয়া দিলেন। মাওলানা হাবীবুর রহমান বলিলেন– আ'লা হজরত আপনার আগমনের সংবাদ আমাদের প্রথমেই বলিয়া দিয়াছেন। আমরা আপনাকে নিতে আসিয়াছি। অতঃপর মাওলানাদ্বয় হাফিজ সাহেবকে লইয়া মহল্লায় সওদাগ্রানের দিকে রওয়ানা হইলেন। এদিকে আ'লা হজরত বাড়ীর বাহিরে হাফিজ সাহেবের অপেক্ষায় দরওয়াজায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। হাফিজ সাহেব আসিয়া মুসাফাহা ও মুয়ানাকা করিবার পর মুরীদ হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আ'লা হজরত হাফিজ সাহেবের হাত নিজ হাতে লইয়া কিছু উপদেশ দান করিবার পর মুরীদ করিয়া লইলেন। (তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমাদ রেজা ৫৩/৫৪ পৃষ্ঠা)।

ট্রেন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল

১৩৩৭ হিজরীর ঘটনা। একদা আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা আলাইহির রহমাত পেলিভেত হইতে বেরেলী শরীফ

আসিবার জন্য ষ্টেশানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ট্রেন ছাড়িবার সময় হইয়া গিয়াছিল। এদিকে মগরিবের নামাজের সময়ও হইয়া গিয়াছিল। আ'লা হজরত ট্রেনের টিকিট ক্রয় করিবার পর নামাজ আদায় করিবার সিদ্ধান্ত নিলেন। জনৈক ব্যক্তি বলিলেন, হুজুর ট্রেন চলিয়া যাইবে। আ'লা হজরত বলিলেন—ট্রেন চলিয়া যাক। প্রথমে নামাজ আদায় করা হউক। ইনশাল্লাহ, ফকীরকে না লইয়া ট্রেন যাইবে না। এদিকে হুজুর নামাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং ঐ দিকে ট্রেন ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। যখন হুজুরের ফরজ নামাজ শেষ হইয়া গেল, তখন ট্রেন এতদূর চলিয়া গিয়াছে যে, ষ্টেশান হইতে দেখা যাইতেছিল না। হুজুর সুন্নাত ইত্যাদি আদায় করিবার পর জিকির আজকার করিতে আরম্ভ করিলেন। কিছুক্ষণ পর দেখা যাইতেছে যে, বহু সংখক মানুষ কয়েকজন অফিসারকে সঙ্গে লইয়া আ'লা হজরতের দিকে আসিতেছেন। যখন তাহারা হুজুরের নিকটে আসিলেন, তখন হুজুরের সঙ্গীগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের কি হইয়াছে ? সবাই বলিলেন ট্রেন সেতুর উপর গিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সামনে যাইতেছে না, পিছনেও আসিতেছে না। রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইঞ্জিনে কোন প্রকার দোষ দেখা যাইতেছে না। সবাই বলিতেছেন, বেরেলীর এক বড় বুজর্গ নামাজ আদায় করিতেছেন। তিনি ট্রেন বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের ভুল ক্ষমা করিয়া দিন। আ'লা হজরত রাগান্বিত হইয়া বলিলেন—যদি কাহার শক্তি থাকে, তাহা হইলে ট্রেন লইয়া যাক। আমি ট্রেন বন্ধ করি নাই। আমি যে আল্লাহর উপাসনা করিতেছিলাম সেই মহান আল্লাহ বন্ধ করিয়াছেন। অফিসারগণ শীঘ্র আ'লা হজরতের পা ধরিয়া ফেলেন এবং খুব বিনয়ীর সহিত ক্ষমা চাহিতে লাগিলেন। হুজুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিলেন—আচ্ছা, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করিলে ট্রেন চলিবে। আপনারা ট্রেন ষ্টেশানে ফিরাইয়া আনুন। ড্রাইভার ও অফিসারগণ চালিয়া গেলেন। ট্রেনকে সামনে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সম্ভব হইল না। শেষ পর্যন্ত ট্রেন ষ্টেশানে লইয়া আসিলেন। আ'লা হজরত ট্রেনে চড়িয়া বসিলেন। তারপর ট্রেন বেরেলী মুখী হইয়া চলিতে লাগিল। (তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমাদ রেজা পৃঃ ৭৫/৭৬)

অ-মুসলিম জাদুকরের ইসলাম গ্রহণ

হজরত শাহ মানা মিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। একদা আ'লা হজরত মসজিদ হইতে নামাজ পড়িয়া বাড়ী ফিরিবার সময় দেখিলেন—মহল্লায় সওদাগ্রানের রাস্তায় মানুষের খুব ভীড় লাগিয়াছে। হুজুর জিজ্ঞাসা করিলেন—এখানে এত মানুষ কেন? লোকে বলিল—এক অমুসলিম যাদুকর আসিয়াছে। সে আশ্চর্য যাদু দেখাইতেছে যে, তিন চার কিলো পানির একটি পাত্র খুব সরু সুতা বাঁধিয়া উঠাইতেছে। ইহা শুনিয়া আ'লা হজরত যাদুকরের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাহার নিকটে গিয়া বলিলেন—আমি শুনিয়াছি, আপনি তিন চার কিলো পানির পাত্র একটি সূক্ষ্ম সুতায় বাঁধিয়া উঠাইতেছেন। যাদুকর বলিল—জি, হ্যাঁ। আ'লা বলিলেন—আরো কিছু উঠাইতে পারিবেন? যাদুকর বলিল—আপনি যাহা দিবেন তাহাই উঠাইবো। আ'লা হজরত পায়ের জুতা খানা খুলিয়া যাদুকরের সামনে রাখিয়া দিলেন। জুতাটি নাগরা ছিল। যাহার ওজন পঞ্চাশ গ্রামের মত খুব হাল্কা ছিল। হুজুর বলিলেন—জুতাটি উঠানো তো বড় কথা, কেবল একটু সরাইয়া দেখান। যাদুকর বহু চেষ্টার পরেও

পবিত্র জুতাটি সামান্য সরাইতে পর্যন্ত পারিল না। হুজুর বলিলেন—আপনি যে পাত্রটি উঠাইয়া দেখাইয়াছেন, সেই পাত্রটি আবার উঠাইয়া দেখান। বহু চেষ্টার পর যাদুকর উঠাইতে পারিলেন না। আ'লা হজরতের এই কারামাত দেখিয়া যাদুকর হুজুরের পায়ে পড়িয়া যায় এবং কালেমা পড়িয়া ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল। (তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমাদ রেজা পৃঃ ৭৬/৭৭)

আ'লা হজরত মৃত্যু সংবাদ দিয়াছিলেন

১৩২৮ হিজরীতে যখন রামপুরের নবাব সাহেবের বেগম মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হইয়াছিল। তখন উহার রোগ সম্পর্কে আ'লা হজরতকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল। যেহেতু বেগম সাহেবা শীয়া ছিল। সেইহেতু হজরত বলিলেন—উহাকে শীয়া মতবাদ ত্যাগ করিয়া সুন্নী হইতে হইবে। অন্যথায় রোগ হইতে মুক্তি পাইবে না। বেগম ইহা মানিতে রাজী হইল না। সুতরাং দিনের পর দিন রোগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই বৎসর শওয়াল মাসের ৮ তারিখে আবার আ'লা হজরতকে প্রশ্ন করা হইল—বেগম কোথায় মরিবে এবং কবে মরিবে। এই সময় আবহাওয়া পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বেগম 'নিনিতালে' অবস্থান করিয়াছিল। আ'লা হজরত বলিলেন—বেগম মুহার্রম মাসে রামপুর শহরে ইন্তেকাল করিবে। এই ভবিষ্যত বাণীটি কিছু কিছু মানুষের কানে পৌঁছিয়া যায়। মুহার্রম মাসের পূর্বে দুই একটি পত্র আসিতে আরম্ভ হইয়া গেল যে, বেগমের ইন্তেকাল তো এখন পর্যন্ত হইল না। দরবার হইতে উত্তর দেওয়া হইল—মুহার্রম মাস আসতে দিন। সুতরাং নবাব সাহেব বেগমকে লইয়া নিনিতালে বসবাস করিতেছিলেন। হঠাৎ কানপুর শহরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়া যায়। লেফ্‌টেন্যাণ্ট মিষ্টার মিসটন নবাব সাহেবের নিকটে তার মারফত জানাইলেন—আপনি শীঘ্র রামপুর চলিয়া আসুন। অন্যথায় অবস্থা আয়ত্বে থাকিবে না। নবাব সাহেব একা আসিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু বেগম নবাব সাহেবকে একা আসিতে দিলেন না। বাধ্য হইয়া নবাব সাহেব বেগমকে সঙ্গে লইয়া রামপুর শহরে আসিবার জন্য রওনা হইলেন। ঘটনাক্রমে মাসটি ছিল মুহার্‌রম। রামপুরের নিকটবর্ত্তী হইতেই বেগমের ইন্তেকাল হইয়া যায়। ইহা আ'লা হজরতের একটি জ্বলন্ত কারামাত। যাহা আল্লাহ তাআ'লা প্রকাশ করিয়াছেন। (তাজাল্লিয়াত পৃঃ ৭৭/৭৮)

আরো একটি আশ্চর্য কারামাত

শায়খুল মুহাদ্দিসীন সাইয়েদ শাহ দিদার আলী সাহেবের সহিত আল্লামা নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদীর গভীর ভালবাসা ছিল। একদা শাহ সাহেব সদরুল আফাজিল আল্লামা নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদীর বাড়ীতে আসিয়াছিলেন। মুরাদাবাদী সাহেব শাহ সাহেবকে বলিলেন—চলুন, আমরা বেরেলী শরীফে যাই। সেখানে রহিয়াছেন শরীয়তের সুবিখ্যাত একজন আমলদার আলেম—আ'লা হজরত শাহ আহমাদ রেজা খান সাহেব। শাহ সাহেব বলিলেন, আমি জানি – তিনি পাঠান খান্দানের মানুষ। তিনি অত্যন্ত রাগী মানুষ। পরিশেষে মুরাদাবাদীর সহিত শাহ সাহেব বেরেলী শরীফে উপস্থিত হইলেন! যখন আ'লা হজরতের দরবারে উপস্থিত হইয়া শাহ সাহেব হুজুরের সহিত মুসাফাহা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হুজুর, কেমন আছেন? তখন হুজুর বলিলেন—সাইয়েদ সাহেব কি জিজ্ঞাসা করিতেছো! আমি তো পাঠান বংশের

মানুষ। আমার মেজাজ খুব রুক্ষ। আমি খুবই রাগী মানুষ। শাহ দিদার আলী সাহেব আশ্চর্য হইয়া পড়িলেন যে, মুরাদাবাদে আমাদের দুইজনের মধ্যে এই কথাগুলি হইয়াছিল। আ'লা হজরত তাঁহার অসাধারণ কাশ্‌ফ ও কারামাতের বলে তাহা জানিয়া নিয়াছেন। কেবল তাই নয়, আমি সাইয়েদজাদা তাহাও তিনি অবগত হইয়াছেন। অতপর শাহ সাহেব আ'লা হজরতের নিকট মুরীদ হইয়া যান। এই সময় হুজুর তাঁহাকে খিলাফত প্রদান করিয়াছিলেন। (তাজাল্লিয়াত পৃঃ ৫৬)

ছাব্বিশ দিন খাদ্য ভক্ষণ করেন নাই

ইমাম আহমাদ রেজা ছাব্বিশ দিন খাদ্য ভক্ষণ করেন নাই। ঘটনাটি এই প্রকারে ঘটিয়াছিল যে, তিনি একদা একটি কিতাব পড়িতেছিলেন। উক্ত কিতাবে লেখা ছিল—অমুক আবিদ এতদিন খাদ্য ভক্ষণ করেন নাই এবং এই প্রকারে আল্লাহর ইবাদাত করিয়াছিলেন। অমুক আবিদ এতদিন পর্যন্ত আহার করেন নাই এবং খোদা তাআলার উপাসনা করিয়াছিলেন। ইহা দেখিয়া তাঁহার মধ্যে গভীর প্রেরণা জন্মাইয়া গেল যে, তাঁহাদের পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহা আমার পক্ষে সম্ভব নিশ্চয় হইবে। তিনি আহার ত্যাগ করিয়া দিলেন। বাড়ীর সবাই ইহা জানিয়া ফেলিলেন। এমন কি বন্ধু বান্ধব সবাই ঘটনাটি অবগত হইয়া গেলেন। সবাইয়ের মধ্যে একটি চিন্তা আসিয়া গেল। বাড়ীর মানুষ, বন্ধু বান্ধব, খলীফা ও শাগরিদ সবাই খাইবার জন্য অনুরোধ রাখিলেন। হুজুর বলিলেন—আপনারা সবাই খান। আমি রোজা করিতেছি। যতদিন যাইতেছে, তত সবাই চিন্তিত হইয়া পড়িতেছেন। আ'লা হজরতকে আহার করাইবার কেহ কোন পন্থা খুঁজিয়া পাইতেছেন না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

হুজুর দিনের বেলায় রোজা রাখেন এবং ইফতারের সময় মাত্র কয়েক ঢোক পানি পান করিয়া থাকেন। কোন প্রকার খাদ্য ভক্ষণ করেন না। অনুরূপ সাহরীর সময় কেবল কয়েক ঢোক পানি পান করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ এই ঘটনাটি ঘটিয়াছিল রজব মাসে। কয়েকজন বন্ধু এই ব্যাপারটি মারহারা শরীফের পীরে তরীকাত সাইয়েদ মাহদী মিয়া সাহেবকে জ্ঞাত করিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি আস্তানায় আলিয়াতে ছিলেন না। অতঃপর শাহ মোহাম্মাদ হিদায়েত রসুল সাহেব কিবলার নিকটে সংবাদ পাঠানো হইল। কিন্তু তিনিও বাড়ীতে ছিলেন না। যখন শাহ হিদায়েত রসুল সাহেব কিবলা এই ব্যাপারটি অবগত হইলেন, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরেলী শরীফের উদ্দেশ্যে রওনা হইয়া পড়িলেন। মগরিবের পূর্বে মহল্লায় সওদাগ্রান পেঁাছিয়া গেলেন। সবাই অবগত করিলেন যে, আজ পর্যন্ত আ'লা হজরত ছাব্বিশ দিন আহার করেন নাই। ইহার সঠিক কারণ কি তাহা কেহ বলিতে পারিলেন না। মগরিবের আজান হইয়া গেল। লোক মসজিদের দিকে যাইতে আরম্ভ করিলেন। আ'লা হজরত বাড়ী থেকে বাহির হইয়া মসজিদে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ইমামাতে নামাজ সমাপ্ত হইবার পর মাওলানা হিদায়েত রসুল সাহেব কিছু দূরে দাঁড়াইয়া সালাম দিলেন। আ'লা হজরত সালামের জবাব দিয়া বলিলেন মাওলানা সাহেব আজ দূরে দাঁড়াইয়া আছেন কেন? আসুন, মুসাফাহা করুন। এই বলিয়া আ'লা হজরত নিজেই দাঁড়াইয়া হিদায়েত রসুল সাহেবের দিকে অগ্রসর হইলেন। হিদায়েত রসুল সাহেব মুসাফাহা করিবার সুযোগ না দিয়া পিছনে সরিয়া গেলেন। আ'লা হজরত বলিলেন—মাওলানা কি হইল? হিদায়েত রসুল সাহেব বলিলেন—আমি কেবল একটি কথা বলিবার জন্য আসিয়াছি। আ'লা হজরত বলিতে অনুমতি দিলেন। মাওলানা বলিলেন—

এখন আহলে সুন্নাতের চুড়ি পরিয়া ঘরের মধ্যে বসিয়া থাকা উচিৎ। আ'লা হজরত আশ্চর্য মত হইয়া বলিলেন—মাওলানা আপনি কি বলিতেছেন! তখন মাওলানা সাহেব বলিলেন—আহলে সুন্নাতের ইমাম যখন পানাহার ত্যাগ করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার দুনিয়াবী জীবনের কি ভরসা রহিয়াছে। আ'লা হজরত বলিলেন—আমার নজরে পড়িয়াছে যে, পূর্ব যুগের আবিদেরা আহার না করিয়া আল্লাহ তাআলার ইবাদাত করিয়াছেন। যেহেতু আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উম্মাৎ, সেইহেতু আমি আহার ত্যাগ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবার হইতে আসিতে থাকে। হিদায়েত রসুল সাহেব বলিলেন—হুজুর, আমি তো উহা দেখিতে পাইতেছি না। এখন আমি আপনার মেহমান হইয়া আসিয়াছি। মেহমানের সঙ্গে মেজবানের আহার করা জরুরী। আমার একটি দাবী যে, যদি আপনি আহার না করেন, তাহা হইলে আজ হইতে আমি আহার ত্যাগ করিয়া দিব। আ'লা হজরত মাওলানা হিদায়েত রসুল সাহেবকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন এবং উহার কথা খুবই মানিতেন। বাড়ীতে সংবাদ হইয়া গেল। মেহমানখানায় দস্তরখান বিছান হইল। খাদ্য আনা হইল। হিদায়েত রসুল সাহেব প্রথমে নিজের হাত ধুইলেন। তারপর আ'লা হজরতের হাত ধোয়াইয়া দিলেন। পূর্ণ ছাব্বিশ দিন পর আহলে সুন্নাতের ইমাম আজ আহার করিলেন। (তাজাল্লিয়াত পৃঃ ৮৩ হইতে ৮৫ পর্যন্ত)

মুহাদ্দিস সুরাতীর মৃত্যু সংবাদ

১৩৩৪ হিজরী, ৮ই জুমাদাল উখরা সোমবার দিবাগত রাত্রি তাহাজ্জুদের সময় পেলিভেতে মুহাদ্দিস সুরাতী শাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

অসীউল্লাহর যখন ইন্তেকাল হইয়াছিল, তখন আ'লা হজরত বেরেলী শরীফে ছিলেন। গভীর রাতে তাহাজ্জুদের সময় যখন মুহাদ্দিস সাহেব ইন্তেকাল করেন, ঠিক ঐ সময় আ'লা হজরত তাঁহার সাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ হামিদ রেজা খান সাহেব ও বদরুল ইসলাম হুজুর মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ মুস্তাফা রেজা খান সাহেবকে ডাকিয়া বলিয়াছিলেন—সকালে পেলিভেত যাইতে হইবে। এইমাত্র শাহ অসীউল্লাহ মুহাদ্দিস সাহেব ইন্তেকাল করিয়াছেন। মুহাদ্দিস সাহেবের ইন্তেকালে আমার ডান হাত আমার থেকে পৃথক ইহয়া গেল। আজ আমার কোমর ভাঙিয়া গেল। (তাজাল্লিয়াত ৯৮/৯৯)

আমজাদ আলীর ফাঁসী হইবে না

আমজাদ আলী নামে এক ব্যক্তি আ'লা হজরতের বিশেষ মুরীদ ছিলেন। লোকটি শিকার করিতে গিয়াছিলেন। ভুল বশতঃ তাহার বন্দুকের গুলি জনৈক ব্যক্তির লাগিলে লোকটি মরিয়া যায়। পুলিশ আমজাদ আলীকে গ্রেফতার করে এবং ইচ্ছাকৃত গুলি করিয়াছে প্রমাণ করিয়া দেয়। ফলে আমজাদ আলীর ফাঁসীর অর্ডার হইয়া যায়। আমজাদ আলীর আত্মীয় স্বজনেরা এ ব্যাপারে আ'লা হজরতকে অবগত করিয়া থাকেন এবং বিশেষভাবে আমজাদ আলীর জন্য দোয়া করিতে অনুরোধ করেন। হুজুর আ'লা হজরত বলিলেন—তোমরা চলিয়া যাও। আমি তাঁহাকে ফাঁসী হইতে বাঁচাইয়া দিলাম। এই সংবাদটি আমজাদ আলীকে শুনাইয়া দেওয়া হয়। ফাঁসীর নির্দ্দিষ্ট তারিখের কয়েকদিন পূর্বে কিছু মানুষ আমজাদ আলীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায় এবং তাহারা আমজাদ আলীকে ধরিয়া

কাঁদিতে থাকে। কিন্তু আমজাদ আলী দৃঢ়তার সহিত তাহাদিগকে শান্তনা দিয়া বলিলেন—তোমরা বাড়ীতে গিয়া আরাম কর। আমি ঐ তারিখে বাড়ীতে গিয়া তোমাদের সহিত সাক্ষাত করিব। আমার মুর্শিদ বলিয়া দিয়াছেন—আমি আমজাদ আলীকে বাঁচাইয়া দিয়াছি। অতঃপর লোকগুলি ফিরিয়া যায়। ফাঁসীর দিন আমজাদ আলীর মাতা পুত্রের সহিত সাক্ষাত করিতে গিয়া অত্যন্ত কাঁদিতে থাকেন। আমজাদ তখনও পর্যন্ত তাঁহার স্নেহময়ী মাতাকে শান্তনা দিয়া বলেন—আপনি চলিয়া যান। আমি বাড়ীতে গিয়া নাশ্‌তা করিব। আমজাদ আলীকে ফাঁসীর ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। ফাঁসীর মঞ্চে উঠাইয়া গলায় ফাঁস পরাইবার পর যখন তাহার জীবনের শেষ ইচ্ছা সম্পর্কে জানিতে চাওয়া হইয়াছিল, তখন আমজাদ আলী উত্তর দিয়াছিলেন—আপনারা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন! এখন আমার সময় আসে নাই। তাহার এই কথায় অফিসারগণ আশ্চর্য হইয়া পড়েন। হঠাৎ সংবাদ হইয়া গেল যে, রাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র এড্‌ওয়ার্ডের মাথায় মুকুট পরিধানের কারণে রাণী খুশি হইয়া এত এত খুনি এবং কয়েদীকে মুক্তিলাভ দিয়াছেন। এই সংবাদ আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমজাদ আলীকে ফাঁসীর মঞ্চ হইতে নামাইয়া নেওয়া হয়। এই প্রকারে আল্লাহ তাআলা ইমাম আহমাদ রেজার কারামাত জগৎবাসীর সামনে প্রকাশ করিয়া দেন। (তাজাল্লিয়াত পৃঃ ১০০/১০১)

মনের কথা বলিয়া দিলেন

বেরেলী শরীফের জনৈক ব্যক্তি উলামাদের প্রতি ভাল ধারণা রাখিত না। পীরী মুরীদীর ব্যাপারটি পেটপূজা বলিয়া আখ্যা

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিত। এই লোকটির আত্মীয় স্বজন অনেকেই আ'লা হজরতের নিকট মুরীদ ছিলেন। একদা তাহারা সবাই লোকটিকে আ'লা হজরতের দরবারে যাইবার জন্য বাধ্য করেন। সবাই বলিলেন—তুমি একবার আমাদের সহিত হুজুরের দরবারে চলো। তোমার সমস্ত ধারণা পরিবর্তন হইয়া যাইবে। বাধ্য হইয়া লোকটি যাইতে রাজী হইয়া গেল। যাইবার সময় রাস্তায় একটি মিষ্টান্ন দোকানে গরম গরম আমরতী ভাজিতে দেখিয়া লোকটি বলিল—যদি তোমরা আমাকে আমরতী খাওয়াইতে পার, তাহা হইলে যাইব। সবাই বলিলেন,—ফিরিবার সময় খাওয়াইয়া দিব। সবাই আ'লা হজরতের দরবারে গিয়া বসিয়া গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক ব্যক্তি মুরীদ হইবার জন্য একটি টুকরী ভরিয়া গরম আমরতী লইয়া আসিলেন। এই দরবারের একটি নিয়ম ছিল—যাহাদের মুখে দাড়ী থাকিবে, তাদের প্রত্যেক জিনিষের অংশ দ্বিগুণ দেওয়া হইবে এবং সাইয়েদকে চারগুণ দেওয়া হইবে। এই নিয়ম অনুযায়ী ফাতিহার পর আমরতী বণ্টন আরম্ভ হইয়া গেল। যেহেতু লোকটির মুখে দাড়ী ছিল না, সেইহেতু শিশুদের ন্যায় তাহাকে একটি আমরতী প্রদান করা হইল। আ'লা হজরত বলিলেন—উহাকে দুইটি দিয়া দাও। বলা হইল—হুজুর, ইনি তো শিশু। এখনও পর্যন্ত ইহার দাড়ী বাহির হয় নাই। আলা হজরত মৃদু হাসিয়া বলিলেন—আরে, উহার মন চাহিতেছে। আরো একটি দিয়া দাও। আ'লা হজরতের এই কারামাত দেখিয়া লোকটি আশ্চর্য হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে হুজুরের নিকট মরীদ হইয়া গেল এবং উলামা সম্প্রদায়কে সম্মান করিতে লাগিল। (তাজাল্লিয়াত ১০১/১০২ পৃঃ)

নাশ্‌তা করিয়া যান, ট্রেন পাইবেন

আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজার খলীফা মাওলানা হারীবুল্লাহ মিরাঠী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—একদা বেরেলী

শরীফ হইতে ফজরের নামাজ আদায় করিবার পর মিরাঠের উদ্দেশ্যে ষ্টেশান যাইবার জন্য ঘোড়ার গাড়ীর উপর সামান রাখিয়া আ'লা হজরতের দরবারে বিদায় লইবার জন্য উপস্থিত হইলাম। হুজুর বলিলেন, নাশ্‌তা করিয়া যাও। ইনশা আল্লাহ, ট্রেন পাইয়া যাইবে। ইহা শুনিয়া আমার মধ্যে সামান্য চঞ্চলতা আসিয়া গেল। কারণ, ট্রেন ছাড়িবার খুব অল্প সময় বাকী রহিয়াছে। হুজুরের নির্দেশের নিকটে নতশির করিয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পর নাশ্‌তা আসিল। নাশ্‌তা হইতে বিরত হইয়া ষ্টেশান রওনা হইয়া গেলাম। যদিও ট্রেন ছাড়িবার সময় অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তথাপিও সাহস রহিয়াছে ট্রেন কোন প্রকারে পাইয়া যাইব। কারণ, হুজুর ট্রেন পাইবার কথা বলিয়াছেন। ষ্টেশানে পৌঁছিয়া সামান নামাইবার সময় কুলি বলিল—প্রায় আধ ঘন্টা পূর্বে ট্রেন চলিয়া গিয়াছে। তখন আমি আমার পীর ভাই এ্যাসিস্ট্যান্ট ষ্টেশান মাষ্টারের দফতরে গিয়া বসিলাম। আলোচনাকালে বলিলাম,—হুজুর আ'লা হজরত এই ট্রেনটি পাইবার কথা বলিয়াছিলেন। আমার পূর্ণ বিশ্বাস রহিয়াছে ট্রেন পাইয়া যাইব। এই কথা চলিতেছে, এমন সময় ফোন আসিয়া গেল যে, ইঞ্জিন খারাপ হইবার কারণে ট্রনটি বেরেলী ফিরিয়া আসিতেছে। এই সংবাদ শোনা মাত্রই আমি আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিলাম। ট্রেন বেরেলী ষ্টেশানে ফিরিয়া আসিল। যান্ত্রিক গোলোযোগ দূর করা হইল। খুব ধীরস্থীর ভাবে ট্রেনে চাপিয়া গেলাম। ট্রেন মিরাট রওনা হইয়া গেল।

(আজকারে হাবীব ২৮ পৃঃ)

হুজ্জাতুল ইসলামের মৃত্যু সংবাদ

একদা আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা কিছু লিখিতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার খাস খাদেম হাজী কেফাইয়াতুল্লাহ সাহের

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপস্থিত হইয়া যান। আ'লা হজরত হাজী সাহেবকে দেখিয়া লেখা বন্ধ করিয়া দিলেন। হাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—হুজুর, কি লিখিতেছিলেন? আ'লা হজরত উত্তর না দিয়ে কাগজটি হাজী সাহেবকে প্রদান করিলেন। হাজী সাহেব দেখিলেন—কাগজের উপর হুজ্জাতুল ইসলামের নাম এই প্রকারে লেখা রহিয়াছে,—প্রথমে লাইনে 'মোহাম্মাদ' এবং '৯২ হিজরী', দ্বিতীয় লাইনে 'হামিদ রেজা' এবং ১৩৬২ হিজরী, তৃতীয় লাইনে 'আইন' এবং উহার সোজা ৭০, চতুর্থ লাইনে 'মোহাম্মাদ' এবং '৯২' খ্রীষ্টাব্দ লেখা ছিল। (মনে হইতেছিল, হাজী সাহেব না আসিলে হুজুর আরো কিছু লিখিতেন) হাজী সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—হুজুর, ইহাতে কি লেখা রহিয়াছে? হুজুর বলিলেন—পড়িয়া দেখ। হাজী সাহেব বলিলেন—পড়িয়াছি। কিন্তু বুঝিতে পারি নাই। হুজুর বলিলেন—হামিদ মিয়া এবং মোস্তাফা মিয়ার নাম লিখিয়াছি। উহা হইতে বয়স প্রকাশ হইবে। হাজী সাহেব বলিলেন—হুজুর, 'মোহাম্মাদ' এর সংখ্যা ৯২ এবং হামিদ মিয়ার জন্ম ১২৯২ হিজরী। কিন্তু 'হামিদ রেজা' হইতে কি প্রকারে বয়স বাহির হইবে এবং 'আইন' ও ৭০ লিখিবার অর্থ কি? আ'লা হজরত একটু কর্কশ স্বরে বলিলেন—হাজী সাহেব, যথা সময়ে বুঝিতে পারিবেন। আম খান কিন্তু পাতা গুণিতে যাইবেন না, এই বলিয়া হুজুর হাজী সাহেবের নিকট হইতে কাগজখানা ফিরাইয়া লইলেন। ১৩৬২ হিজরীতে যখন শাহজাদায় আ'লা হজরত হুজ্জাতুল ইসলাম শায়েখ মোহাম্মাদ হামিদ রেজা খান সাহেব আলাইহির রহমাহ ইন্তেকাল করিলেন, তখন হাজী সাহেব উলামায়ে কিরামগণের সামনে ঘটনাটি বর্ণনা করেন যে, কাগজটিতে 'হামিদ রেজা' এবং ১৩৬২ হিজরী লেখা ছিল। বর্তমান সালটিও ১৩৬২ হিজরী। 'আইন' এর পর ৭০ লেখা ছিল, যাহা সেই সময় বুঝিতে পারিয়াছিলাম না।

এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, হুজ্জাতুল ইসলামের বয়স ৭০ বৎসর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাচ্চা নায়েব ইমাম আহমাদ রেজা রাদী আল্লাহু আনহু তাঁহার পুত্র হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা হামিদ রেজার ইন্তেকালের বহু পূর্বে ইন্তেকালের দিনক্ষণ জানিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। (তাজাল্লিয়াত ৮২ পৃঃ)

এ পর্যন্ত আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজার কতিপয় কারামত লিপিবদ্ধ করা হইল। যাহাতে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হয় যে, আ'লা হজরত কেবল জাহিরী আলেম ছিলেন না। বরং তিনি শরীয়ত ও তরীকাতের সঙ্গম ছিলেন।

ইমাম আহমাদ রেজার আধ্যাত্মিক গুরু

১২৯৪ হিজরীর ঘটনা। একদা আ'লা হজরত কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রায় গিয়াছিলেন। স্বপ্নে দেখিলেন, তাঁহার দাদা মাওলানা শাহ রেজা আলী খান সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহি আসিয়া একটি সিন্দুক প্রদান করিলেন। আরো বলিলেন—অবিলম্বে সেই ব্যক্তি আসিবেন, যিনি তোমার অন্তরের ব্যাথা দূর করিবেন। দ্বিতীয় দিন খাজা শাহ আব্দুল কাদের উসমানী সাহেব আসিয়া আ'লা হজরতকে মারহারা শরীফ লইয়া গেলেন। মারহারা শরীফের ষ্টেশনে পৌঁছিয়া আ'লা হজরত বলিলেন—আমি একজন পীরে কামেলের খোশ্‌বু পাইতেছি। যখন ইমামুল আউলিয়া, সুলতানুল আরেফীন সাইয়েদ শাহ আলে রসুল মারহারাবীর দরবারে উপস্থিত হইলেন, তখন পীরে কামেল হজরত আলে রসুল কুদ্দিসা সিররুহু আ'লা হজরতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আসুন, আমি কয়েকদিন হইতে আপনার অপেক্ষা করিতেছি। অতঃপর হুজুরকে বায়েত করতঃ সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

সিলসিলার খিলাফাৎ ও ইজাজাৎ প্রদান করিলেন। এর পূর্ব-বর্ত্তীগণের নিকট হইতে আধ্যাত্মিক সূত্রে যেগুলি চলিয়া আসিতেছিল, সেগুলিও প্রদান করিলেন এবং জিকির, আজকার ও অজীফার একটি সিন্দুক প্রদান করতঃ সমস্ত প্রকার আ'মাল ও আশগালের অনুমতি দিয়া দিলেন। এই সময় আ'লা হজরতের বয়স হইয়াছিল মাত্র বাইশ বৎসর। ইহা দেখিয়া উপস্থিত সমস্ত মুরীদগণ আশ্চর্য হইয়া যান। ঠিক এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন সেই যুগের কুতব সাইয়েদ শাহ আবুল হুসাইন আহমাদ নূরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। তিনি বলিলেন—হুজুর, বাইশ বৎসরের বাচ্চার প্রতি এতবড় পুরস্কার কেন? অথচ আপনার দরবার হইতে খিলাফাৎ ও ইজাজাতের জন্য বহু সাধনার প্রয়োজন হইয়া থাকে। আপনি যদি কাহার উপযুক্ত মনে করেন, তাহা হইলে মাত্র দুই একটি সিলসিলার ইজাজাত দিয়া থাকেন। কিন্তু আজ সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিতেছি। হজরত আবু হুসাইন আহমাদ নূরী মিয়া সাহেব একজন কাশ্‌ফ শক্তি সম্পন্ন আরিফ বিল্লাহ ছিলেন। তাঁহার এই প্রকার প্রশ্নের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল—বাইশ বৎসরের বাচ্চা ইমাম আহমাদ রেজার বিলায়েত ও মুজাদ্দিদিয়াতের মাকাম সম্পর্কে জগৎকে জ্ঞাত করিয়া দেওয়া। সাইয়েদ শাহ আলে রসুল মারহারাবী উত্তর দিয়াছিলেন—'তোমরা আহমাদ রেজাকে কি জানো' এই বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—মিয়া, আমি খুব চিন্তিত ছিলাম যে, যদি কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা জিজ্ঞাসা করেন—আলে রসুল, তুমি আমার জন্য পৃথিবী হইতে কি আনিয়াছো? আমি ইহার কি উত্তর দিব। আল্‌হামদু লিল্লাহ, আজ আমার সেই চিন্তা দূর হইয়া গেল। যখন খোদা তাআলা আমাকে বলিবেন—আলে রসুল, তুমি আমার জন্য কি আনিয়াছো। তখন আমি মাওলানা আহমাদ রেজা খানকে

দেখাইব। মিয়া, আমার দরবারে যাহারা ময়লা অন্তর লইয়া আসে, তাহাদের মেহনতের প্রয়োজন হয়। ইনি আলোকিত অন্তর লইয়া আসিয়াছেন, পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন। কেবল ইহার নিসবাতের (সম্পর্কের) প্রয়োজন ছিল। (তাজাল্লিয়াত ৩৬ / ৩৭ পৃঃ)

ইমাম আহমাদ রেজার খলিফাগণের নাম

(১) শাহজাদায় ইমাম আহমাদ রেজা হুজ্জাতুল ইসলাম শাহ হামিদ রেজা খান (২) শাহজাদায় ইমাম আহমাদ রেজা মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ শাহ মোহাম্মাদ আবুল বর্কাত মুহীউদ্দীন জীলানী মুস্তাফা রেজা খান (৩) ঈদুল ইসলাম শাহ আব্দুস সালাম রেজবী জব্বলপুরী (৪) মালেকুল উলামা মুফতী জাফরুদ্দীন রেজবী বিহারী (৫) সাদরুশ্‌ শরীয়ত শাহ আমজাদ আলী রেজবী আ'জমী (৬) সাদরুল আফাজিল শাহ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী (৭) মাখ্‌দুমুল আউলিয়া শাহ আহমাদ আশরাফ সাহেব কাছুছাবী (৮) শায়খুল মাশায়েখ সাইয়েদ শাহ দিদার আলী রেজবী (৯) পীরে তরীক্বাত আল্লামা শাহ আহমাদ মুখতার সাহেবী রেজবী মিরাঠী (১০) মুবাল্লিগে ইসলাম শাহ আব্দুল আলিম মিরাঠী (১১) আল্লামা শাহ আব্দুল আহাদ রেজবী পেলিভেতী (১২) মাওলানা শাহ রহীম বখ্‌শ রেজবী (১৩) মাওলানা লাল মোহাম্মাদ রেজবী মাদারেসী (১৪) আল্লামা শাহ মাহমুদ জান ঘোধপুরী (১৫) আল্লামা শাহ হিদায়েত রসুল রামপুরী (১৬) কুতুবে মদীনা আল্লামা শাহ জিয়াউদ্দীন আহমাদ মাদানী (১৭) মাওলানা শাহ সাইয়েদ সুলাইমান আশরাফ বিহারী প্রফেসার আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় (১৮) আল্লামা শাহ বুরহানুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

হক জব্বলপুরী (১৯) মুফতী শফী আহমাদ বিসালপুরী (২০) আল্লামা হাকীম হাসানাইন রেজা খান সাহেব বেরেলী শরীফ (২১) আল্লামা শাহ হাকীম হাবীবুর রহমান পেলিভেতী (২২) মাওলানা ইয়াকুব আলী খান পেলিভেতী (২৩) আল্লামা শাহ আবু সিরাজ আব্দুল হক পেলিভেতী (২৪) মাওলানা খাজা আহমাদ হুসাইন আমরুহী (২৫) মুফাস্সিরে আ'জমে হিন্দ শাহ ইব্রাহীম রেজা খান সাহেব বেরেলবী (২৬) শায়খুল মাশায়েখ আল্লামা আবুল বর্কাত সাইয়েদ আহমাদ সাহেব (২৭) আল্লামা আবুল হাসানাত সাইয়েদ মোহাম্মাদ সাহেব (২৮) আল্লামা শাহ ফাতেহ আলী সাহেব শিয়ালকোঠী (২৯) শায়খুল হাদীস মুফতী গোলামজান সাহেব হাজারাবী (৩০) আল্লামা হাফিজ ইয়াকীনুদ্দীন রেজবী বেরেলবী আলাইহিমুর রহমাত। যে সমস্ত খলীফাদের উল্লেখ করা হইল, উহাদের মধ্যে দুই একজন এখনও হায়াতে রহিয়াছেন। মক্কা ও মদীনা শরীফ, মিশর, শাম ও হলব ইত্যাদি দেশের বহু বড় বড় আলেম ইমাম আহমাদ রেজার নিকট হইতে খিলাফাত ও ইজাজাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহাদের নাম 'ইজাজাতুল মাতিনা' নামক কিতাবে লিপিবন্ধ রহিয়াছে।

সর্কারে বাগদাদের প্রতিনিধী

শিয়ালকোটের সুবিখ্যাত বুজর্গ শায়খে তরীকাত পীর সাইয়েদ জামাত আলী নক্শাবন্দী ১৮৩৩ সালে সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হজরত ইন্তেকাল করিয়াছিলেন ১৯৫১ সালে। ১৯০৪ সালে শিয়ালকোট শহরে দাজ্জাল মির্যা গোলাম আহমাদ কাদীয়ানীর সহিত মুনাজারাহ করিয়া বেঈমানকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করিয়াছিলেন। চুয়াল্লিশ বার হজ করিয়াছিলেন। এই

হজরতের সহিত সর্কারে বাগদাদ শাহান্শাহে তরীকাত গওসে সামদানী কুতবে রব্বানী হজরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাদী আল্লাহু আনহুর স্বপ্নযোগে সাক্ষাত হয়। গওসে আ'জম হজরতকে বলিয়াছিলেন—হিন্দুস্তানে আমার প্রতিনিধি মাওলানা আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আছেন। সুতরাং সাইয়েদ জামাত আলী শাহ সাহেব বেরেলী শরীফ আসিয়া ইমাম আহমাদ রেজার সহিত সাক্ষাত করতঃ এই স্বপ্নের শুভ সংবাদ শুনাইয়া দেন। (তাজাল্লিয়াত ৮৮/৮৯ পৃঃ)—অনুরূপ শায়খে পাঞ্জাব শেখ মোহাম্মাদ শরক্পুরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শাহান্শাহে বাগদাদ হজরত আব্দুল ক্বাদের জীলানী রাদী আল্লাহু আনহুর সহিত স্বপ্নে সাক্ষাৎ হইলে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—হুজুর, বর্তমানে পৃথিবীতে আপনার প্রতিনিধি কে? গওসে আ'জম উত্তর দিয়াছিলেন,—"বেরেলীর মাওলানা আহমাদ রেজা"। সকালে শায়খে পাঞ্জাব বেরেলীর উদ্দেশ্যে সফর আরম্ভ করিয়া দিলেন। মুরীদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—হুজুর কোথায় যাইবেন? —আজ রাতে স্বপ্নে শাহানশাহে বাগদাদ এক প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন—বর্তমানে আমার প্রতিনিধি বেরেলীর মাওলানা আহমাদ রেজা। তাই তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বেরেলী রওয়ানা হইতেছি। এতদ্ শ্রবণে সবাই আবেদন করিলেন—হুজুর, যদি অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমরাও আপনার সহিত যাইব। অনুমতি হইয়া গেল। শায়খে পাঞ্জাবের সহিত শিষ্যগণও বেরেলীর উদ্দেশ্যে সফর আরম্ভ করিয়া দিলেন। এদিকে বেরেলী শরীফে আ'লা হজরত নায়েবে গওসে আ'জম ইমাম আহমাদ রেজা বলিলেন,—আজ শায়খে পাঞ্জাব আসিতেছেন। উপরের ঘরে তাঁহার থাকিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। যখন বেরেলী শরীফে শায়খে পাঞ্জাবের শুভাগমন হইয়াছিল, ঠিক সেই

pdf By Syed Mostafa Sakib

সময় আ'লা হজরত সদর গেটে দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং বলিতে-ছিলেন, ফকীর ইস্তেক্‌বালের জন্য হাজির রহিয়াছি। মুসাফাহা ও মুয়ানাকার পর উপরে অবস্থান করিলেন। তিন দিন শায়খে পাঞ্জাব বেরেলী শরীফে কাটাইবার পর অনুমতি লইয়া শরক্‌-পুর রওনা হইয়া গেলেন। মুরীদগণ জিজ্ঞাসা করিলেন—হুজুর বেরেলীতে কি দেখিয়াছেন? ইহা শুনিয়া শায়খ্‌ কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর দিলেন—আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহা কি আর বলিব! আমি দেখিয়াছি—একটি পরদার পিছনে দাঁড়াইয়া হুজুর সাল্লাল্লাহ্‌ আলাইহি অ সাল্লাম যাহা বলিয়া দিচ্ছেন, মাওলানা আহমাদ রেজা খান তাহাই বলিতেছেন। (তাজাল্লিয়াত ৯৭/৯৮ পৃঃ)

সরকারে বাগদাদ তাঁহার প্রতিনিধিকে বলিলেন

আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা সরকারে বাগদাদের কেমন প্রতিনিধি ছিলেন, তাহা নিম্নের ঘটনা হইতে ভালই অনুমান করা যায়।—আরিফ বিল্লাহ শাহ খাজা আহমাদ হোসাইন নক্‌শা বন্দী মুজাদ্দেদীকে গওসে আজম রাদী আল্লাহু আনহু ইংগিত করিলেন—তুমি মাওলানা শাহ আহমাদ রেজা খানের সহিত সাক্ষাত করিতে যাও। এই ইংগিত পাইয়া খাজা আহমাদ হোসাইন সাহেব ১৩৩১ হিজরী, ২৪শে রমজান আ'লা হজরতের সহিত সাক্ষাতের জন্য বেরেলী শরীফ উপস্থিত হইলেন। এই সময় মাগরিবের জামায়াত আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। আ'লা হজরত ইমামতী করিতেছিলেন। খাজা সাহেবও জামায়াতে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই নামাজের শেষ বৈঠকে গওসে আ'জম রাদী আল্লাহু আনহু আ'লা হজরতকে জানাইয়া দিলেন—খাজা আহমাদ

হোসাইন উপস্থিত রহিয়াছেন। আপনি উহাকে পূর্ণ অনুমতি প্রদান করিয়া দিন। আ'লা হজরত সালাম ফিরাইয়া সঙ্গে সঙ্গে নিজের মাথার পাগড়ীখানা খাজা আহমাদ হোসাইন সাহেবের মস্তকে পরাইয়া দিলেন। হাদীস, সমস্ত প্রকার আ'মাল ও সমস্ত সিলসিলার পূর্ণ অনুমতি প্রদান করিয়া দিলেন। সেই খাজা সাহেবকে 'তাজুল ফাউজ' উপাধী দান করিলেন। খাজা সাহেব বলিলেন—হুজুর, এখনও পর্যন্ত আপনার সহিত তো আমার সাক্ষাত হইল না। কোনো আলোচনা করিবার সুযোগ হইল না। আমার প্রতি আপনার এত বড় দয়া হইয়া গেল! হুজুর আ'লা হজরত বলিলেন—নামাজের শেষ বৈঠকে সর্কারে বাগদাদ আমার অন্তরে ইংগিত করিয়া দিয়াছেন, খাজা আহমাদ হোসাইন উপস্থিত রহিয়াছেন। উহাকে পূর্ণ অনুমতি দিয়া দিন। (তাজাল্লিয়াত ১২৩ পৃঃ)

ইমাম আহমাদ রেজা ও খান্দানে রসুল

একদা আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা তাঁহার এক বিশেষ ভক্তের অনুরোধে তাহার বাড়ীতে পাল্‌কী চড়িয়া যাইতে বাধ্য হইয়া ছিলেন। যথা সময়ে পাল্‌কী আ'লা হজরতের দুয়ারে উপস্থিত হইলে তিনি যখন পালকীতে উঠিয়া বসিলেন এবং পালকীর চারজন বাহক যথা নিয়মে পাল্‌কী উঠাইয়া কিছু দূর গমন করিলেন। হঠাৎ ইমামে আহলে সুন্নাত বলিলেন—পাল্‌কী থামান্‌। হজরতের নির্দেশে পাল্‌কী থামানো হইল। অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া ইমামে আহলে সুন্নাত পাল্‌কী হইতে বাহির হইয়া খুব বিনয়ীর সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনাদের মধ্যে কেহ সাইয়েদ রহিয়াছেন? আমি রসুলপাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দোহাই দিয়া বলিতেছি,

pdf By Syed Mostafa Sakib

সত্য বলিবেন। আমার ঈমান খান্দানে রসুলের খোশ্‌বু অনুভব করিতেছে। এই প্রশ্ন শুনিয়া জনৈক বাহকের চেহারায় লজ্জার আভা ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ চুপ থাকিবার পর মস্তক নিচু করিয়া খুব আস্তে বলিলেন—শ্রমিকের নিকট হইতে কেবল কাজ নেওয়া হয়। তাহার জাতপাত সম্পর্কে তো প্রশ্ন করা হয় না। আপনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলা দিয়া আমার জীবনের একটি গুপ্ত রহস্য ফাঁস করিয়া দিলেন। এই মজদুরের কথা এখন পর্যন্ত শেষ হয় নাই। ইমামে আহলে সুন্নাত নিজের মস্তকের পাগড়ীখানা খুলিয়া পালকীর বাহকের পদতলে রাখিয়া অশ্রুভরা নয়নে অতি আদবের সহিত আবেদন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—মাখ্‌দুম জাদা, আমার বে-আদবী ক্ষমা করুন। আমার না জানিবার কারণে এই ভুল হইয়া গিয়াছে। হায় আফসুস! যদি কিয়ামতের দিন সাইয়েদুল মরসালীন আমাকে জিজ্ঞাসা করেন—আহমাদ রেজা, আমার আওলাদের কাঁধ কি তোমার বসিবার স্থান! আমি কি উত্তর দিব। হাশর প্রান্তে আমি কত বড় লজ্জায় পড়িয়া যাইব। দর্শকেরা বিবরণ দিয়াছেন,—একজন সাচ্চা আশেক যেমন তাহার মাহবুবকে মানাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন, ঠিক সেই প্রকারে ইমামে আহলে সুন্নাত সাইয়েদ জাদাকে মানাইবার চেষ্টা করিতেছেন। সাইয়েদ জাদার জবান হইতে কয়েকবার করাইবার শেষ আবেদন রাখিয়াছেন—সাইয়েদ জাদা, আমার ভুলের কাফ্‌ফারা ঐ সময় হইবে, যখন আপনি পাল্‌কীতে বসিবেন এবং আমি আপনাকে কাঁধে করিয়া বহন করিব। হাজার অস্বীকার করিবার পর শেষ পর্যন্ত সাইয়েদ জাদা ইশ্‌কের পাগলের জিদ পূর্ণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইমামে আহলে সুন্নাত বাহক হইয়া একজন অপরিচিত মজদুর সাইয়েদ জাদার পাল্কী কাঁধে উঠাইয়া নিজেকে শান্তনা দিয়াছিলেন। (ইমাম আহমাদ রেজা নম্বর ৩৭০ পৃঃ)

সাইয়েদ আইউব আলী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—এক অল্প বয়স্ক সাইয়েদ জাদা ইমামে আহলে সুন্নাতের বাড়ীর কাজে সাহায্য করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। পরে যখন সাইয়েদ জাদা বলিয়া প্রকাশ হইয়া গেল, তখন ইমামে আহলে সুন্নাত বাড়ীর সবাইকে কঠিনভাবে নিষেধ করিয়া দিলেন যে, সাইয়েদ জাদাকে কোন কাজের আদেশ করিবে না। উহার দ্বারায় কোন খিদমাত গ্রহণ করিবে না। উহার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, যথা সময়ে সেগুলি পেঁছাইয়া দিবে এবং উহাকে যে বেতন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করা হইবে। সুতরাং বহুদিন যথানিয়মে চলিবার পর সাইয়েদ জাদা নিজেই বিদায় লইয়া চলিয়া গিয়াছিল।—অনুরূপ সাইয়েদ আইউব আলী সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন। ইমামে আহলে সুন্নাতের দরবারে একটি বিশেষ নিয়ম ছিল যে, মীলাদ শরীফের শিরণী সাইয়েদা জাদাকে দ্বিগুণ দেওয়া হইবে। আ'লা হজরতের খান্দানের মানুষ সব সময় এই নিয়মটি পালন করিয়া থাকেন। এক বৎসর ১২ই রবীউল আওউল শরীফে মানুষের সমাগম খুব বেশি হইয়াছিল। এই কারণে অনিচ্ছায়—ভুল বশতঃ সাইয়েদ মাহমুদ খান সাহেব রহমাতুল্লাহি আলাইহিকে দ্বিগুণ শিরণী না দিয়া সাধারণ মানুষের ন্যায় শিরণী প্রদান করা হইলে সাইয়েদ সাহেব নিরবে উহা গ্রহণ করতঃ ইমামে আহলে সুন্নাতের দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—হুজুর, আজ আমাকে সাধারণ ভাবে অংশ দেওয়া হইয়াছে। হুজুর সাইয়েদ সাহেবকে বসিতে বলিয়া বণ্টনকারীকে ডাকিয়া ভীষণ ভাবে তিরস্কার করিলেন এবং একটি সেনীতে ভরিয়া শিরণী আনিতে হুকুম দিলেন। সুতরাং তাহাই করা হইল। সাইয়েদ সাহেব বলিলেন—হুজুর, আমার উদ্দেশ্য ইহা নয়। অবশ্য আমার মনে দুঃখ হইয়াছে। যাহা বরদাশ্‌ত করিতে না পারিয়া আপনার

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিকট অভিযোগ করিয়াছি। হুজুর বলিলেন—সাইয়েদ সাহেব ইহা আপনাকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অন্যথায় আমি খুব দুঃখ পাইব। পরিশেষে হুজুর শিরণীর পাত্রটি এক ব্যক্তির মাধ্যমে সাইয়েদ সাহেবের সহিত তাঁহার বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

জনৈক সাইয়েদ সাহেব খুব গরীব মানুষ ছিলেন। ভীষণ অভাবের সহিত জীবন ধারণ করিতে হইত। এই কারণে সওয়াল করিতে বাধ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সওয়াল ছিল এক আশ্চর্য ধরণের। যেখানে উপস্থিত হইতেন, সেখানে বলিতেন—সাইয়েদকে প্রদান করাও। ঘটনাক্রমে একদিন কোন এক সময় দরওয়াজায় কেহ ছিল না। সাইয়েদ সাহেব আসিয়া সোজা মহিলা মহলের দরওয়াজায় উপস্থিত হইয়া আওয়াজ দিলেন—সাইয়েদকে প্রদান করাও। এই দিন ইমামে আহলে সুন্নাতের নিকটে তাঁহার নিজস্ব দুইশত টাকা ছিল। যাহার মধ্যে নোট, আট আনী ও চার আনী ছিল। ইমামে আহলে সুন্নাত তাঁহার টাকার বাক্সটি লইয়া সাইয়েদ সাহেবের সামনে উপস্থিত করিয়া দিলেন। সাইয়েদ সাহেব অনেকক্ষণ দেখিতে থাকিলেন। শেষে একটি মাত্র চারআনী উঠাইয়া লইলেন। আ'লা হজরত ইমামে আহলে সুন্নাত বলিলেন—হুজুর, সবই রহিয়া গেল। সাইয়েদ সাহেব বলিলেন—আমার ইহাই যথেষ্ট। সাইয়েদ সাহেব চারআনীটি লইয়া সিড়ি দিয়া নামিয়া আসিলেন। আ'লা হজরতও গেট পর্যন্ত তাঁহার সহিত বিদায় দেওয়ার জন্য আসিলেন। পরে খাদেমকে বলিয়া দিলেন—যখন সাইয়েদ সাহেব আসিবে, তখন তাঁহার সওয়াল করিবার পূর্বে একটি চারআনী খিদমাতে উপস্থিত করিয়া দিবে। (হায়াতে আ'লা হজরত ২০১ পৃঃ হইতে ২০৮ পর্যন্ত)

ইমামে আহলে সুন্নাত 'কুতুব' ছিলেন

ইমামে আহলে সুন্নাত যেমন শরীয়তের সমুদ্র তুল্য আলেম ছিলেন, তেমনই তরীকাতের কামেল ও মুকাম্মাল পীর ছিলেন। দ্বীন ইসলামের নিঃসার্থ খিদমত ও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ'সাল্লামের সাচ্চা গোলামী তাঁহাকে 'কুতুব' এর দরজায় পেঁছাইয়া দিয়াছিল। তিনি যেমন জাহিরী ইল্মে ইমাম আ'জম আবু হানিফা রাদী আল্লাহু আনহুর নায়েব—প্রতিনিধী ছিলেন, তেমন বাতেনী বিদ্যায় সরকারে বাগদাদ হজরত আব্দুল কাদের জীলানী রাদী আল্লাহু আনহুর নায়েব ছিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে বিলায়েতের দরজা হইতে কুত্বিয়াতের দরজায় পেঁছাইয়া ছিলেন। স্বয়ং ইমামে আহলে সুন্নাত বর্ণনা করিয়াছেন—একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমার মোহতারম পিতার সহিত একটি উঁচু সওয়ারী রহিয়াছে। হজরত পিতাজান আমার কোমর ধরিয়া উহাতে চড়াইয়া দিয়া বলিলেন—এগারো দরজা পর্যন্ত পেঁছাইয়া দিলাম। সামনে আল্লাহ মালিক। আমার ধারণায় উহা হইতে সরকারে বাগদাদের গোলামী উদ্দেশ্য। নিশ্চয় ইহা হজরত গওস পাক রাদী আল্লাহু আনহুর সেই বিশেষ গোলামী, যাহার কারণে ইমামে আহলে সুন্নাতকে 'কুতবুল অয়াক্ত' বলা হইয়া থাকে। তাঁহার বিলায়েত ও কুত্বীয়াতের কারণে মক্কা ও মদীনা শরীফের বড় বড় শায়খুল মাশায়েখ ও আরিফ বিল্লাহগণ তাঁহার হাতে বায়েত গ্রহণ করিয়াছিলেন। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ৩৩৭/৩৩৮ পৃঃ)

মুহাদ্দিসে আ'জমে হিন্দ হজরত শাহ সাইয়েদ মোহাম্মাদ আশরাফ আশরাফী জীলানী বলিয়াছেন—আমি আমার বাড়ীতে ছিলাম। বেরেলী শরীফের অবস্থা অবগত ছিলাম না। আমার হুজুর শায়খুল মাশায়েখ সাইয়েদ শাহ আলী হোসাইন আশরাফী

pdf By Syed Mostafa Sakib

মিয়া অজু করিতেছিলেন। হঠাৎ কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। আমি নিকটে গিয়া কারণ জানিতে চাহিলে বলিলেন—বেটা, ফেরেশ্‌তাদের কাঁধে 'কুত্‌বুল ইরশাদ' এর জানাজা যাইতে দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। ইহার কয়েক ঘন্টা পর বেরেলী শরীফ হইতে তার আসিল যে, আ'লা হজরত ইমামে আহলে সুন্নাত জোহরের সময় ইন্তেকাল করিয়াছেন। আমার মোহতারম আব্বাজান মাওলানা নজরে আশরাফ আশরাফী সাহেবের জবান হইতে 'রহমাতুল্লাহি তাআলা আলাইহি' বাহির হইয়া গেল এবং আমাদের বাড়ীতে শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। (তাজাল্লিয়াত ১৩৮/১৩৯ পৃঃ)

প্রথম হজ

১২৯৫ হিজরী অনুযায়ী ১৮৭৮ সালে ইমামে আহলে সুন্নাত আহমাদ রেজা খান স্বীয় পিতা আল্লামা নাকী আলী খান সাহেবের সহিত প্রথমবার পবিত্র মক্কা ও মদীনা শরীফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিলেন। এই পবিত্র সফরে পবিত্র মক্কা ও মদীনার বড় বড় আলেম যথা, শাফয়ী মাজহাবের মহান মুফতী সাইয়েদ আহমাদ দাহলান এবং হানিফী মাজহাবের মহান মুফতী শায়েখ আব্দুর রহমান সিরাজ প্রমুখগণের নিকট হইতে হাদীস, তাফসীর, ফিক্বাহ ও উসুলে ফিকাহ এর সনদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পবিত্র সফরে একদিন হারাম শরীফে মগরিবের নামাজের পর শাফ্‌য়ী ইমাম শায়েখ হুসাইন বিন সালেহ বিনা পরিচয়ে ইমাম আহমাদ রেজাকে হাত ধরিয়া নিজের বাড়ীতে লইয়া যান। অত্যন্ত মুহাব্বাতের সহিত ইমামে আহলে সুন্নাতের নূরানী পেশানীর দিকে তাকাইতে থাকেন এবং বলিয়া ফেলেন—"নিশ্চয় আমি এই কপালে আল্লাহর নূর অনুভব

করিতেছি"। শায়েখ হুসাইন বিন সালেহ আহমাদ রেজাকে সিহাহ সিত্তার সনদ এবং সিলসিলায় ক্বাদেরীয়ার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন এবং আ'লা হজরতের নাম রাখিয়াছিলেন 'জিয়াউদ্দীন আহমাদ'। (ফাজেলে বরেলবী উলামায় হিজাজকে নজর মে পৃ ৬৮/৬৯)

দ্বিতীয় হজ

১৩২৩ হিজরী অনুযায়ী ১৯০৫ সালে ফাজেলে বরেলবী ইমাম আহমাদ রেজা দ্বিতীয়বার রায়তুল্লাহ শরীফের হজ এবং পবিত্র মক্কা ও মদীনার জিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করিয়াছিলেন। এই পবিত্র সফরে মক্কা ও মদীনা শরীফের মহান উলামায়ে কিরামগণ তাঁহাকে অসাধারণ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা সম্পর্কে শায়খ্‌ ইসমাঈল খলীল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বিবরণ দিয়াছেন যে, মক্কাবাসী দলে দলে আসিয়া তাঁহার চারিদিকে সমবেত হইয়া গিয়াছেন। বহু বড় বড় আলেম তাঁহার নিকট হইতে সনদ ও ইজাজাত প্রাপ্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। সুতরাং তাহাদের আবেগভরা আবেদনের কারণে সনদ্‌ ও ইজাজাত প্রদান করা ইহয়াছিল। শাহজাদায় আ'লা হজরত হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা হামিদ রেজা খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই সফরে আ'লা হজরতের সঙ্গী ছিলেন। তিনি 'ইজাজাতুল মাতিনা' এর মুকাদ্দামাতে (ভুমিকায়) লিখিয়াছেন—সাইয়েদ আব্দুল হাই মক্কী সর্বপ্রথম ইজাজাতের আবেদন নিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে শায়েখ হুসাইন জামাল ইবনো আব্দুর রহীমও ছিলেন। ইমামে আহলে সুন্নাত ইহাদের সনদ্‌ ও ইজাজাত প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর মওলানা শায়েখ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সালেহ কামাল এবং আরো বহু আলেম আসিয়া সনদ্ ও ইজাজাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তারপর মাওলানা সাইয়েদ ইসমাঈল খলীল এবং উহার ভাই সাইয়েদ মুস্তাফা খলীলকে সনদ ও ইজাজাত প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর শায়েখ আহমাদ খাজরাবী উপস্থিত হইয়াছিলেন! উহাকে এবং আরো বহু মানুষ, যাহারা দলে দলে আসিয়াছিল সবাইকে সনদ্ ও ইজাজাত প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পরেও যাহাদের সনদ প্রদান করা সময়ের অভাবে সম্ভব হয় নাই, তাহাদের সহিত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, দেশে ফিরিবার পর সনদ্ পাঠাইয়া দিব। মক্কা শরীফে অবস্থানকালে শায়েখ আব্দুল ক্বাদের এবং উহার সাহেব জাদা শায়েখ ফরীদকে এবং সাইয়েদ মোহাম্মাদ উমার ও আরো অনেককে অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর ইমামে আহলে সুন্নাত মদীনা শরীফ রওনা হইয়া যান। এখানেও উলামায়ে কিরাম তাঁহাকে অসাধারণ সম্মান প্রদান করিয়াছিলেন। যাহা সম্পর্কে শায়েখ আব্দুল হক এলাহাবাদী মুহাজীরে মক্কীর মুরীদ শায়েখ মোহাম্মাদ কারীমুল্লাহ মুহাজিরে মাদানীর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ—"আমি কয়েক বৎসর মদীনা মুনাওয়ারাতে রহিয়াছি। হিন্দুস্তান হইতে হাজার হাজার আলেম আগমন করিয়া থাকেন। আমি দেখিয়াছি, উহারা শহরের পথে পথে ঘুরিয়া থাকেন। কেহ উহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া দেখেন না। কিন্তু এখানকার উলামা ও বুজর্গগণ সবাই ফাজেলে বরেলবীর নিকটে দলে দলে চলিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে শত সম্মান প্রদান করিয়াছেন। ইহা আল্লাহ তাআলার অবদান। যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে প্রদান করিয়া থাকেন।" (আল্ ইজাজাতুল মাতিনা পৃঃ ৭, ফাজেলে বরেলবী উলামায় হিজাজকে নজর মে পৃঃ ৬৯ হইতে ৭১ পর্যন্ত)

মদীনা তাইয়েবার বহু আলেম আ'লা হজরতের নিকট হইতে সনদ্ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অনেককে তিনি মৌখিক অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। আবার অনেককে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে দেশে ফিরিবার পর সনদ পাঠাইয়া দিব। যথা, শায়েখ উমার বিন হামদান, সাইয়েদ মামুন ও শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ ইত্যাদি। সুতরাং দেশে ফিরিবার পর সনদ প্রেরণ করিতে বিলম্ব হইলে অনেকেই স্মরণ করাইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। যথা, সাইয়েদ ইসমাঈল খলীল এই মর্মে পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। পত্রের ভাষা ছিল নিম্নরূপ—"আপনি নগণ্য এবং উহার ভাইকে হাদীসের সনদ পাঠাইবার জন্য প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত সনদ্ পৌঁছায় নাই। যে আপনার খুব নিকটের ছিল, সে বহুদূর হইয়া গিয়াছে অথবা আপনি আদৌ ভুলিয়া গিয়াছেন।" (ইজাজাতুল মাতিনা পৃঃ ৯/১০)

অনুরূপ মর্মে সাইয়েদ মামুন মাদানী পত্র লিখিয়াছিলেন। —"মদীনা শরীফে অবস্থানেকাল আপনি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে, নগণ্যকে হাদিস, তাফসীর ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত সনদ পাঠাইয়া দিবেন। ফক্বীর আপনার প্রতিশ্রুতি পালনের অপেক্ষায় রহিয়াছে।" (ইজাজাতুল মাতিনা ১৩/১৪ পৃঃ)

আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজার প্রেরিত পত্র ও সনদ্ প্রাপ্ত হইয়া সাইয়েদ ইসমাঈল খলীল মক্কী ১২ই রজবুল মুরাজ্জাব ১৩২৪ হিজরী অনুযায়ী ১৯০৬ সালে আ'লা হজরতের নিকটে অতি আনন্দ প্রকাশ করতঃ পত্র লিখিয়াছিলেন।—"আপনার সম্মানিত পত্র পাইয়াছি। যাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইয়াছি এবং আরো পাঠ করিয়া খুব কাঁদিয়াছি। শ্বাস বন্ধ হইয়া যাইবার মত হইয়াছে। জানিনা ইহা কেন হইয়াছে। অতি মুহাব্বাতের কারণে, না সাক্ষাত না পাইবার কারণে!" অনুরূপ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাইয়েদ ইসমাঈল খলীল মক্কী ১৬ই জিলহাজ্জাহ ১৩২৫ হিজরী অনুযায়ী ১৯০৭ সালে একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রের প্রথমাংশে লেখা ছিল—"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি একাকী। দরুদ ও সালাম সেই মহান ব্যক্তির প্রতি যাঁহার পরে কোন নবী হইবে না। সর্বসম্মতিক্রমে শায়খুল ইসলাম ও যুগের অদ্বিতীয়, আমাদের শায়খ্ ও উস্তাদ, আমাদের সরদার ও প্রিয়তম পথ প্রদর্শক এবং আমাদের দ্বীন ও দুনিয়ার আশ্রয় মৌলবী আহমাদ রেজা খান। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে শান্তিতে রাখেন।" (ইজাজাতুল মাতিনা পৃঃ ৯)

মক্কী ও মাদানী খলীফা

ইমামে আহলে সুন্নাত মক্কা ও মদীনা শরীফের যে সমস্ত উলামায়ে কিরামগণকে লিখিত ইজাজাত ও খিলাফাত প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদান করা হইল।—(১) শায়েখ আব্দুল হাই ইবনো শায়েখুল কাবীর সাইয়েদ আব্দুল কাবীর কাত্তানী (২) শায়েল ইসমাঈল খলীল (৩) শায়েখ মুস্তাফা খলীল (৪) শায়েখ মামুন মাদানী (৫) শায়েখ আসয়াদ দাহান (৬) শায়েখ আব্দুর রহমান (৭) মালিকী মাজহাবের মুফতী শায়েখ আবিদ বিন হুসাইন (৮) শায়েখ আলী বিন হুসাইন (৯) শায়েখ জামাল বিন মোহাম্মাদ আল আমীর (১০) শায়েখ আব্দুল্লাহ বিন আবিল খায়ের (১১) শায়েখ আব্দুল্লাহ দাহলান (১২) শায়েখ বাকার রাফী (১৩) শায়েখ আবু হুসাইন মারজুকী (১৪) শায়েখ হাসান আজমী (১৫) শায়েখুদ দালায়েল সাইয়েদ মোহাম্মাদ সাঈদ (১৬) শায়েখ উমার মাহরুসী (১৭) শায়েখ উমার বিন হামদান (১৮) শায়েখ আহমাদ খাজরাবী (১৯) শায়েখ

আব্দুল হাসান মোহাম্মাদ মারজুকী (২০) শায়েখ হুসাইন মালিকী (২১) শায়েখ আলী বিন হুসাইন (২২) শায়েখ মোহাম্মাদ জামাল (২৩) শায়েখ সালেহ কামাল (২৪) শায়েখ আব্দুল্লাহ মিরদাদ (২৫) শায়েখ আহমাদ আবুল খায়ের মিরদাদ (২৬) সাইয়েদ সালেম বিন ঈদরুস (২৭) সাইয়েদ আলাবী বিন হাসান (২৮) সাইয়েদ আবু বাকার বিন সালেম (২৯) শায়েখ মোহাম্মাদ বিন উসমান দাহলান (৩০) শায়েখ মোহাম্মাদ ইউসুফ (৩১) শায়েখ আব্দুল ক্বাদের কারদী (৩২) শায়েখ মোহাম্মাদ বিন সাইয়েদ আবু বাকার রশীদী (৩৩) শায়েখ মোহাম্মাদ সাইদ বিন সাইয়েদ মোহাম্মাদ মাগরিবী। ইহা ছাড়াও আরো অনেককে মৌখিক অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। (ফাজেলে বরেলবী উলামায় হিজাজ কে নজর মে পৃঃ ৮৩/৮৪)

আদ্দাউলাতুল মাক্কীয়া

আ'লা হজরত, আজীমুল বর্কাত, ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আহমাদ রেজা খান দ্বিতীয়বার হজ করিবার উদ্দেশ্যে মক্কা শরীফে উপস্থিত হইবার পর সেখানেই 'আদ্দাউলাতুল মাক্কীয়া' নামক কিতাবখানা লিখিয়াছিলেন। তিনি খুব অসুস্থ অবস্থায় মাত্র সাড়ে আট ঘণ্টা সময়ে কিতাবটির লেখা শেষ করিয়াছিলেন। এই কিতাবটি লিখিবার পিছনে একটি বিরাট কারণ ছিল। মানুষ সাধারণতঃ সফরে কিতাব লইয়া যায় না। আবার সফরের অবস্থায় সবার মধ্যে এক প্রকারের চঞ্চলতা থাকে। ইমামে আহলে সুন্নাত পবিত্র মনে হজের উদ্দেশ্যে যখন মক্কা মুয়াজ্জামাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার নিকটে কোন কিতাব ছিল না। এই সুযোগটি গ্রহণ করতঃ হিন্দুস্তানের ওহাবীদেওবন্দীরা অপমান

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিবার ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে মক্কার মুফতীগণের মাধ্যমে ইমামে আহলে সুন্নাতের নিকটে কয়েকটি প্রশ্ন রাখা হইয়াছিল। তাহাদের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, তিনি এই প্রশ্নগুলির উত্তর অবশ্যই দিতে সক্ষম হইবেন না। কিন্তু যখন ওহাবীদের প্রশ্নপত্র তাঁহার নিকটে উপস্থিত করা হইয়াছিল, তখন কোন প্রকার আপত্তি না করিয়া দৃঢ়তার সহিত উত্তর লিখিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে স্বয়ং ইমামে আহলে সুন্নাত উক্ত 'আদ্‌দাউলাতুল মাক্কীয়া' কিতাবের ১৬৮/১৬৯ পৃষ্ঠায় বর্ণনা করিয়াছেন—"১৩২৩ হিজরী, ২৫ জিল্‌হাজ, সোমবার আসরের সময় কিছু ভারতীয়দের পক্ষ হইতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইলম সম্পর্কে আমার নিকট একটি প্রশ্ন আসিয়াছিল। আমার ধারণায় এই প্রশ্নগুলি ছিল সেই সমস্ত ওহাবীদের যাহারা অন্তর খুলিয়া আল্লাহপাক ও তাহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে গালী দিয়াছেন এবং তাহাদের কিতাবগুলিও হিন্দুস্তানে ছাপা হইয়াছে।"—ইমামে আহলে সুন্নাত উক্ত কিতাবের ১৭১ পৃষ্ঠায় আরো বর্ণনা করিয়াছেন—"তাহারা জানিত যে, আমি মুক্কা মুয়াজ্জামাতে কিতাব শূন্য হইয়া রহিয়াছি এবং আল্লাহপাকের ঘরের জিয়ারতে রত রহিয়াছি এবং রসুলুল্লাহর শহর মদীনা শরীফে যাইবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছি। তাহারা এই আশায় প্রশ্ন করিয়াছেন যে, ভীষণ ব্যস্ততা ও কিতাব না থাকিবার কারণে উত্তর লিখিতে সক্ষম হইবেন না।"

উক্ত 'আদ্‌দাউলাতুল মাক্কীয়া' কিতাব লিখিবার কারণ সম্পর্কে শায়েখ ইসমাইল বিন খলীল মাদানী তাঁহার এক বিশেষ মন্তব্যে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছেন। যথা, তিনি লিখিয়াছেন—"শায়খুনাল্‌ আল্লামাতুল মুজাদ্দিদ, শায়খুল আসাতিজা মৌলবী শায়েখ আহমাদ রেজা খান ১৩২৩ হিজরীতে যখন বায়তুল্লাহ শরীফ জিয়ারত করিবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলেন, তখন কিছু ফাসেকের সাহায্যে কয়েকজন

বদ্‌ নসীব ইহার ক্ষতি করিবার এবং চক্রান্তে ফেলিবার জন্য মক্কার শাহানশাহের নিকট চেষ্টা চালাইয়াছে। সুতরাং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইলম্‌ সম্পর্কে ইহার নিকট প্রশ্ন পাঠাইয়াছে। ধারণা করিয়াছে যে, উত্তর দিতে পারিবেন না। কারণ, সফরে রহিয়াছেন এবং সঙ্গে কোন কিতাব নাই। কিন্তু মাওলানা আল্লাহ তাআলার সাহায্যে এমন উত্তর লিখিয়াছেন যে, প্রত্যেক মুসলমানের চক্ষু শীতল হইয়াছে এবং প্রত্যেক কাফের ফাসেক গোমরাহ লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছে।" (ফাজেলে বরেলবী উলামায়ে হিজাজকে নজর মে পৃঃ ৯৭/৯৮)

শায়েখ ইসমাইল মাদানী আরো লিখিয়াছেন—"আমাদের শায়েখ আহমাদ রেজা খান যখন উত্তর লেখা সমাপ্ত করিলেন, তখন শাহান্‌শাহে মক্কা শায়েখ সালেহ কামল (মক্কার প্রাক্তন মফতী) কে রাজ দরবারে উহা পাঠ করিয়া শুনাইতে আদেশ করিলেন। সুতরাং প্রকাশ্যে পাঠ করিয়া শোনানো হইল। ঐ সময় ওহাবীদের একাংশ উপস্থিত ছিল। তাহারা উহা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছে এবং লাঞ্ছিত হইয়াছে। এই সময়ে শাহান্‌শাহে মক্কার নিকটে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে যে, মাওলানা আহমাদ রেজা খান হকের উপর রহিয়াছেন এবং তাঁহার বিরুদ্ধাচারণকারীরা গোমরাহ।" (ফাজেলে বরেলবী উলামায়ে হিজাজ কে নজর মে পৃঃ ৯৮)

শায়েখ ইসমাইল মাদানী আরো লিখিয়াছেন,—"মক্কায় অবস্থান কালে আল্লাহপাক মাওলানা শায়েখ আহমাদ রেজাকে এমনই ইজ্জত দান করিয়াছেন যে, উলামাগণ এবং তালিবুল ইলম্‌গণ তাঁহাকে চারি দিক ঘিরিয়া লইয়াছেন। কেহ উপকৃত হইবার জন্য করিয়াছেন, কেহ সঠিক উত্তর সংগ্রহ করিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছেন। কেহ অনুমতি প্রাপ্ত হইবার জন্য এবং কেহ তাঁহার ইংগিতের অপেক্ষায় রহিয়াছে।" (সংগৃহীত উক্ত কিতাবের পৃঃ ৯৯)

pdf By Syed Mostafa Sakib

শাহানশাহে হিজাজের দরবারে

১৩২৩ হিজরী, ২৫শে জিলহাজ অনুযায়ী ১৯০৬ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারী আসরের নামাজ আদায় করিয়া যখন ইমামে আহলে সুন্নাত হেরেম শরীফের কুতুবখানায় যাইতেছিলেন। ঠিক সিড়িতে উঠিবার সময় এক পদধ্বনি শুনিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন যে, শায়েখ সালেহ কামাল আসিতেছেন। সালাম ও মুসাফাহার পর উভয়েই কুতুবখানার দফরে গিয়া বসিলেন। সেই সময় সেখানে অন্যান্য আলেম ছাড়া উপস্থিত ছিলেন শায়েখ ইসমাইল, উহার ভাই সাইয়েদ মুস্তাফা ও উহার পিতা শায়েখ সাইয়েদ খলীল। শায়েখ সালেহ কামাল পকেট হইতে একটি পরচা বাহির করিলেন। যাহাতে ইল্মে গায়েব সম্বন্ধে ওহাবীরা পাঁচটি প্রশ্ন লিখিয়াছিল। প্রশ্নপত্রটি যখন আ'লা হজরতের নিকট প্রদান করা হইল, তখন তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর লিখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং সাইয়েদ মুস্তাফার নিকট কলম ও দোয়াত চাহিলেন। মাওলানা সালেহ কামাল, মাওলানা ইসমাইল ও মাওলানা খলীল সবাই বলিলেন—আমরা এত শীঘ্র উত্তর চাহিতেছি না। আপনি দলীলসহ এমন বিস্তারিত উত্তর লিখিবেন, যাহাতে খবীস ওহাবী-দের দাঁত টক্ হইয়া যায়। আ'লা হজরত বলিলেন—ইহার জন্য সময়ের প্রয়োজন। রাত হইতে মাত্র দুই ঘণ্টা বাকী রহিয়াছে। ইহাতে কেমন করিয়া সম্ভব। সাইয়েদ সালেহ কামাল বলিলেন—আগামীকাল মঙ্গল ও বুধবার দুই দিনে পূর্ণ উত্তর লিখুন এবং বৃহস্পতিবার আমাদের নিকট পৌঁছিয়া দিবেন। আমরা শাহানশাহে হিজাজ সাইয়েদুনা শরীফ আলী পাশার দরবারে উপস্থিত করিব। আ'লা হজরত ইহাতে সম্মত হইয়া জবর অবস্থায় পর দিন উত্তর লিখিতে আরম্ভ করিলেন। সমস্ত মক্কায় প্রচার হইয়া গেল যে, আ'লা হজরত ওহাবীদের প্রশ্নের উত্তর

লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এই সময় শায়েখ আবুল খায়ের মিরদাদ সংবাদ পাঠাইলেন যে, আমি যাইতে অক্ষম। কিন্তু আ'লা হজরতের লিখিত ওহাবীদের জবাবনামা 'আদ্‌দাউলাতুল মাক্কীয়া' শুনিতে ইচ্ছুক। স্বয়ং আ'লা হজরত রিসালাখানা লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং ঐ সময় পর্যন্ত যতটুকু লেখা হইয়াছিল, তাহা শুনাইয়া দিলেন। ইহা শুনিয়া তিনি বলিলেন—উলুমে খামসাহ বা পঞ্চ গায়েব সম্পর্কে ইহাতে বিবরণ নাই। আ'লা হজরত বলিলেন—উহা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ছিল না। শায়েখ বলিলেন—আমার অনুরোধ যে, উলুমে খামসা সম্পর্কে আলোচনা করিয়া দিন। আ'লা হজরত মঞ্জুর করিয়া লইলেন। বিদায় লইবার সময় সম্মানার্থে শায়েখের জানু মুবারকে হাত দিতেই সত্তর বৎসরের বুজর্গ শায়েখ বলিয়াছিলেন—"আমি আপনার পদ চুম্বন করিব। আমি আপনার জুতা চুম্বন করিব।" আ'লা হজরত বিদায় লইয়া নিজের বাসস্থানে আসিয়া রাতে 'উলুমে খামসাহ' এর বিবরণ পূর্ণভাবে লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দিন বুধবার হেরেম শরীফ হইতে ফজরের নামাজ আদায় করিয়া ফিরিবার সময় সাইয়েদ আব্দুল হাই বিন সাইয়েদ আব্দুল ক্বাদীর মোহাদ্দিস সাহেবের খাদেম আসিয়া বলিলেন,—আমাদের মাওলানা আপনার সহিত সাক্ষাত করিতে চাহিতেছেন। যেহেতু সাইয়েদ আব্দুল হাই সাহেব একজন সুবিখ্যাত মোহাদ্দিস। এই সময় পর্যন্ত তাঁহার চল্লিশখানা কিতাব মিশর হইতে ছাপা হইয়া গিয়াছে। আ'লা হজরত চিন্তায় পড়িয়া গেলেন। একদিকে লেখা অনেক বাকী রহিয়াছে। অপর দিকে মস্ত বড় একজন মুহাদ্দিস সাক্ষাৎ করিতে চাহিতেছেন। খাদেমকে বিনয়ীর সহিত বলিলেন—আপনার মাওলানাকে আজ ক্ষমা করিতে বলুন। আগামীকাল আমি নিজেই সাক্ষাৎ করিতে যাইব। কারণ, আমার হাতে সময় নাই, কাল

pdf By Syed Mostafa Sakib

জবাবনামা জমা দিতে হইবে। খাদেম এই সংবাদ লইয়া যাইবার পর শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া জানাইলেন—মুহাদ্দিস সাহেব আজই মদীনা শরীফে চলিয়া যাইবেন। তাঁহার কাফেলার উট শহরের বাহিরে জমা হইয়া গিয়াছে। জোহরের নামাজের পর রওয়ানা হইয়া যাইবেন। বাধ্য হইয়া আ'লা হজরত তাঁহাকে আসিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। সুতরাং তিনি আসিয়া সাক্ষাতের পর ইল্‌মে হাদীসের ইজাজাত চাহিলেন এবং দীর্ঘ সময় আলোচনা করিবার পর জোহরের নামাজ আদায় করিয়া মদীনা শরীফ রওয়ানা হইয়া যান। এইভাবে দিনের অধিকাংশ সময় ব্যয় হইয়া যায়। আল্লাহপাকের রহমাতে ঈশার পর লেখার কাজ সমাপ্ত হইয়া গেল। বৃহস্পতিবার সকালে ফজরের নামাজ আদায় করিয়া শায়েখ সালেহ কামালের নিকটে কিতাব হাজির করিয়াছিলেন। শায়েখ ১৩২৩ হিজরী ২৮শে জিলহাজ অনুযায়ী ১৯০৬ সালে ২৩শে ফেব্রুয়ারী দিনের বেলায় কিতাবখানা সম্পূর্ণ পাঠ করেন। সন্ধ্যায় শাহান্‌-শাহে হিজাজ শরীফ আলী পাশার দরবারে উপস্থিত হইলেন। এখানে ঈশার নামাজ প্রথম ওয়াক্তে হইয়া যায় এবং রাত বারোটা পর্যন্ত দরবার চলিতে থাকে। শায়েখ সালেহ কামাল দরবারে কিতাবখানা রাখিয়া প্রকাশ্যে বলিয়াছিলেন যে, আ'লা হজরত আহমাদ রেজা এমন ইল্‌ম প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, যাহার নূর চমকিয়া গিয়াছে এবং আমাদের স্বপ্নে যাহা ছিল না, তাহাই প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। শাহে হিজাজের হুকুমে কিতাব পড়া আরম্ভ হইয়া গেল। দরবারে দুইজন ওহাবী আহমাদ ফাগীহ ও আব্দুর রহমান আসকুবী বসিয়াছিলেন। কিতাবের প্রথমাংশ শ্রবণ করিয়া অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন যে, এই কিতাব রং পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। এই কারণে বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। যাহাতে কিতাব শোনানো বন্ধ হইয়া যায়। শায়েখ

সালেহ কামাল উত্তর দিলেন। আবার পড়া আরম্ভ হইয়া গেল। ফের একটি অর্থহীন প্রশ্ন করিলেন। শায়েখ উহার উত্তর দিয়া বলিলেন—আপনারা কিতাব শুনিতে থাকুন। কিতাব সমাপ্ত হইবার পূর্বে প্রশ্ন করা অর্থহীন হইবে। ইহা সম্ভব যে, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর কিতাবের মধ্যে পাইয়া যাইবেন। যদি উত্তর পাওয়া না যায়, তাহা হইলে উত্তর দেওয়ার দায়িত্ব আমার উপর থাকিবে। যদি আমার পক্ষে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে লেখক উপস্থিত রহিয়াছেন। এই বলিয়া পড়া আরম্ভ করিয়া দিলেন। কিছু পড়িবার পর ওহাবীগণ আবার প্রশ্ন আরম্ভ করিয়া দিলেন। কারণ, উহাদের উদ্দেশ্য ছিল, পড়িতে না দেওয়া। শায়েখ শরীফ আলী পাশাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—আমি আপনার নির্দেশে শুনাইতেছি। ইহারা বার বার বাধা প্রদান করিতেছেন। এখন আপনি যদি আদেশ করেন, তাহা হইলে আমি উহাদের উত্তর দিতে থাকিব। আর যদি পড়িতে আদেশ করেন, তাহা হইলে পড়িতে থাকিব। শরীফ পাশা পড়িতে আদেশ করিলেন। শাহী আদেশের পর আর কাহার বাধা দেওয়ার হিম্মত হইল না। ওহাবীদের মুখে তালা পড়িয়া গেল। শায়েখ শুনাইতে থাকিলেন। কিতাবের অকাট্য দলীল শুনিয়া শাহে হিজাজ চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—আল্লাহ তাঁহার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামকে ইল্মে গায়েব প্রদান করিতেছেন এবং এই ওহাবীরা নিষেধ করিতেছেন। অর্ধ রাত পর্যন্ত কিতাব পাঠ করা হইল। দরবার শেষ হইবার সময় হইয়া গেল। শাহ শরীফ পাশা শায়েখ কামালকে বলিলেন—এই পর্যন্ত কিতাবে দাগ দিয়া রাখুন। তারপর কিতাব বগলে লইয়া বালাখানার ভিতর আরাম করিতে চলিয়া গেলেন। আসল কিতাব শাহের নিকট রহিয়া যায়। মক্কার উলামাগণ আসল কিতাব হইতে অনেক নকল লইয়াছিলেন। সমস্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

শহরে কিতাবের প্রশংসা ছড়াইয়া পড়িল। ওহাবীদের মুখ কালো হইয়া রহিয়া গেল। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত পৃষ্ঠা ৩০৮)।

জঘন্ন পরিকল্পনা

মক্কা শহরে যখন 'আদ্‌দাউলাতুল মাক্কীয়া' এর ডাংকা বাজিতে লাগিল এবং উলামায়ে কিরাম ধুমধামের সহিত কিতাবের স্বপক্ষে সাক্ষর ও মন্তব্য লিখিতে লাগিলেন, তখন ওহাবীরা সত্যের জয় দেখিয়া জ্বলিতে লাগিল। বহু চিন্তা ভাবনার পর পরিকল্পনা করিল যে, কোন প্রকারে চক্রান্ত করিয়া উলামায়ে কিরামগণের সাক্ষর-গুলি বরবাদ করিতে হইবে। সুতরাং সবাই মিলিয়া মাওলানা আবুল খায়ের মিরদাদের নিকট গিয়া বলিল—আপনি কিতাবখানা চাহিয়া দিন। আমরা উহাতে মন্তব্য লিখিব। সোজা সরল বুজর্গ ওহাবীদের চক্রান্ত বুঝিতে না পারিয়া নিজ পুত্র মাওলানা আব্দুল্লাহ মিরদাদকে আ'লা হজরতের নিকটে পাঠাইলেন। মাওলানা আব্দুল্লাহ সাহেব কাবা শরীফের ইমাম এবং আ'লা হজরতের মুরীদ ছিলেন। মাওলানা আবুল খায়ের সাহেবের চাওয়া এবং মাওলানা আব্দুল্লাহর আনিতে যাওয়া কোন প্রকার সন্দেহ না থাকিবার বড় কারণ ছিল। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমত যে, আ'লা হজরত ঐ সময় হেরেম শরীকের কুতুবখানায় উপস্থিত ছিলেন। হজরত মাওলানা ইসমাইল সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। আলা হজরতের কিছু বলিবার পূর্বে সাইয়েদ ইসমাইল সাহেব অত্যন্ত গরম মেজাজে বলিলেন—কিতাব মোটেই দেওয়া হইবে না। যাহার মন্তব্য লিখিবার ইচ্ছা হইবে, সে লিখিয়া এখানে পাঠাইয়া দিবে। আ'লা হজরত বলিলেন—মাওলানা আবুল খায়ের সাহেব চাহিয়াছেন এবং উহার পুত্র এবং আমার মুরীদ মাওলানা আব্দুল্লাহ

নিতে আসিয়াছেন। এই অবস্থায় অস্বীকার না করিয়া কিতাব পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। সাইয়েদ ইসমাইল সাহেব বলিলেন—যাহারা ঐখানে উপস্থিত হইয়াছে আমি তাহাদের সবাইকে চিনি। উহারা প্রত্যেকেই মুনাফিক। উহারা মাওলানা আবুল খায়ের মিরদাদকে ধোকা দিয়াছে। আল্লাহ পাক শায়েখ ইসমাইল সাহেবের মাধ্যমে ওহাবীদের চক্রান্ত থেকে 'আদ্‌দাউলাতুল মাক্কীয়া'-কে রক্ষা করিয়াছেন।

আরো একটি চক্রান্ত

শাহের দরবারে যখন দ্বীনের দুশমন ওহাবীদের মুখ কালো হইয়া গেল এবং যবন্ন চক্রান্ত করিয়াও কোন কাজ করিতে পারিল না, তখন ওহাবীরা আরো একটি চক্রান্ত করিল যে, শায়েখ আব্দুল কুাদের শিবীকে ধোকা দিয়া নিজেদের স্বপক্ষে করতঃ মক্কা শরীফের গভর্ণর আহমাদ রাতিব পাশার নিকট পাঠাইল। উদ্দেশ্য একটি ছিল, যে কোন প্রকারে আ'লা হজরতের বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়া। একদা আহমাদ রাতিব তওয়াফ করিয়া বিরত হইলে আব্দুল কুাদের শিবী উহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—হুজুর, এক হিন্দুস্তানী আলেম (আহমাদ রেজা) হিন্দুস্তানে বহু মানুষের আকুীদাহ খারাপ করিয়া দিয়াছেন। এখন মক্কাবাসীর আকুীদাহ খারাপ করিতে আসিয়াছেন। এমন কি সাইয়েদ মোহাম্মাদ সাঈদ বাবুসাই, শায়েখ সালেহ কামাল ও মাওলানা আবুল খায়ের মিরদাদ প্রভৃতি আলেমগণ ঐ হিন্দুস্তানী আলেমের সঙ্গী হইয়া গিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া গভর্ণর আহমাদ রাতিব উহার গর্দানে চড় লাগাইয়া গর্জন করিয়া বলিলেন—খবীসের বাচ্চা খবীস, কুকুরের বাচ্চা কুকুর, এই বড় বড় আলেমগণ যখন হিন্দুস্তানী আলেমের সঙ্গে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আছেন, তখন তিনি আক্বীদাহ খারাপ করিবেন, না সংশোধন করিবেন? এই প্রকারে আব্দুল ক্বাদের শিবী যারপরনয় অপমান হইয়াছিল। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত পৃঃ ৩০৯/৩১০)।

খলীল আহমাদের পলায়ন

শায়েখ সালেহ কামাল যখন শাহে হিজাজের দরবারে 'দাউলাতে মাক্কীয়া' শুনাইতে গিয়াছিলেন, তখন কোন এক সময় শরীফ পাশার নিকটে খলীল আহমাদ আম্বেহ্ঠীর কুফরী আক্বীদাহ এবং উহার কিতাব 'বারাহীনে কাতিয়া'-এর কুফরী বাক্য সম্পর্কে শুনাইয়াছিলেন। এই সংবাদ অবগত হইয়া খলীল আহমাদ আম্বেহ্ঠী সাহেব শায়েখ সালেহ কামালকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য উপঢৌকন স্বরূপ কিছু আশরাফী লইয়া দরবারে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন—হুজুর, আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট কেন? শায়েখ বলিয়াছিলেন—তুমিই খলীল আহমাদ? তুমি 'বারাহীনে কাতিয়া' কিতাবে ঐ অশ্লীল ভাষা কেমন করিয়া লিখিয়াছো? আমি 'তাকদীসুল অকীল' কিতাবে তোমাকে জিন্দিক বলিয়াছি। আম্বেহ্ঠী সাহেব বলিলেন—হুজুর, যে কথা আমার দিকে সম্বোধন করা হইয়াছে, উহা আমার কিতাবে নাই। লোকে আমার নামে বদনাম করিয়াছে। শায়েখ বলিলেন—তোমার কিতাব ছাপিয়া বাজারে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে এবং আমার নিকটে উহা রহিয়াছে। খলীল আহমাদ সাহেব নিরুপায় হইয়া বলিলেন—হুজুর, কুফর হইতে তওবা কবুল হয় না? শায়েখ উত্তর দিলেন—হইয়া থাকে। অতঃপর শায়েখ চাহিলেন যে কোন অনুবাদকের ডাকিয়া খলীল আহমাদ আম্বেহ্ঠীর সামনে 'বারাহীনে কাতিয়া'-এর কুফরী

শুনাইবার পর উহাকে তওবা করাইবেন। কিন্তু আম্বেহ্ঠী সাহেব রাতের অন্ধকারে জিদ্দায় পলায়ন করেন। শায়েখ সালেহ কামাল এই ঘটনা পত্র মারফত মাওলানা ইসমাইল সাহেবকে জানাইয়া দেন। মাওলানা ইসমাইল সাহেব উক্ত পত্রটি আ'লা হজরতের নিকটে পাঠাইয়া দেন। সকালে শায়েখ স্বয়ং আ'লা হজরতের নিকটে উপস্থিত হইয়া ঘটনাটি শুনাইয়া বলিলেন—আমি শুনিয়াছি, খলীল আহমাদ আম্বেহ্ঠী রাতে জিদ্দায় পলায়ন করিয়াছেন। আ'লা হজরত বলিলেন,—মাওলানা আপনি তাড়াইয়া দিয়াছেন। শায়েখ আশ্চর্য হইয়া বলিলেন—আমি তাড়াইয়া দিয়াছি? আ'লা হজরত বলিলেন—হ্যাঁ, আপনি তাড়াইয়া দিয়াছেন। শায়েখ কারণ জানিতে চাহিলে আ'লা হজরত বলিলেন—যখন খলীল আহমাদ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কাফেরের তওবা কবুল হয় না? তখন আপনি কি উত্তর দিয়াছিলেন? শায়েখ বলিলেন—আমি বলিয়াছিলাম, কবুল হয়। আ'লা হজরত বলিলেন—আপনার এই বাক্য তাহাকে তাড়াইয়া দিয়াছে। আপনার এই উত্তর দেওয়া উচিত ছিল যে, যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের ব্যাপারে বেআদবী করিবে তাহার তওবা কবুল হইবে না। শায়েখ বলিলেন—খোদার কসম ইহা বলা হয় নাই।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের শানে বেআদবী করিলে তওবা কবুল না হইবার অর্থ ইহাই যে, বাদশাহে ইসলাম তওবার পর তাহাকে কতল করিয়া দিবে। কারণ, ইমামগণ বলিয়াছেন—কোন নবীর নিন্দাকারীর তওবা মূলতঃ কবুল নয়। অর্থাৎ বাদশাহে ইসলাম তওবা করিবার পর কতল করিয়া দিবে। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ৩১০ পৃঃ হইতে ৩১২ পর্যন্ত)।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উলামায়ে মক্কা মুয়াজ্জামাহ

মক্কা শরীফের সেই সমস্ত উলামায়ে কিরামগণের নাম লিপিবদ্ধ করা হইতেছে, যাহারা আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজার লিখিত 'আদ্‌দাউলাতুল মাক্কীয়া' কিতাবের স্বপক্ষে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন।

(১) সাইয়েদ ইসমাঈল বিন খলীল (২) শাফয়ী মাজহাবের মুফতী শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ বিন মোহাম্মাদ বাবুসাইল (৩) হানিফী মাজহাবের মুফতী শায়েখ আব্দুর রহমান সিরাজ (৪) মালিকী মাজহাবের মুফতী শায়েখ মোহাম্মাদ আবিদ (৫) হাম্বালী মাজহাবের মুফতী শায়েখ আবদুল্লাহ বিন হুমাইদ (৬) প্রাক্তন হানিফী মুফতী শায়েখ মোহাম্মাদ সালেহ কামাল (৭) মসজিদে হারামের ইমাম শায়েখ আহমাদ আবুল খায়ের বিন আব্দুল্লাহ মিরদাদ (৮) মসজিদে হারামের হানিফী মুদার্রিস শায়েখ মোহাম্মাদ আলী বিন শায়েখ সিদ্দিক কামাল (৯) মসজিদে হারামের মুদার্রিস শায়েখ আব্দুলাহ (১০) মসজিদে হারামের মুদার্রিস শায়েখ উমার বিন আবু বাকার (১১) মসজিদে হারামের শাফ্‌য়ী ইমাম শায়েখ মোহাম্মাদ সালেহ বিন মোহাম্মাদ বাফজল (১২) মসজিদে হারামের মুদার্রিস শায়েখ আবুল হুসাইন মোহাম্মাদ মারজুকী (১৩) মসজিদে হারামের মালিকী ইমাম শায়েখ মোহাম্মাদ আলী বিন হুসাইন (৯৪) মালিকী মাজহাবের মুফতী শায়েখ মোহাম্মাদ জামাল (১৫) মসজিদে হারামের মুদার্রিস শায়েখ আসয়াদ বিন আহমাদ (১৬) শায়েখ আব্দুর রহমান বিন আহমাদ (১৭) শায়েখ মোহাম্মাদ বিন ইউসুফ খাইয়াত (১৮) হারাম শরীফের মুদার্রিস শায়েখ আতিয়া মাহমুদ (১৯) শায়েখ মোহাম্মাদ মুখতার (২০) শায়েখ মোহাম্মাদ বিন আসি হুসাইনী।

উলামায়ে মদীনা মুনাওয়ারাহ

(১) শায়েখ উসমান, মদীনা শরীফের মুফতী (২) মদীনা শরীফের মালিকী মুফতী শায়েখ আহমাদ জাজায়েরী (৩) মদীনা শরীফের হানিকী মুফতী শায়েখ মোহাম্মাদ তাজুদ্দীন (৪) মসজিদে নবুবীর মুদার্রিস শায়েখ হুসাইন (৫) শাফয়ী মাজহাবের মুফতী সাইয়েদ আহমাদ আলাবী (৬) শায়েখ আব্দুল্লাহ নাবলিসী হাম্বলী, মসজিদে নবুবী (৭) শায়েখ মোহাম্মাদ আব্দুল বারী, মসজিদে নবুবী (৮) শায়েখ আব্বাস, মসজিদে নবুবী (৯) শায়েখ আহমাদ মালিকী, মসজিদে নবুবী (১০) শায়েখ মোহাম্মাদ সাইদ, মসজিদে নবুবী (১১) সাইয়েদ আহমাদ আলী হিন্দী, মুহাজিরে মাদানী (১২) শায়েখ আলী বিন আহমাদ, মসজিদে নবুবী (৩) শায়েখ আহমাদ আসয়াদ গিলানী (১৪) শায়েখ গোলাম মোহাম্মাদ বুরহানুদ্দীন (১৫) শায়েখ আব্দুল ক্বাদের কারশী, মসজিদে নবুবী (১৬) শায়েখ মোহাম্মাদ আব্দুল ওহ্‌হাব ক্বারশী (১৭) শায়েখ মোস্তাফা মালিকী, মসজিদে নবুবী (১৮) শায়েখ আহমাদ আব্বাসী (১৯) শায়েখ মোহাম্মাদ কারীমুল্লাহ মুহাজিরে মাদানী (২০) শায়েখ মাসা আলী শামী, আজহারী মাদানী (২১) মসজিদে নবুবীর মুদার্রিস শায়েখ মোহাম্মাদ ইয়াকুব (২২) শায়েখ ইয়াসীন, মসজিদে নবুবী (২৩) শায়েখ মোহাম্মাদ ইয়াসীন বিন সাঈদ, মসজিদে নবুবী (২৪) মসজিদে নবুবীর মুদার্রিস শায়েখ আব্দুর রহমান মিসরী (২৫) শায়েখ হুসাইন বিন মোহাম্মাদ (২৬) শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ ক্বাদেরী (২৭) শায়েখ মোহাম্মাদ তাউফীক আনসারী (২৮) শায়েখ আলী রহমানী (২৯) শায়েখ আব্দুল ওহ্‌হাব, মদীনা মুনাওয়ারাহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিভিন্ন দেশের উলামায়কিরাম

(১) মিসরের জামে আজহারের মুদার্রিস শায়েখ ইব্রাহীম (২) মিসর জামে আজহারের মুদার্রিস শায়েখ আব্দুর রমহান আহমাদ হানিফী (৩। শায়েখ মোহাম্মাদ আজহারী, তুর্কী (৪ শায়েখ ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী, বেরুত (৫) শায়েখ মাহমুদ মুহাজিরে মাদানী (৬) শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ, বাগদাদী (৭) শায়েখ আব্দুল হুমাইদ শাফয়ী, দামাশকী (৮) শায়েখ মোহাম্মাদ ইয়াহিয়া, দামাশকী (৯) শায়েখ ইউসুফ আতা, বাগদাদ শরীফ (১০) শায়েখ উসমান ক্বাদেরী, হায়দারাবাদ (১১) শায়েখ মোহাম্মাদ আমনী, দামশ্কী (১২) শায়েখ হামদান জাজায়েরী।

মক্কা ও মদীনা শরীফ তথা পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশের চার মাজাহাবের মহান মুফতী ও উলামায় কিরামগণ ইমাম আহমাদ রেজাকে উচ্চ ভাষায় প্রসংশা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কারণ, আ'লা হজরত অপ্রস্তুত অবস্থায় কোরআন, হাদিসের আলোকে ওহাবীদের এমনই দাঁত ভাঙ্গা জবাব দিয়াছিলেন, যাহা সাধারণ আলেমের পক্ষে পূর্ণ প্রস্তুতির পরেও সম্ভব নয়।

'হুসামুল হারামাইন'

আ'লা হজরত ইমামে আহলে সুন্নাত আহমাদ রেজা খান মিয়া গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, মাওলানা কাসেম নানতুবী, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী, মাওলানা খলীল আহমাদ আম্বেহঠী, মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী—দেওবন্দী মাওলানাগণের কুফরী আক্বীদাহ পোষণ করিবার কারণে কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলেন। ১৯০৩ সালে এই ফতওয়াটি 'আল মু'তামাদুল

মুস্তানাদ' নামে পাটনা হইতে প্রকাশ হইয়াছিল। আ'লা হজরত তাঁহার এই পবিত্র সফরে উক্ত 'আল মু'তামাদুল মুস্তানাদ'এর সারাংশ নকল করতঃ মক্কা ও মদীনা শরীফের মহান মুফতী-গণের সামনে পেশ করিয়াছিলেন। উলামায় কিরামগণ এই কিতাবের সমর্থনে খুব ধুমধামের সহিত স্বাক্ষর করিয়া-ছিলেন এবং লেখক সম্পর্কে উচ্চাংগের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯০৬ সালে যাহা 'হুসামুল হারামাইন' নামে ছাপা হইয়াছে।

উলামায় মক্কার স্বাক্ষর

(১) শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ বাবুসাইল, শাফয়ী মাজহাবের মুফতী (২) মসজিদে হারামের ইমাম শায়েখ আহমাদ আবুল খায়ের বিন আব্দুল্লাহ মিরদাদ (৩) হানিফী মুফতী শায়েখ সালেহ কামাল (৪) মক্কার প্রাক্তন হানিফী মুফতী শায়েখ আলী কামাল (৫) শায়েখ আব্দুল মুহাজিরে মাদানী (৬) সাইয়েদ ইসমাইল খলীল (৭) সাইয়েদ মারজুকী আবু হুসাইন (৮) শায়েখ উমার বিন আবু বাকার জুনাইদ (৯) মালিকী মুফতী শায়েখ আবিদ বিন হুসাইন (১০) মসজিদে হারামের মুদার্রিস শায়েখ আলী বিন হুসাইন (১১) শায়েখ মোহাম্মাদ আলী বিন হুসাইন মাক্কী (১২। শায়েখ জামাল (১৩) হারাম শরীফের মুদার্রিস শায়েখ আসয়াদ (১৪) শায়েখ আব্দুর রহমান দাহান (১৫) হারাম শরীফ, মাদ্রাসা সাওলাতীয়ার মুদার্রিস শায়েখ ইউসুফ আফগানী মুহাজিরে মক্কী (১৬। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর খলীফা শায়েখ আহমাদ মক্কী, মাদ্রাসা সাওলা-তীয়ার মুদার্রিস (১৭) শায়েখ মোহাম্মাদ ইউসুফ খাইয়াত (১৮) শায়েখ মোহাম্মাদ সালেহ (১৯) শায়েখ আব্দুল করীম (২০) মসজিদে হারামের মুদার্রিস শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ (২১)

pdf By Syed Mostafa Sakib

শায়েখ আহমাদ মোহাম্মাদ জাদাবী। এই মক্কী উলামাগণ 'হুসামুল হারামাইন' এর পূর্ণ সমর্থক ও স্বাক্ষর প্রদানকারী ছিলেন।

উলামায় মদীনার স্বাক্ষর

(১) মদীনার মুফতী শায়েখ তাজুদ্দীন (২) মদীনার প্রাক্তন মুফতী শায়েখ উসমান (৩) শায়েখ সাইয়েদ আহমাদ মালিকী জাজায়েরী (৪) শায়েখ খলীল বিন ইব্রাহীম ৫) শায়েখ মোহাম্মাদ সাঈদ (৬) শায়েখ মোহাম্মাদ বিন আহমাদ (৭) শাইখুদ্ দালায়েল সাইয়েদ আব্বাস (৮ শায়েখ উমার মালিকী (৯) সাইয়েদ মোহাম্মাদ বিন মোহাম্মাদ হাবীব মাদানী (১০) মদীনার মুদার্রিস শায়েখ মোহাম্মাদ (১১) শাফয়ী মাজহাবের মুফতী সাইয়েদ শরীফ আহমাদ বারজান্জী (১২) শায়েখ মোহাম্মাদ আজীজ মালিকী, ইন্দোনেশিয়া (১৩) মদীনার মুদার্রিস শায়েখ আব্দুল কাদের। ইহারা প্রত্যেকেই 'হুসামুল হারামাইন' এর সমর্থনে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

জাগ্রতাবস্থায় দর্শন লাভ

ইমামে আহলে সুন্নাত শাহ আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর দ্বিতীয় হজ্বের সার্থকতা কেবল 'হুসামুল হারামাইন' 'আদ্ দাউলাতুল মাক্কীয়া' ও 'কিফলুল ফাক্বীহিল ফাহীম' (১) নয়। বরং

(১) 'আদ্দাউলাতুল মাক্কীয়া' এর ন্যায় মক্কা শরীফে আ'লা হজরত আরো একখানা কিতাব লিখিয়াছিলেন। যথাক্রমে কিতাবটির নাম 'কিফ্লুল ফাক্বীহিল ফাহীম ফি আহকামে কিরতাসিদ্ দারাহিম।' এই কিতাবটি ১২টি প্রশ্নের উত্তরে লেখা হইয়াছিল। প্রকাশ থাকে যে, এই কিতাবখানা লিখিতে মাত্র দেড় দিন সময় লাগিয়াছিল।

সেই আশেকে সাদেক যে রসুলের ইশ্ক ও মুহাব্বাতে সব সময় মস্ত হইয়া থাকিতেন, যাহার জন্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন, দুশমনে রসুলদের দুশমনি বরদাশ্ত করিয়াছিলেন, যাহার পবিত্র রওজা পাক জিয়ারত করাই ছিল তাঁহার হজ্বের উদ্দেশ্য, বরং হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জিয়ারত করাই ছিল তাঁহার আসল উদ্দেশ্য। তাই রসুলে আরাবী, নূর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার সাচ্চা আশেক আহমাদ রেজার জন্য দুনিয়াবী সমস্ত আবরণ হটাইয়া দিয় নিজের দর্শন লাভ দিয়াছিলেন। যাহা এই প্রকারে ঘটিয়াছিল যে, আ'লা হজরত যখন দ্বিতীয়বার হজ্বে গিয়াছিলেন এবং হজ্বের সমস্ত আহকাম পালন করিবার পর মাহবুব মোহাম্মাদুর রসুলুল্লাহর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা পৌঁছিয়া রওজা শরীফের সামনে উপস্থিত হইয়া অতি আদবের সহিত দরুদ শরীফ পাঠ করিতে থাকেন এবং পূর্ণ বিশ্বাস রাখেন যে, হুজুর নিশ্চয় দর্শন লাভ দিবেন। কিন্তু প্রথম রাতে তাঁহার সৌভাগ্যে ঘটে নাই। তারপর তিনি একটি গজল লিখিয়াছিলেন। উক্ত গজলটি রওজা শরীফে পাঠ করিয়া খুব আদবের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমতাবস্থায় ভাগ্য চমকাইয়া গেল এবং জাগ্রতাবস্থায় চর্ম চক্ষু দিয়া মাহবুবের নূরী আকৃতি দর্শন করিয়া ফেলিলেন। (হায়াতে আ'লা হজরত ৪৪ পৃঃ, সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ৩২৩ পৃঃ)

ওহাবীদের অপ-প্রচার

আ'লা হজরতের দ্বিতীয় হজ্বের সফরটি ছিল কয়েক মাসের। তিনি মদীনা শরীফে ৩১ দিন ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে মাত্র একবার মসজিদে কোবা শরীফ এবং একবার হজরত হামজা রাদী

pdf By Syed Mostafa Sakib

আল্লাহু আনহুর মাজার জিয়ারত করিতে গিয়াছিলেন। বাকী দিনগুলি শাহানশার দরবারে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। মক্কা ও মদীনা শরীফ হইতে হাজার হাজার নিয়্যামত ও বর্কাত লইয়া যখন তিনি স্বদেশ ভারতে ফিরিতেছেন, তখন এদিকে ওহাবীরা ব্যাপক অপ-প্রচার করিতেছিল যে, মাওলানা আহমাদ রেজা খানকে মক্কায় বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং এই অপ-প্রচারে বিভ্রান্ত হইয়া ভারতে কিছু সুন্নী প্রকৃত ঘটনা জানিবার জন্য শায়খুদ দালায়েল শাহ আব্দুল হক মুহাজিরে মক্কী রহমাতুল্লাহি আলাইহির নিকটে পত্র প্রেরণ করেন। শাহ সাহেব উত্তরে লিখিয়াছিলেন,—খবীসেরা মিথ্যা প্রচার করিয়াছে। আ'লা হজরত মাওলানা আহমাদ রেজা মক্কা শরীফে যে সম্মান পাইয়াছেন, যাহা কাহারো ভাগ্যে জোটে নাই। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ৩২৭ পৃঃ)

সফরনামা হারামাইন তাইয়েবাইন

১৩৭৯ হিজরী অনুযায়ী ১৯৫৭ সালে বর্তমান বাংলাদেশ—রাজশাহী ঘোড়ামারা মাদ্রাসা আশরাফুল উলুমের মুদার্রিস মাওলানা গোলাম মোস্তাফা সাহেব যখন হজ্ব করিয়া দেশে ফিরিয়াছিলেন, তখন তাহার বন্ধুদের প্রেরণায় 'সফরনামা হারামাইন তাইয়েবাইন' নামে একটি কিতাব ছাপিয়াছিলেন। উক্ত কিতাবে মাওলানা লিখিয়াছেন—আমরা দলবদ্ধ হইয়া হারাম শরীফের উলামাদের সহিত সাক্ষাত করিতে উপস্থিত হইতাম। আমাদের সহিত সর্ব-প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল মুফতী সায়াদুল্লাহ মক্কীর সহিত। এই বৃদ্ধ বুজর্গ মানুষটি প্রায় তিরিশ বৎসর বোম্বাইতে ছিলেন। জীবনের শেষে আবার মক্কা শরীফে ফিরিয়া যান। মুফতী সায়াদুল্লাহ সাহেব বলেন, আরব দেশে আ'লা হজরত মাওলানা আহমাদ

রেজা খান সাহেব ফাজেলে বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির ডাংকা বাজিতেছে। তাঁহার সম্পর্কে মক্কা ও মদীনা শরীফের আলেমগণ যেভাবে অবগত আছেন, ভারতের মানুষ সেই ভাবে অবগত নাই। ইহা প্রমাণ করাইবার জন্য মুফতী সাহেব আমাদিগকে মক্কা শরীফের প্রধান কাজী সাইয়েদ মোহাম্মাদ আলাবী মালিকীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। কারণ, কাজী সাহেবের পিতা আ'লা হজরতের বন্ধু ছিলেন। মুফতী সায়াদুল্লাহ সাহেব আমাদের বলিয়া দিলেন,—আপনারা আল্লামা মোহাম্মাদ আলাবী মালিকীর সহিত সাক্ষাতের পর কেবল এতটুকু বলিবেন যে, আমরা আ'লা হজরত মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্যের শিষ্য। তাহা হইলে স্বচক্ষে দেখিবেন—হারাম শরীফের উলামাদের অন্তরে আ'লা হজরতের কেমন মুহাব্বাত ও সম্মান রহিয়াছে। সুতরাং আমরা প্রধান কাজী মোহাম্মাদ আলাবীর দরবারে উপস্থিত হইলাম। কিছুক্ষণ পর এক অতীব সুন্দর বুজর্গ দরবারে আগমন করিলেন। তাঁহার সম্মানার্থে সমস্ত মানুষ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। তিনি সবাইকে সালাম দিয়া বসিতে ইংগিত করিলেন। সবাই নিজ নিজ স্থানে বসিয়া গেলেন। প্রত্যেক মানুষ তাঁহার সহিত মুসাফাহা ও হাত চুম্বন করিতে লাগিলেন। তিনি সবাইয়ের সহিত খুব শান্ত ভাবে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—আপনারা কে কোন উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন। যখন আমাদের বলিবার সুযোগ আসিল, তখন আমরা বলিলাম—আমরা আ'লা হজরত মাওলানা আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহির শিষ্যের শিষ্য। ইহা শোনা মাত্রই মোহাম্মাদ আলাবী মালিকী উঠিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন এবং প্রত্যেকের সহিত মুসাফাহা এবং মুয়ানাকা করিয়াছেন। আমাদের অত্যন্ত সম্মান দেওয়ার পর পুনরায় শরবৎ এবং চায়ের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি আমাদের দিকে অত্যন্ত ধ্যান

pdf By Syed Mostafa Sakib

মগ্ন হইয়া পড়িলেন এবং একটি ঠাণ্ডা শ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"আমার সর্দার আল্লামা মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব বেরেলবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি। আমরা হজরত মাওলানা আহমাদ রেজা খান বেরেলবীকে তাঁহার কিতাবাদি হইতে চিনিয়াছি। তাঁহার মুহাব্বাত আহলে সুন্নাতের আলামত এবং তাঁহার দুশমনী বিদআদী বদ মাজহাবের আলামাত।" এই দরবারে বড় বড় আলেম ও রাইস ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আমাদের মোহাম্মাদ আলাবীর বিশেষ সম্মান প্রদানের জন্য সবাই আশ্চর্য হইয়া গেলেন। (সফর-নামা ৬৬ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ৩২৮ পৃঃ)

উক্ত সফরনামা ৭০ পৃষ্ঠায় মাওলানা গোলাম মোস্তাফা সাহেব আরো লিখিয়াছেন—আমরা দ্বিতীয় দিনে হজরত আল্লামা শায়েখ মোহাম্মাদ মাগরিবী জাজায়েরীর দরবারে পেঁাছিলাম। তাঁহার দরবারের দৃশ্য দেখিয়া আশ্চর্য হইলাম। সব জায়গায় অতি মূল্যবান মকমল বিছানো এবং বড় বড় আলমারীতে বহু দুষ্প্রাপ্ত কিতাব সাজান রহিয়াছে। একদিকে টেলিফোন রহিয়াছে। মক্কায় বড় বড় ধনী ব্যক্তিরা পাখার হাওয়া করিতেছেন। হাবশী যুবক মস্তকে পাগড়ী পরিধান করিয়া আদবের সহিত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই বুজর্গ অত্যন্ত বয়স্ক। কিন্তু খুব সুস্থ এবং নূরানী আকৃতীর মানুষ। আমরা শায়েখের সহিত সাক্ষাত করিলাম। যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, আমরা আ'লা হজরতের মসলাকের মানুষ; তখন তিনি আবার আমাদের সহিত মুসাফাহা ও মুয়ানাকা করিলেন। আমাদের খুব সম্মান প্রদান করিলেন এবং বারবার আ'লা হজরতের সম্পর্কে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—আল্লামা ফাজেলে বেরেলবী আমার বড় বন্ধু ছিলেন। আজও আমি তাঁহার ইল্মের প্রসংশা করিয়া থাকি এবং সব সময় তাঁহার জন্য দোয়া করিয়া থাকি।—একদিন আমরা হারাম শরীফে

মাগরিবের নামাজের পর এই বুজর্গের সহিত সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হইলাম। এই সময় মিশর, ইয়ামান ও তুর্কী প্রভৃতি দেশের বড় বড় আলেম শায়েখের সম্মুখে উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দেখা মাত্রই শায়েখ দাঁড়াইয়া পড়িলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া ঐ ভিন্ন দেশের উলামাগণ আমাদের দিকে তাকাইতে লাগিলেন যে, ইহারা কাহারা! শায়েখ তাহাদের নিকট আমাদের পরিচয় করিয়া দিয়া আ'লা হজরতের সম্বন্ধে বিবরণ দিতে লাগিলেন। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ৩৩১ পৃঃ)

ইমাম আহমাদ রেজা মুজাদ্দিদ ছিলেন

উলামায়ে ইসলাম বর্ণনা করিয়াছেন যে, মুজাদ্দিদ হইবার জন্য একটি বিশেষ শর্ত হইল যে, এক শতাব্দির শেষে এবং দ্বিতীয় শতাব্দির প্রথমে তাহার ইল্ম, আমল ও দ্বীনী খিদমাতের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িবে এবং মৃদা সুন্নাতকে জীবিত করা, বিদয়াত দূরীভূত করা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি উলামাদের নিকট খ্যাতি লাভ করিবেন। অতএব, যে আলেম কোন শতাব্দির শেষ যুগ না পাইয়াছেন অথবা পাইয়াছেন কিন্তু দ্বীনী খিদমাতের দিক দিয়া খ্যাতি লাভ করিতে পারেন নাই, তাহার নাম মুজাদ্দিদের তালিকাভুক্ত হইবে না। উলামায়ে ইসলাম মুজাদ্দিদের একটি তালিকা প্রদান করিয়াছেন। যথা, প্রথম শতাব্দির মুজাদ্দিদ ছিলেন হজরত উমার বিন আব্দুল আজীজ। দ্বিতীয় শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম শাফয়ী, ইমাম হাসান বিন জিয়াদ। তৃতীয় শতাব্দির মুজাদ্দিদ কাজী আবুল আব্বাস বিন শারীহ শাফয়ী, ইমাম আবুল হাসান আশয়ারী, মোহাম্মাদ বিন জারির তাবারী। চতুর্থ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম আবু বাকার বিন বাকলানী, ইমাম আবু হামিদ আসফারাইনী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

পঞ্চম শতাব্দির মুজাদ্দিদ কাজী ফখরুদ্দীন হানাফী, ইমাম মোহাম্মাদ বিন গেজালী। ষষ্ঠ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী। সপ্তম শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম তাকিউদ্দীন বিন দাক্বীক। অষ্টম শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম জয়নুদ্দীন ইরাকী, আল্লামা শামসুদ্দীন জাজরী, আল্লামা সিরাজুদ্দীন বেলকিনী। নবম শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম জালালউদ্দীন সিউতী, আল্লামা শামসুদ্দীন সাখাবী। দশম শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমাম শিহাবুদ্দীন রামলী, মোল্লা আলী ক্বারী। ত্রয়োদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ইমামে রব্বানী শায়েখ আহমাদ সারহিন্দী, শাহ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী, আল্লামা মির আব্দুল অহেদ বেলগ্রামী। দ্বাদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ শাহান শাহে হিন্দুস্তান আবুল মুজাফ্ফর মুহিউদ্দীন আওরঙ্গজেব আলামগীর বাদশা, শায়েখ গোলাম নকশ্‌বন্দ লাখ্‌নুবী, কাজী মুহিব্‌ বুল্লাহ বিহারী। (রাদী আল্লাহ আনহুম) অনেকেই শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীকে দ্বাদশ শতাব্দির মুজাদ্দিদ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু উলামায়ে ইসলামের শর্ত অনুযায়ী শাহ সাহেব মুজাদ্দিদ ছিলেন না। কারণ, শাহ সাহেব ১১১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল ১১৭২ হিজরীতে। তিনি কোন শতাব্দির শুরু ও শেষ পাইয়াছিলেন না। (সাওয়ানেহে আ'লা হজরত ১৩৬ / ১৩৭ পৃষ্ঠা)

ওহাবী-দেওবন্দী সম্প্রদায় সাইয়েদ আহমাদ রায়বেরেলবী ও তাহার মুরীদ ইসমাঈল দেহলবীকে মুজাদ্দিদ বলিয়া চিৎকার আরম্ভ করিয়াছে। অথচ জগৎ জানে যে, ঐ দুইজন পীর ও মুরীদ পাক্কা ওহাবী এবং ইংরেজদের পলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন। উহাদের দ্বারায় অখন্ড ভারতে ওহাবী মতবাদ প্রচার হইয়াছে।

উহারা সুপরিকল্পিত ভাবে হানিফী মাজহাবকে ধ্বংস করিতে চাহিয়াছিলেন। যাহার কারণে পাঞ্জাবের পাঠান মুসলমানেরা বালাকোটের ময়দানে উহাদের হত্যা করতঃ লাশ পর্যন্ত উধাও করিয়া দিয়াছিলেন। যদি মুহূর্তকালের জন্য মানিয়া নেওয়া যায় যে, সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাইল দেহলবী ওহাবী ছিলেন না। তবুও উহাদের মুজাদ্দিদ প্রমাণ করানো যাইবে না। কারণ, উলামায়ে ইসলাম মুজাদ্দিদ হইবার জন্য যে শর্ত রাখিয়াছেন, তাহা উহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না। ১২০১ হিজরীতে সাইয়েদ সাহেবের জন্ম এবং ১২৪৬ হিজরীতে মৃত্যু হইয়াছিল। অনুরূপ ইসমাঈল দেহলবীর জন্ম ১১৯৩ হিজরীতে এবং মৃত্যু ১২৪৬ হিজরীতে হইয়াছিল। সাইয়েদ সাহেব দ্বাদশ হিজরীর একদিনও পান নাই। ইসমাঈল দেহলবী দ্বাদশ হিজরী পাইলেও মাত্র সাত বৎসরের শিশু ছিলেন। এবিষয় কথা না বাড়াইয়া ওহাবী দেওবন্দীদের পরম বুজর্গ মাওলানা আব্দুল হাই লাখনুবী সাহেবের অভিমত উদ্ধৃত করিতেছি। লাখ্‌নুবী সাহেব লিখিয়াছেন—"উলামায়ে ইসলামের উক্তি অনুযায়ী পরিষ্কার প্রমাণ হইয়া গেল যে, সাইয়েদ আহমাদ বেরেলবী এবং তাহার মুরীদ মৌলবী ইসমাঈল দেহলবী মুজাদ্দিদ নহেন। কারণ, সাইয়েদ সাহেবের জন্ম ১২০১ হিজরীতে হইয়াছিল। (সারাংশ, মাজমুয়ায় ফাতাওয়ায় আব্দুল হাই খঃ ২ পৃঃ ১৫১)—তের শতাব্দির মুজাদ্দিদ শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবীর পুত্র হজরত শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবী। শাহ সাহেবের জন্ম ১১৫৯ হিজরী এবং মৃত্যু ১২৩৯ হিজরীতে হইয়াছিল। দ্বাদশ শতাব্দির শেষে সারা দেশব্যাপী তাঁহার ইল্‌ম, আমল, তাকওয়া ও পরহিজগারীর খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং তের শতাব্দীর প্রথম দিকে তিনি ইল্‌ম ও আমলের দিক দিয়া অখন্ড ভারতে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সারা জীবন

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামের খিদমাত করিয়া গিয়াছেন। বিশেষ করিয়া বাতিল ফিরকাগুলির খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। তিনি রাফেজী সম্প্রদায়ের খণ্ডনে 'ইস্না আশারিয়া' নামক একখানি বৃহৎ কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন।

উলামায়ে ইসলামের ফরমুলা অনুযায়ী নিঃসন্দেহে ইমাম আহমাদ রেজা চৌদ্দ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ছিলেন। কারণ, তাঁহার জন্ম ১০ই শওয়াল ১২৭২ হিজরীতে এবং ইন্তেকাল ২৫শে সফর ১৩৪০ হিজরীতে হইয়াছিল। তিনি তের শতাব্দির ২৮ বৎসর দুই মাস কুড়ি দিন পাইয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার ইল্ম, আমল, ওয়াজ, নসীহত ও লেখনীর খ্যাতি হিন্দুস্তান হইতে আরব জগৎ পর্যন্ত পেঁাছিয়াছিল। অনুরূপ তিনি চৌদ্দ শতাব্দির ৩৯ বৎসর একমাস পঁচিশ দিন পাইয়াছিলেন। তিনি এই সময়ে মৃদা সুন্নাতকে জীবিত করিয়া, বিদআতের মস্তক কাটিয়া, সত্য ও মিথ্যাকে পার্থক্য করিয়া জগৎকে দেখাইতে সামর্থ হইয়াছিলেন। তিনি তের বৎসর দশ মাস বয়স হইতে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুফতীর মসনদে বসিয়া জগৎবাসীকে ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের ফতওয়ার নকল নেওয়া হয় নাই? পরবর্ত্তীকালে তাঁহার যে ফতওয়াগুলির নকল নেওয়া হইয়াছে, সেইগুলির সমষ্টির নাম 'ফাতাওয়ায় রাজবীয়া'। এই কিতাবটি ১২ খন্ডে সমাপ্ত। প্রত্যেক খন্ডে প্রায় হাজারের মত পাতা রহিয়াছে। দশম হিজরীর মুজাদ্দিদ ইমাম জালাল উদ্দিন সিউতী রহমাতুল্লাহি আলাইহির পর লেখনীর ময়দানে কেহ তাঁহার আগে যাইতে পারেন নাই। তিনি হাজারের অধিক কিতাব লিখিয়াছেন।

ইমাম আহমাদ রেজার পবিত্র জীবনের উপর দৃষ্টিপাত করিলে পরিষ্কার জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা দ্বীন ইসলামের হিফাজাতের জন্য তাহার এই বান্দাকে পয়দা করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের

একমাত্র কাজ ছিল ইসলামকে বাতিল হইতে মুক্ত করা. দ্বীনের প্রচার প্রসার, সুন্নাতের হিফাজত ও বিদআতের মূল উৎপাটন করিয়া দেওয়া, কাফের, মুশরেক, মুর্তাদ ও বিদআতীদের আক্রমণ হইতে ইসলামকে বাঁচানো। আজ পৃথিবীতে এমন কোন খ্যাতি সম্পন্ন বাতিল ফিরকা নাই, যাহাদের খন্ডনে তাঁহার একাধিক কিতাব নাই।

ইমাম আহমাদ রেজার দেশ এমন এক প্রদেশে, যেখানে হিন্দুদের সংখ্যা প্রতি শতকে সাতাশি জন্য মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র তের। তাঁহার বাসস্থান বেরেলী শহরের সওদাগ্রান মহল্লাতে। এই মহল্লায় তাঁহার এবং তাঁহার কয়েকজন আত্মীয় ও দুই একজন অন্য মুসলিম বাড়ী ছাড়া চারিদিকে সমস্ত বস্তী হিন্দুদের অথচ তিনি যথাসময়ে হিন্দুদের খণ্ডনে একাধিক কিতাব লিখিয়াছেন। উহার মধ্যে 'আনফাসুল ফিকির ফি কুরবানীল বাকার' নামক কিতাব অন্যতম। হিন্দু সমাজের দূরদর্শী ব্যক্তিগণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, হিন্দুরাই প্রায় মুসলমান ও খৃষ্টান হইতে চলিয়াছে। তখন পন্ডিত দয়ানন্দ সরস্বতী 'আরিয়া সমাজ' নামে একটি দল গঠন করিয়াছিলেন এবং ইসলামী শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজা এই আরিয়া সমাজের খন্ডনে 'কায়ফারে কারদারে আরিয়া' লিখিয়াছিলেন,—ইমাম আহমাদ রেজার যুগে হিন্দুস্তানে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল। ইংরেজরা ভারতবর্ষে রোমান ক্যাথলিক মাজহাব প্রচার ও প্রসারের জন্য বিভিন্ন প্রকার জাল বিছাইয়াছিল। কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া ভারতবাসীকে খৃষ্টান বানাইবার চেষ্টা করিতেছিল। ইমাম আহমাদ রেজা উহাদের বিরুদ্ধে তিনখানা কিতাব লিখিয়াছিলেন। অনুরূপ নাস্তিকদের বিরুদ্ধে সাতটি কিতাব লিখিয়াছিলেন। কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে ছয়খানা কিতাব লিখিয়াছিলেন এবং 'কাহরুদ্ দাইয়ান আলাল মুতাদ্দে বি

pdf By Syed Mostafa Sakib

কাদিয়ান' নামক একটি মাসিক পত্রিকা চালু করিয়াছিলেন। যখন ইংরেজদের চর ওহাবী দেওবন্দী আলেমগণ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শেষ নবী হওয়া অস্বীকার করিয়া ফেলিলেন, অল্লাহ তাআলার জন্য মিথ্যা বলা সম্ভব বলিয়া ফেলিলেন, হুজুরের ইল্‌ম পাককে পশুর ইল্মের সহিত তুলনা করিয়া ফেলিলেন, রসুলুল্লাহর ইল্‌ম অপেক্ষা শয়তানের ইল্‌ম বেশী ধারণা করিয়া ফেলিলেন, ওহাবী-গায়ের মুকাল্লিদরা ইমাম আবু হানিফা তথা কোন ইমামের অনুস্বরণ করাকে শির্ক ও কুফর বলিয়া ফেলিলেন, তখন ইমাম আহমাদ রেজা উহাদের বিরুদ্ধে দুই শতকের বেশি কিতাব লিখিয়াছিলেন। অনুরূপ তিনি ফিরকায় রাফিজীয়া ও তাফ্‌জীলীয়ার বিরুদ্ধে কিতাব লিখিয়াছিলেন।

ইংরেজদের চক্রান্তে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে মৌলবী মোহাম্মাদ আলী কানপুরী ও মৌলবী শিবলী আজমগড়ী প্রমুখ ব্যক্তিগণ 'নদওয়াতুল উলামা' নামে একটি নতুন জাল বিস্তার করিয়াছিলেন। শত শত সুন্নী এই জালে পড়িয়া গিয়াছিল। এমন কি বহু সুন্নী আলেম এই জালে পড়িয়া গিয়া 'নদওয়াতুল উলামা' এর মিম্বার হইয়াছিলেন। 'নদওয়াতুল উলামার' উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ইংরেজদের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী করা এবং ওহাবী মতবাদ প্রচার করা। ইমাম আহমাদ রেজা 'নদওয়াতুল উলামার' বিরুদ্ধে বহু কিতাবাদি লিখিয়াছিলেন এবং অবিরাম বক্তৃতার মাধ্যমে উহার আসল রূপ প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। শেষে আহলে সুন্নাতের বড় বড় আলেম 'নদওয়া' হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিলেন। যথা, মাওলানা আহমাদ হাসান কানপুরী, মাওলানা মোহাম্মাদ হুসাইন এলাহাবাদী, আল্লামা আব্দুস্ সালাম জব্বলপুরী রাহেমাহুমুল্লাহ।

একদল ভন্ড নামধারী সুফী তরীকাতের আড়লে শরীয়তের উপর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ইহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল, শরীয়ত তরীকাতের বিপরীত। এই ভন্ড সুফীদের নেতা মিণ্টার জটাধারী 'মুর্শিদ কে সিজদায় তা'জীম' নামক কিতাবে পীরকে সম্মানার্থে সিজদা করা জায়েজ লিখিয়াছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজা তাঁহার বিভিন্ন কিতাবে, বিশেষ করিয়া 'মাকালুল উরাফা' নামক কিতাবে কোরআন, হাদীস ও উলামায় ইসলামের উক্তি দ্বারা ভণ্ড পীরদের খুব খণ্ডন করিয়াছেন এবং 'আজ জুবদাতুজ্ জাকিয়া' নামক কিতাব লিখিয়া প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, সিজদা কাহার জন্য জায়েজ নয়। কাহারো সম্মানার্থে সিজদা করা হারাম এবং ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সিজদা করিলে মুশরিক কাফের হইয়া যাইবে। আজও দেওবন্দী বেদ্বীনেরা বেরেলবীদের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করিয়া থাকে যে, উহারা কবরে সিজদা করা জায়েজ বলিয়া থাকেন।

বৈজ্ঞানিকদের ধারণায় আকাশ বলিয়া কিছুই নাই এবং পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী। কারণ, যদি আসমান বলিয়া কিছুই না থাকে, তাহা হইলে তওরাত, জবুর, ইঞ্জিল ও কোরআন শরীফ এবং অন্য নবীগণের সহীফা গুলি আসমানী নয় বলিয়া প্রমাণ হইয়া যাইবে। শেষে ইসলাম একটি বাতিল ধর্ম বলিয়া প্রমাণিত হইয়া যাইবে। ইমাম আহমাদ রেজা 'ফাওজে মুবীন দর রদ্দে হরকাতে জমীন' নামক কিতাব লিখিয়া নিউটন এবং বড় বড় বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়াছেন।

এক কথায়, যেখানে বাতিল ফিরকা মাথা উঠাইয়াছে, সেখানে ইমাম আহমাদ রেজা প্রাণপন প্রচেষ্টায় মুকাবিল করিয়াছেন। তিনি তাঁহার বস্তীতে আহলে সুন্নাতের ছাপাখানায় শত শত কিতাব

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছাপাইয়া ভারতের সর্বত্রে বড় বড় আলেম, পীর দরবেশ ও নেতাদের নামে ডাকযোগে পাঠাইয়া দ্বীন ইসলামের খিদমত করিয়াছেন। ইসলামের জন্য উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন তাঁহার পূর্ণ জীবন। এই সমস্ত ইসলামী খিদমাত হইতে পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায় প্রমাণ হয়, তিনি চৌদ্দ শতাব্দির মহান মুজাদ্দিদ ছিলেন।

উলামায়ে ইসলাম মুজাদ্দিদ বলিয়াছেন

ইমাম আহমাদ রেজার মুজাদ্দেদীয়াতে কাহারো দ্বিমত নাই। আরব, অনারবের উলামায়ে ইসলাম তাঁহাকে মুজাদ্দিদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ১৩১৮ হিজরীতে পাটনা শহরে 'নদওয়াতুল উলামা' এর প্রতিবাদে একটি ঐতিহাসিক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উক্ত সভায় বহু বড় বড় আলেম ও মাশায়েখগণ উপস্থিত ছিলেন। হজরত আল্লামা মতিউর রসুল শাহ আব্দুল মুক্তাদের বাদাউনী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বক্তৃতাকালে ইমাম আহমাদ রেজাকে বর্তমান যুগের মুজাদ্দিদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। উপস্থিত উলামায়ে কিরামগণ এক বাক্যে উহা সমর্থন করিয়াছিলেন। (তাজকিরায় উলামায় আহলে সুন্নাত ৪৫ / ৪৬ পৃঃ) অনুরূপ শায়েখ মুসা আলী শামী আজহারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন—"ইমামদিগের ইমাম, এই উম্মাতের দ্বীনের মুজাদ্দিদ শায়েখ আহমাদ রেজা, আল্লাহ তাআলা ইহকাল ও পরকালে তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন।" (আদ্দাউলাতুল মাক্কীয়া ৪৬২ পৃঃ) অনুরূপ শায়েখ সাইয়েদ ইসমাঈল বিন খলীল রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন—"আমি বলিতেছি, যদি ইমাম আহমাদ রেজার সম্পর্কে বলা হয় যে, তিনি এই শতাব্দির মুজাদ্দিদ, তাহা হইলে নিশ্চয় উহা সত্য ও সঠিক হইবে।" (পৃঃ ১৪১ / ১৪২)

অনুরূপ সাইয়েদ হুসাইন বিন আল্লামা সাইয়েদ আব্দুল ক্বাদের তারাবুলুসী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন—"আমার উস্তাদ, আমার পথ প্রদর্শক হজরত আল্লামা মাওলানা শায়েখ আহমাদ রেজা খান বর্তমান শতাব্দির মুজাদ্দিদ।" (পৃষ্টা ৮২)—ইমাম আহমাদ রেজার দ্বীনি খিদমাত দেখিয়া দুনিয়ার উলামাগণ তাঁহাকে মুজাদ্দিদ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

মহান মুজাদ্দিদের প্রতি অপবাদ

কাহার প্রতি অপবাদ দেওয়া সহজ। কিন্তু প্রমাণ করিয়া দেওয়া কঠিন। ওহাবী-দেওবন্দী সম্প্রদায় বিশ্বের নজরে কুফরের কালিমায় কলংক হইয়া রহিয়াছেন। এই সম্প্রদায়ের মানুষ মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজার প্রতি অপবাদ দিয়া থাকেন যে, "তিনি সবাইকে কাফের বলিতেন।"— ইহা অপবাদ, অপবাদ, অপবাদ বই কিছুই নয়। ইমাম আহমাদ রেজার ন্যায় একজন শরীয়তের সুদক্ষ আলেম, তরীক্বাতের কামেল পীর, যুগের মুজাদ্দিদ না বুঝিয়া সবাইকে কাফের বলিতেন! মুসলমানকে কাফের বলিলে নিজেকে কাফের হইতে হয়। শরীয়তের এই সাধারণ কানুনটি তাঁহার জানা ছিল না? তিনি কি পাগল ছিলেন যে, সেই কারণে সবাইকে উঠিতে বসিতে কাফের বলিতেন? লা হাউলা ওলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিইল আজীম।

দেওবন্দীদের দেওয়া অপবাদকে সামনে রাখিয়া ঈমানশর্তে ইমাম আহমাদ রেজার কিতাবগুলি যাঁচাই করিলে সম্পূর্ণ বিপরীত দেখা যাইবে যে, কুফরের ফতওয়া প্রদান করিতে তিনি অত্যন্ত সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করিতেন। যথা, তাঁহাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—"কেহ কোন মুসলমানকে কাফের বলিয়া দিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

উহার হুকুম কি হইবে?"—ইহার উত্তরে তিনি লিখিয়াছেন—"যদি গালি হিসাবে বলিয়া থাকে, তাহা হইলে কাফের হয় নাই, গোনাহ্গার হইয়াছে। আর যদি কাফের জানিয়া বলিয়া থাকে, তাহা হইলে কাফের হইয়া গিয়াছে।" (আল মালফুজ পৃঃ ৪)—তাঁহার সাবধানতার একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছি—ভারতে ওহাবীদের সবচাইতে বড় নেতা ইসমাঈল দেহলবীকে তের শতাব্দির সমস্ত উলামায় ইসলাম সর্বসম্মতিক্রমে কাফের মুর্তাদ বলিয়াছেন। উম্মাতের সেই সমস্ত বড় বড় বিজ্ঞ আলেম, যাহারা মৌলবী ইসমাইলের বিরুদ্ধে কাফের, গোমরাহ ইত্যাদি বলিয়া কলমী জিহাদ করিয়াছিলেন, তাহাদের নাম নিম্নে প্রদান করা হইতেছে। যথা, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের পরনানা আল্লামা মুনাউওর উদ্দীন দেহলবী, আল্লামা সাইয়েদ আশরাফ আলী গুলশানাবাদী, আল্লামা ফজলে রসুল বাদাউনি, আল্লামা মাখ্সুসুল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী, আল্লামা মোহাম্মাদ মুসা দেহলবী, আল্লামা ফজলে হক খয়রাবাদী, মাওলানা আবুল কালাম আজাদের পিতা মাওলানা খয়রুদ্দীন মক্কী, আল্লামা আবুল হক খয়রাবাদী, আল্লামা সাইয়েদ আবুল হাসান আহমাদ নূরী, আল্লামা নাক্কী আলী খান, আল্লামা আলে রসুল মারহারাবী, আল্লামা আব্দুল আলী রামপুরী, আল্লামা নূর ফিরিংগী, আল্লামা শাহ ফজলে রহমান গঞ্জে মুরাদাবাদী, আল্লামা মোহাম্মাদ হাসান কানপুরী, আল্লামা মোহাম্মাদ হোসাইন এলাহাবাদী, আল্লামা আব্দুল ওহ্হাব লাখনুবী, আল্লামা কাজী শিহাবুদ্দীন বোম্বাই, আল্লামা সাইয়েদ মোহাম্মাদ ইব্রাহীম বাগদাদী-বোম্বাই, আল্লামা গোলাম মোহাম্মাদ হায়দার ইসলামাবাদী। এই মহান ব্যক্তিগণ বক্তৃতা ও লেখনীর মাধ্যমে ওহাবী ইসমাঈল দেহবলীকে কাফের মুর্তাদ প্রমাণ করিয়াছেন। এতদ্ সত্বেও ইমাম আহমাদ রেজা বলিয়াছেন—যে সমস্ত সাবধান ও সতর্ক আলেম তাহাকে

কাফের বলেন নাই, তাহারা ঠিক করিয়াছেন। ইহাই আমার উত্তর। ইহাই ফতওয়া। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া খন্ড ৬ পৃঃ ২৭২) অনুরূপ তিনি 'আল্ কাওকাবাতুশ্ শিহাবীয়া' এর মধ্যে বলিয়াছেন—আমাদের নিকটে সাবধানতা ইহাই যে, উহাকে কাফের বলা হইতে জবানকে বিরত রাখা।

মহান মুজাদ্দিদ ফরজ আদায় করিয়াছেন

যেহেতু ইমাম আহমাদ রেজা একজন মুজাদ্দিদ হিসাবে ইসলামের সাচ্চা খাদেম ছিলেন। তাঁহার উপর ফরজ ছিল ঈমান ও কুফরকে পার্থক্য করিয়া জগৎবাসীকে দেখান। তাই তিনি নিজের দায়িত্ব পালন করতঃ কয়েকজনকে কাফের বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যথা, মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী, মাওলানা কাসেম নানুতুবী, মাওলানা খলীল আহমাদ আম্বেহঠী, মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী।—চোরকে চোর বলা আদৌ অপরাধী নয়, বরং চুরি করাই মহা অপরাধ। ইমাম আহমাদ রেজা কোনো মুসলমানকে কাফের বলেন নাই। উপরের পাঁচ ব্যক্তি তাহাদের কিতাবে কুফরী বাক্যের স্থান দিয়াছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজা প্রথম অবস্থায় সেগুলির দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা সতর্ক না হইয়া এবং ঐ কুফরী বাক্যগুলি হইতে বিরত না হইয়া বরং সেগুলি প্রচারে রত ছিলেন। ইমাম আহমাদ রেজা আবার চিঠি পত্রের মাধ্যমে তাহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাহারা ইহাতেও সাবধান হইয়াছিলেন না, তখন তিনি তাঁহার ফরজ আদায় করতঃ শেষ ফয়সালা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তিনি শেষ বারের

pdf By Syed Mostafa Sakib

মত লিখিয়াছিলেন যে, ইহা আমার শেষ দাওয়াত। ইহার পরেও সামনে আসিলেন না। আলহামদুলিল্লাহ, আমি হিদায়েতের ফরজ আদায় করিলাম। ভবিষ্যতে কাহার চিৎকারে কর্ণপাত করা হইবে না। কাহার মানাইবার দায়িত্ব আমার নয়। উহা আল্লাহ তাআল্লার কুদরাতে। (দাফেউল ফাসাদ, সংগৃহীত ইমাম আহমাদ রেজা নং ৩৫ পৃষ্ঠা)

আফসুস একবার নয়, হাজার হাজার বার। যখন উক্ত উলামাগণ ইমাম আহমাদ রেজার কথায় কর্ণপাত করিলেন না, নিজেদের মতের উপর অটল হইয়া রহিলেন. নিজেদের কিতাব হইতে কুফরী বাক্যগুলি ছাঁটিয়া দেওয়ার পরিবর্তে ছাপাইতে ব্যস্ত রহিলেন, তওবা করিবার পরিবর্তে ব্যাপক প্রচারে অগ্রসর হইলেন, এই প্রকারে ১৫/২০ বৎসর কাটিয়া গেল। তখন তিনি বাধ্য হইয়া মুজাদ্দেদিয়াতের গুরুদায়িত্ব পালন করিতে শরীয়তের সুবিচার অনুযায়ী ইসলামী তলোয়ার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। কাফের বলিয়া ফতওয়া দিলেন। 'আল্ মুতামাদুল মুস্তানাদ' নামে এই মহান ফতওয়া মুদ্রিত হইয়া প্রকাশ হইয়া গেল। অপরাধী-দের ক্যাম্পে আগুন লাগিয়া গেল। ইমাম আহমাদ রেজার বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ হইয়া গেল। মহান মুজাদ্দিদ তাঁহার ফতওয়ার স্বপক্ষে সাক্ষর করাইবার উদ্দেশ্যে মক্কা ও মদীনার উলামায়ে কিরাম-গণকে নির্বাচন করিলেন। পবিত্র মক্কা ও মদীনায় উপস্থিত হইয়া উলামায় কিরামগণের নিকটে অপরাধীদের অপরাধ সম্পর্কে তাহাদের কিতাবগুলি খুলিয়া বিস্তারিত ভাবে দেখাইয়া দিলেন। কুফরী বাক্যগুলি বুঝিবার জন্য এক দুই সপ্তাহ নয়, কুড়ি পঁচিশ দিন নয়। বরং সুদীর্ঘ চার মাস সময় দিয়াছিলেন। পরিশেষে ইসলামের প্রাণ কেন্দ্র মক্কা ও মদীনার মহান মুফতীগণ মুজাদ্দিদে জামান ইমাম আহমাদ রেজার ফতওয়াটি কেবল সঠিক হইয়াছে বলিয়া

স্বাক্ষর করেন নাই। বরং কেহ তাঁহাকে ইমাম, কেহ ইমামদিগের ইমাম, কেহ মুহাক্কিক, কেহ মুজাদ্দিদ, কেহ মুজিজায়ে রসুল ইত্যাদি উপাধীতে ভূষিত করিয়া ফতওয়ার সমর্থনে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই স্বাক্ষরগুলির সমষ্টি 'হুসামুল হারামাইন' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। যাহারা স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাদের নাম ধাম পূর্বে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। অনুরূপ অখণ্ড ভারতের ২৬৮ জন বিজ্ঞ আলেম উহাতে স্বাক্ষর করিয়াছেন। এই স্বাক্ষর-গুলির সমষ্টি 'আস্সাওয়ারিমুল হিন্দীয়া' নামে মুদ্রিত হইয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, উলামায়ে দেওবন্দকে কাফের বলিয়া যাহারা 'হুসামুল হারামাইন' এর মধ্যে স্বাক্ষর করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে দেওবন্দীদের পরম বুজর্গ শায়েখ আব্দুল হক এলাহাবাদী এবং উহাদের পীর হাজী ইমদাদুল্লাহ মহাজিরে মক্কীর খলীফা শায়েখ আহমাদ মক্কী। আরো প্রকাশ থাকে যে, 'হুসামুল হারামাইন' ও 'আস্সারিমুল হিন্দীয়া' এর মধ্যে যে ফতওয়া আরোপ করা হইয়াছে, উহার একটি বিশেষ অংশ হইল—যাহারা ঐ পাঁচজন আলেমকে কাফের বলিতে এবং উহাদের আজাবে সন্দেহ করিবে তাহারাও কাফের হইবে।—আপনি কি বলিতে পারিবেন যে, মক্কা ও মদীনা শরীফের মুফতীগণ এবং অখণ্ড ভারতের ২৬৮ জন আলেম মুসলমানদের কাফের বলিয়াছেন! "ইমাম আহমাদ রেজা সবাইকে কাফের বলিতেন" ইহা কি অপবাদ নয়?

সেই অপরাধগুলি কি?

যে অপরাধে উলামায় ইসলাম দেওবন্দী চার আলেমকে কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছিলেন, সেইগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা হইতেছে। যথা, মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব তাঁহার পুস্তিকা 'হিফজুল ঈমান' এর ৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র সত্তার উপর ইল্‌মে গায়েব এর হুকুম করা যদি জায়েদ এর কথা অনুযায়ী সঠিক হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য বিষয় ইহাই যে, এই গায়েব এর অর্থ আংশিক গায়েব অথবা সমস্ত গায়েব। যদি আংশিক গায়েব অর্থ হয়, তাহা হইলে উহাতে হুজুরের বিশেষত্ব কি রহিয়াছে? এই রকম ইল্‌মে গায়েব জায়েদ, উমার বরং প্রত্যেক শিশু ও পাগল বরং সমস্ত জন্তু জানোয়ারেরও রহিয়াছে।"

মাওলানা কাসেম নানুতুবী তাঁহার কিতাব 'তাহজীরুন্নাস' এর ২৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—

"যদি মানিয়া নেওয়া যায়, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগের পর কোন নবী পয়দা হইবে, তাহা হইলে হুজুরের শেষত্বে কোন পার্থক্য আসিবে না।"

মাওলানা খলীল আহমাদ আম্বেহঠী সাহেব তাঁহার কিতাব 'বারাহীনে কাতিয়ার' এর ৫১ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন এবং উহাতে মাওলানা রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাহেব স্বাক্ষর করিয়াছেন—

"শয়তান ও মালাকুল মওতের এই বিস্তীর্ণতা অকাট্য দলীলে প্রমাণিত হইয়াছে। রসুলুল্লাহর বিস্তীর্ণ ইল্‌মের কোন্ অকাট্য দলীল রহিয়াছে? যাহাতে সমস্ত অকাট্য দলীল প্রত্যাখ্যান করিয়া একটি শির্ক প্রমাণ করিতেছে।"

থানুবী সাহেবের ভাষায় জন্তু জানোয়ারের ইল্‌মের সহিত হুজুর পাকের পবিত্র ইল্‌মের তুলনা করা হইয়াছে। নানুতুবী সাহেবের উক্তিতে রসুলুল্লাহর শেষ নবী হওয়া অস্বীকার করা হইয়াছে। কারণ, তাঁহার পর কোন নবী আসিলে তাঁহার শেষত্বে পার্থক্য আসিবে না বলিয়াছেন। আম্বেহঠী ও গাংগুহী সাহেবের অভিমত অনুযায়ী হুজুরের ইল্‌ম অপেক্ষা শয়তানের ইল্‌ম বেশি বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে। আরো প্রমাণ হইয়াছে, শয়তান অপেক্ষা

হুজুরের ইল্‌ম বেশি বলা শির্ক। এই উক্তিগুলি সবই রসুলুল্লার শানের খেলাফ। যাহার কারণে উলামায় ইসলাম কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। উপরের উক্তিগুলি যদি নির্দোষ হইত, তাহা হইলে মাওলানা আব্দুল হক এলাহাবাদী এবং হাজী ইম্‌দাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর খলীফা শায়েখ আহমাদ মক্‌কী নিশ্চয় স্বাক্ষর করিতেন না।

অপবিত্র আলমুহান্নাদ

উলামায়ে আরব দেওবন্দী চারজন আলেমের কুফরী আক্বীদাহ সম্বন্ধে ভাল করিয়া যাঁচাই করিবার পর ইমাম আহমাদ রেজার ফতওয়ার সমর্থনে স্বাক্ষর করতঃ যখন উহাদের কাফের বলিয়া ফতওয়া প্রদান করিলেন এবং উহা 'হুসামুল হারামাইন' নামে প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন উলামায়ে দেওবন্দ নিজেদের কলঙ্ক মুছিবার জন্য ষড়যন্ত্রমূলক 'আলমুহান্নাদ' রচনা করিয়াছিলেন। এই মিথ্যা ও চক্রান্তে ভরা অপবিত্র 'আলমুহান্নাদ' কিতাবটি মাওলানা খলীল আহমাদ আম্বেহঠী সাহেবের নামে ছাপানো হইয়াছিল। উহাতে প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, উহারা সুন্নী এবং ইমাম আহমাদ রেজা উহাদের কিতাবের ভাষা বিকৃত করতঃ ফতওয়া সংগ্রহ করিয়াছেন—সূর্য্যের কিরণ যথা সময় মেঘভেদ করিয়া প্রকাশ হইয়া থাকে। দেওবন্দীদের 'আলমুহান্নাদ' সাময়িক কালের মত 'হুসামুল হারামাইন'-কে ঢাঁকিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু যথাসময়ে 'হুসামুল হারামাইন' এর সত্যতা সবার নিকটে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। এখন প্রিয় পাঠকের নিকটে 'আলমুহান্নাদ' এর অসারতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিতেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

'আলমুহান্নাদ' কিতাবটি এমনভাবে রচনা করিয়াছেন যে, পাঠক পাঠ করিলে মনে করিবেন, উলামায়ে আরব দেওবন্দীদের আক্বীদাহ সম্পর্কে জানিবার জন্য কতকগুলি প্রশ্ন পাঠাইয়াছিলেন এবং এখান হইতে সেইগুলির উত্তর প্রেরণ করা হইয়াছিল। যাহাতে তাঁহারা দেওবন্দীদের খাঁটি সুন্নী ধারণা করতঃ ইমাম আহমাদ রেজার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া 'হুসামুল হারামাইন' এ নিজেদের স্বাক্ষর ও মোহর প্রদানের কারণে দুঃখিত হইয়াছিলেন!—আসলই 'আলমুহান্নাদ' আবদ্ধ ঘরের কোণায় বসিয়া রচনা করা হইয়াছিল। যদি মানিয়া নেওয়া হয় যে, প্রকৃত উলামায় আরবের প্রশ্নাবলীর উত্তর, তাহা হইলে দিবালোকের ন্যায় প্রমাণ হইয়া যাইবে যে, উলামায় আরবের কাছে নিজেদের আসল রূপ গোপন রাখিয়া সুন্নী সাজিয়াছিলেন। দেখুন ইহার নমুনা ঃ—

(১) হিন্দুস্তানে ওহাবী কাহাদের বলা হয়? এই প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর দিতে গিয়া লিখিয়াছেন—যাহারা সুদকে হারাম বলিয়া থাকে, তাহাদের ওহাবী বলা হয়, চাই উহারা যত বড়ই মুসলমান হউক না কেন। (আলমুহান্নাদ মুতার্জমি পৃঃ ৬ —প্রিয় পাঠক চিন্তা করুন! উলামায় আরবকে কত বড় ধোকা দিয়াছেন। হিন্দুস্তানে কাহারা বলিয়া থাকে যে, যাহারা সুদকে হারাম বলে তাহারা ওহাবী। সমস্ত উলামায় আহলে সুন্নাত সুদকে হারাম বলিয়া থাকেন।

(২) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাক জিয়ারতের নিয়্যাতে সফর করা জায়েজ কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন—খুব সওয়াবের কাজ, উচ্চ মর্য্যাদা হাসেল হইবার কারণ। বরং অয়াজিবের নিকটবর্তী। যদিও উহার জন্য জান, মাল খরচ করিতে হয়। রওজা পাকের জিয়ারতের নিয়্যাতে সফর

করা জায়েজ নয়, ইহা ওহাবীদের ধারণা। (আলমুহান্নাদ পৃঃ ৭) —প্রিয় পাঠক লক্ষ্য করুন। দেওবন্দীরা কেমন খাঁটি সুন্নী সাজিতেছেন। মনে হইতেছে, ওহাবী অন্য কোন সম্প্রদায় হইবে। দেওবন্দীরা আদৌ ওহাবী নয়। অথচ উহাদের পরদাদা মাওলানা ইসমাঈল দেহলবী সাহেব 'তাক্বীয়াতুল ঈমান' এর ৪৪/৪৫ পৃষ্ঠায় ঐ প্রকার সফরকে শির্ক বলিয়াছেন। দেহলবী সাহেব যে সফরকে শির্ক বলিয়াছেন। সেই সফরকে আম্বেহঠী সাহেব অয়াজিব বলিয়া সুন্নী সাজিতেছেন। ইহা কি ধোকা নয়?

(৩) মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাব নজদী মুসলমানদের হত্যা করা এবং উহাদের ধন সম্পদ লুটিয়া নেওয়া হালাল মনে করিত এবং সমস্ত মানুষকে মুশরিক মনে করিত। এ বিষয় তোমাদের ধারণা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন—উহাদের প্রতি আমরা সেই ধারণা পোষণ করিয়া থাকি, যে ধারণা রাখিতেন দুরের মুখতারের লেখক। আল্লামা শামী উহাদের সম্পর্কে লিখিয়াছেন —"আমাদের যুগে আব্দুল ওহ্হাবের অনুসারীরা নজ্দ হইতে প্রকাশ হইয়া মক্কা, মদীনা শরীফের উপর আক্রমণ করিয়াছে। তাহাদের ধারণা ইহাই যে, কেবল তাহারাই মুসলমান। যাহারা উহাদের মানে না, তাহারা মুশরিক! উহারা আহলে সুন্নাতের সাধারণ মানুষ হইতে উলামাগণকে পর্যন্ত কতল করা হালাল জানিত। (আল্মুহান্নাদ পৃঃ ১১/১২)

আম্বেহঠী সাহেব প্রাণ খুলিয়া ওহাবীদের নিন্দা করতঃ খাঁটি আহলে সুন্নাত সাজিতে সামান্য লজ্জাবোধ করিলেন না। অথচ ওহাবীদের প্রতি উহাদের ধারণা খুবই ভাল। যথা, রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাহেব লিখিয়াছেন—

"মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহ্হাবের অনুসারীদের ওহাবী বলা হয়। উহাদের আক্বীদাহ—ধারণা খুবই ভাল ছিল এবং উহারা

pdf By Syed Mostafa Sakib

হাম্বালী মাজহাব অবলম্বী ছিল।" (ফাতাওয়ায় রশীদীয়া ১ম খঃ ৮ পৃঃ) গাংগুহী সাহেব আরো লিখিয়াছেন--মোহাম্মাদ বিন আব্দুল ওহাবকে লোকে ওহাবী বলিয়া থাকে। তিনি খুব ভাল মানুষ ছিলেন। শুনিয়াছি, তিনি হাম্বালী ছিলেন। হাদীসের প্রতি আমল করিতেন এবং শির্ক ও বিদয়াত বন্ধ করিতেন। (রশীদীয়া তৃতীয় খঃ ৭৯ পৃষ্ঠা) প্রিয় পাঠক চিন্তা করুন! আম্বেহঠী সাহেব সুন্নী সাজিবার জন্য ওহাবীদের কেমন বদ্‌নাম করিলেন। আর গাংগুহী সাহেব হিন্দুস্তানে ওহাবী বানাইবার জন্য কেমন সুনাম করিতেছেন।

(৪) তোমাদের কি এই ধারণা রহিয়াছে যে, তোমাদের উপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ফজীলাত ঐরূপ, ছোট ভাইয়ের উপর বড় ভাইয়ের ফজীলাত যেরূপ!' এই ধরণের কথা কি কেহ কিতাবে লিখিয়াছেন? এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন—

"আমাদের এবং আমাদের বুজর্গদের মধ্যে কাহার এই প্রকার ধারণা নেই আমাদের ধারণা যে, কোন দুর্বল ঈমানের মানুষ এই ধরণের ভ্রান্ত কথা মুখে প্রকাশ করিতে পারে না। যে এই ধরণের কথা বলে যে, ছোট ভায়ের উপর বড় ভায়ের যে ফজীলাত, আমাদের উপর রসুলুল্লার সেই ফজীলাত। এই প্রকার ব্যক্তির প্রতি আমাদের ধারণা যে, সে ইসলাম হইতে খারিজ।" (মুহান্নাদ ১৪ পৃঃ) এখানে কত সুন্দর ধারণা প্রকাশ করিয়া সুন্নী হইলেন। অথচ উহাদের নেতা ইসমাঈল দেহলবী সাহেব লিখিয়াছেন—

"মানুষ পরস্পর সবাই ভাই। যিনি বড় বুজর্গ হবেন তিনি বড় ভাই। অতএব, উহাকে বড় ভাইয়ের মত সম্মান কর।" (তাকবীয়াতুল ঈমান পৃঃ ৬৮) স্বয়ং খলীল আহমাদ আম্বেহঠী সাহেব লিখিয়াছেন—

"যদি কেহ আদম সন্তান হইবার কারণে হুজুরকে ভাই বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সে কি দলীলের বিপরীত বলিয়াছে?" (বারাহীনে কাতিয়া পৃঃ ৩) যে ধারণা আম্বেহঠী সাহেব কুফরী বলিয়া সুন্নী সাজিলেন। অথচ ইহার বহু পূর্বে নিজ কিতাবে এ ধারণা লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহা কি ধোকা নয়?

(৫) তোমরা কি এই ধারণা রাখ যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালামের কেবল শরীয়তের আহকামের ইল্‌ম দিয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন—

"আমরা জবানে বলিয়া থাকি এবং অন্তরে বিশ্বাস করিয়া থাকি যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সমস্ত মখলুকাত অপেক্ষা বেশি ইল্‌ম প্রদান করা হইয়াছে। নিশ্চয় তাঁহাকে পূর্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তীগণের ইল্‌ম প্রদান করা হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা তাঁহাকে যে ইল্‌ম দান করিয়াছেন, মখলুকাতের কেহ তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারে না। না কোন নিকটস্থ ফিরিশ্‌তা, না কোন নবী ও রসুল।" (আলমুহান্নাদ ১৫ পৃঃ)।

কত সুন্দর কথা প্রকাশ করিয়া সাচ্চা মুসলমান হইয়া গেলেন। অথচ রসুলে পাক সম্পর্কে কত অপবিত্র ধারণা লুকাইয়া লিখিয়াছেন। যথা, ইসমাঈল দেহলবী সাহেব লিখিয়াছেন—

"আল্লাহ তাআলা তাঁহার বান্দাদের সহিত যাহা করিবেন, চাই দুনিয়াতে, চাই কবরে, চাই আখেরাতে। সুতরাং উহার হাক্বীকাত কাহার জানা নাই। না কোন নবী জানেন, না কোন ওলী জানেন। না নিজের অবস্থা জানেন, না অপরের অবস্থা জানেন।" (তাকবীয়াতুল ঈমান ৩১ পৃঃ) স্বয়ং আম্বেহঠী সাহেব লিখিয়াছেন—

pdf By Syed Mostafa Sakib

"হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম দেওয়ালের পশ্চাতে খবর রাখিতেন না।" (বারাহীনে কাতিয়া পৃঃ ৪৬)—উলামায় আরবের নিকট মনে কি রাখিয়া, মুখে কি প্রকাশ করিয়াছে দেখুন!

(৬) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্‌ম অপেক্ষা শয়তানের ইল্‌ম কি বেশি? তোমাদের কোন কিতাবে কি এই ধরণের কথা লেখা রহিয়াছে? যদি কেহ এই ধরণের কথা বলে, তাহার প্রতি তোমাদের ধারণা কি হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে জনাব আম্বেহঠী সাহেব লিখিয়াছেন—

"আমাদের ধারণা ইহাই যে, যে ব্যক্তি বলিবে—হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অপেক্ষা অমুকের ইল্‌ম বেশি, সে কাফের। আমাদের বুজুর্গেরা সেই ব্যক্তিকে কাফের বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন যে বলে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অপেক্ষা শয়তানের ইল্‌ম বেশী।" (আল্ মুহান্নাদ পৃঃ ১৫/১৬)—এখন আম্বেহঠী সাহেবকে সুন্নী বলিতে কে সন্দেহ করিবে। অথচ আম্বেহঠী সাহেব নিজেই লিখিয়া রাখিয়াছেন—

"শয়তান ও মালাকুল মওতের বিস্তীর্ণ ইল্‌ম অকাট্য দলীল প্রমাণিত হইয়াছে। হুজুরের বিস্তীর্ণ ইল্‌মের অকাট্য দলীল কোথায়? যাহাতে সমস্ত অকাট্য দলীলকে প্রত্যাখ্যান করিয়া এক শির্ক প্রমাণ করিতেছে।" (বারহীনে কাতিয়া পৃঃ ৪৭)।

সুবহানাল্লাহ! আরবের আলেমদের নিকটে যে ধারণাকে কুফরী বলিয়া ফতওয়া দিয়া খাঁটী সুন্নী মুসলমান সাজিতে লজ্জাবোধ করিলেন না। অথচ নিজের কিতাবে সেই ধারণাকে শির্ক লিখিয়া রাখিয়াছেন। এইবার বলুন! আম্বেহঠীর ফতওয়ায় কি আম্বেহঠী কাফের হইলেন না?

(৭) আশরাফ আলী থানুবী কি তাহার পুস্তিকা 'হিফজুল ঈমান' এর মধ্যে লিখিয়াছেন—? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইল্‌ম জায়েদ, বাকার ও জন্তু জানুয়ারের ইল্মের সমান। এই প্রকার ধারণা রাখিবে তাহার প্রতি তোমাদের ধারণা কি? এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন—

"আমাদের পূর্ণ ধারণা,—যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের ইল্‌মকে জায়েদ, বাকার, পাগল ও জানোয়ারের ইল্মের সমতুল্য ধারণা করিবে অথবা বলিবে, সে নিশ্চয় কাফের। থানুবী সাহেব নিজেই 'বাস্তুল বানান' এর মধ্যে বলিয়াছেন—"যে ব্যক্তি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্‌মকে কোন মখলুকের সমান বলিবে, সে ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে।" (আল্ মুহান্নাদ ১৫ পৃঃ)—উলামায় আরবের সামনে যে ধারণাকে কুফরী বলিয়া প্রকাশ করিলেন জনাব আম্বেহঠী সাহেব, সেই ধারণা লিখিয়া রাখিয়াছেন থানুবী সাহেব। আশরাফ আলী থানুবী সাহেব লিখিয়াছেন—

"হুজুরের পবিত্র সত্বার উপর ইল্মে গায়েব এর হুকুম করা যদি জায়েদ এর কথা মত সঠিক হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য বিষয় ইহাই যে, উহার অর্থ আংশিক গায়েব, যা সমস্ত গায়েব। যদি আংশিক গায়েব অর্থ হয়, তাহা হইলে উহাতে হুজুরের বিশেষত্ব কি রহিয়াছে? এই পরিমাণ ইল্ম জায়েদ, উমার বরং প্রত্যেক শিশু ও পাগল বরং সমস্ত জন্তু জানোয়ারের জন্য হাসেল রহিয়াছে।" (হিফজুল ঈমান পৃঃ ১৫)—থানুবী সাহেব নিজেই 'বাস্তুল বানান, এর মধ্যে বলিয়াছেন—যে এই প্রকার ধারণা রাখিবে সে ইসলাম হইতে খারিজ হইয়া যাইবে। আর আম্বেহঠী সাহেব তো সাধুর সাধু সাজিয়া কুফরের ফতওয়া দিয়াছেন। প্রিয় পাঠক নিরপেক্ষ হইয়া বলুন! ইমাম আহমাদ রেজা তথা উলামায় ইসলাম

pdf By Syed Mostafa Sakib

থানুবী, আম্মেহঠীকে কাফের বলিয়াছেন, যা উহারা নিজেদে উক্তি অনুযায়ী কাফের হইয়াছেন।

(৮) তোমাদের কোন বুজর্গ কি বলিয়াছে যে, হুজু সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পর নবী আসা সম্ভব? যা কেহ এই প্রকার বলে, তাহা হইলে তোমাদের ধারণা কি হইবে এই প্রশ্নের উত্তরে লিখিয়াছেন—

"হুজুরের পরে কোন নবী আসিবে না। যাহা আল্লাহ তাআল ঘোষণা করিয়াছেন, কিন্তু মোহাম্মাদ আল্লাহর রসুল এব নবীদিগের সমাপ্তকারী। বহু হাদীস থেকে ইহার প্রমাণ রহিয়াছে এবং ইহাতে সমস্ত উম্মাৎ একমত। উহার বিপরীত কে বলিবে যে উহা অস্বীকার করিবে সে আমাদের নিকটে কাফের। কারণ সে অকাট্য দলীলকে অস্বীকার করিল।" (আল্মুহান্নাদ ১ পৃঃ)—এখানে কোরআন, হাদীস দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলেন যে হুজুরের পর কোন নবীর আগমন জায়েজ বলিলে কাফের হইবে অথচ দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা কাসেম নানুতুব সাহেব লিখিয়াছেন—

"সাধারণ মানুষের ধারণায় রসুলুল্লাহর খাতিম (সমাপ্তকারী) হইবার অর্থ ইহাই যে, তাঁহার যুগ পূর্ব্ববর্ত্তী নবীগণের যুগের প এবং তিনি সবার শেষ নবী। কিন্তু জ্ঞানীদের নিকট প্রকাশ যে যুগের দিক দিয়া আগে এবং পরে হওয়াতে আসলই কোন বিশেষ নাই। তারপর প্রসংশার স্থলে—"কিন্তু আল্লাহর রসুল এব নবীগণের সমাপ্তকারী" ঘোষণা করা, কেমন করিয়া সঠিক হইতে পারে।" (তাহজীরুন্নাস পৃঃ ৩)

সমস্ত উম্মাৎ 'খাতিমুন্নাবীইন' এর যে অর্থ এ পর্যন্ত গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন, নানুতুবী সাহেব তাহা সাধারণ মানুষের

ধারণা বলিয়া দিলেন এবং যুগের দিক দিয়া সমস্ত নবীগণের শেষে হুজুরের আগমনের মধ্যে কোন বিশেষত্ব নাই, বলিয়াছিলেন। নানুতুবী সাহেব আরো লিখিয়াছেন—

"যদি মানিয়া নেওয়া হয় যে, হুজুরের পর কোন নবী হইবে, তাহা হইলে তাঁহার শেষত্বে কোন পার্থক্য ঘটিবে না।" (তাহজীরুন্নাস পৃঃ ২৮)

(৯) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মীলাদ শরীফ পাঠ করা কি নাজায়েজ, বিদআদ—হারাম? ইহার উত্তরে লিখিয়াছেন—

"অসম্ভব, আমরা কেন! কোন মুসলমান কি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মীলাদ শরীফ বরং তাঁহার জুতার ধুলা এবং তাঁহার গাধার পেশাবের বিবরণকে বিদ্আতে সাইয়েয়া অথবা হারাম বলিতে পারে! ঐ সমস্ত জিনিষ খুবই ভাল এবং উচ্চ পর্য্যায়ের মুস্তাহাব।" (আল্মুহান্নাদ পৃঃ ১৮/১৯)—এখানে বিদআত, হারাম বলা তো দূরের কথা, উচ্চ পর্য্যায়ের মুস্তাহাব বলিয়া মীলাদ শরীফকে জায়েজ করিয়া দিলেন। কে উহাদের ওহাবী বলিয়া আখেরাত বর্বাদ করিবে! দেখুন, জনাব গাংগুহী সাহেব মীলাদ শরীফ সম্পর্কে কি লিখিয়া রাখিয়াছেন—

"মীলাদের মজলিস কায়েম করা সর্ব অবস্থায় নাজায়েজ।" (ফাতাওয়ায় রশিদীয়া পৃঃ ১০০)—মোট কথা, নিজেদের সমস্ত বদ্ আক্বীদাহ গোপন রাখিয়া সুন্নী সাজিতে চাহিয়াছেন।

(১০) নিজেদের তৈরী করা প্রশ্নের উত্তর নিজেরাই লিখিয়া, নিজেদের ঘরের আলেমদের দ্বারায় সাক্ষর করাইয়া, মক্কা ও মদীনা শরীফের উলামাদিগের সাক্ষর নেওয়ার চেষ্টা করা হইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য একটি ছিল যে, প্রচার করা যাইবে—'হুসামুল হারামাইন' এর মধ্যে যে সমস্ত মক্কী ও মাদানী আলেম উহাদের কাফের বলিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাক্ষর করিয়াছেন, তাহারা পুনরায় উহাদের মুসলমান বলিয়া স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। কিন্তু আল্লাহ পাক উলামায় রব্বানী-দিগকে ধোকাবাজদের ধোকা হইতে বাঁচাইয়া লইয়াছেন। সম্ভব হয় নাই তাঁহাদের সাক্ষর সংগ্রহ করা। গাদ্দারের দলেরা যেভাবে নিজেদের সুন্নী বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাতে উলামায় আরবের ধোকায় পড়িয়া যাওয়া আদৌ অসম্ভব ছিল না। সমস্ত প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ তাআলার, যিনি তাহার মাহবুব উলামা-গণকে ধোকা হইতে খুব বাঁচাইয়াছেন।

কাহারো স্বাক্ষর নকল করিবার সাধারণ নিয়ম হইল যে, স্বাক্ষর-কারীর অভিমত অবিকল নকল করিবার পর স্বাক্ষর নকল করিয়া দেওয়া। 'আলমুহান্নাদে' ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত করা হইয়াছে। যথা, শিরোনামে লিখিয়াছেন—"ইহা মক্কা মুকার্রমার আলেমদের স্বাক্ষরের সারাংশ।" এখন প্রশ্ন হইল, অবিকল নকল না করিয়া সারাংশ নকল করা হইল কেন? নিশ্চয় তাহাদের অভিমত দেওবন্দী-দের সপক্ষে ছিল না। তাই কাট ছাঁট করিয়া কেবল সেই অংশটুকু দেখানো হইয়াছে, যেটুকু তাহাদের স্বপক্ষে ছিল।

"মক্কার আলেমগণের স্বাক্ষর" বলিয়া কেবল একজন আলেম মাওলানা সাঈদ বাবুসাইল সাহেবের স্বাক্ষর নকল করিয়াছেন। আবার মাওলানার অভিমত কাট ছাঁট করিয়া যতটুকু নকল করিয়াছেন, তাহার মধ্যে কোন জায়গায় লেখা নাই যে, দেওবন্দী আলেমদের কাফের বলিয়া ভুল করিয়াছি অথবা 'হুসামুল হারামাইন' এর মধ্যে আমাদের স্বাক্ষর ভুল বশতঃ হইয়া গিয়াছে ইত্যাদি। 'আল্‌মুহান্নাদ' রচনা করায় মূলতঃ উহাদের কোন উপকার হয় নাই। বরং সুন্নী সাজিতে গিয়া যে মিথ্যা বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে আহলে সুন্নাতের উপকার হইয়াছে। দ্বিতীয় পর্যায় স্বাক্ষরকারী হিসাবে মাওলানা

আহমাদ রশীদ খান নওয়াব ও মাওলানা মুহিব্বুদ্দীন এবং মাওলানা সিদ্দিক আফগানীর নাম দিয়াছেন। ইহারা কেহ মক্কী নন বলিয়া প্রমাণ হইতেছে নাম, ধাম হইতে। এই সমস্ত অনারবী আলেমদের আরবী বলিয়া দেখানো ধোকাবাজী ছাড়া কি বলা যাইবে! ইহার পর মালিকী মাজহাবের মুফতী শায়েখ মোহাম্মাদ আবিদ এবং তাঁহার ভাই শায়েখ আলী বিন হুসাইন সাহেবের নামে যে স্বাক্ষর ও অভিমত নকল করিয়া দিয়াছেন, তাহা জাল ও মিথ্যা। যথা, আম্বেহঠী সাহেব নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—মালিকী মুফতী এবং উহার ভাই স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। বিরুদ্ধচারণকারীদের প্রচেষ্টায় উহারা নিজ নিজ স্বাক্ষর ফেরৎ লইয়াছেন। ঘটনাক্রমে আমাদের কাছে উহার নকল ছিল। তাই পাঠকের অবগতির জন্য নকল করিয়া দিলাম।" (আলমুহান্নাদ ৩২ পৃঃ)—আম্বেহঠী সাহেবের কথা অনুযায়ী বুঝা যাইতেছে যে, উহাদের কাছে আসলেই নকল নাই। যদি মানিয়া নেওয়া হয় যে, উহাদের নিকট নকল রহিয়াছে, তাহাতে ওহাবীদের উপকার কি হইতে পারে? মুফতী-দ্বয়ের আসল স্বাক্ষর ফেরৎ লইবার পর নকল স্বাক্ষর প্রচার করা কি নির্লজ্জের পরিচয় নয়?—এ পর্যন্ত মক্কার আলেমদের স্বাক্ষর শেষ। যাহাতে জানা গেল, হিন্দুস্তানী ও আফগানী আলেমকে মক্কার আলেম বলিয়া দেখানো হইয়াছে। আবার জাল স্বাক্ষরও দেখানো হইয়াছে। যাহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, উলামায় মক্কা উহাদের কুফরের ফতওয়া হইতে শেষ পর্যন্ত একচুল নড়েন নাই।

'উলামায়ে মদীনার স্বাক্ষর' শিরোনাম দিয়া আম্বেহঠী সাহেব সাইয়েদ শাহ আহমাদ বরজাঞ্জীর স্বাক্ষর নকল করিতে গিয়া বিরাট মক্‌করী করিয়াছেন—যথা, 'আল্‌মুহান্নাদ' এর উপর শায়েখ আহমাদ বরজাঞ্জী যে পুস্তিকাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নকল করেন নাই। বরং নিজেদের সুবিধা মত প্রথমাংশ, শেষাংশ ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

মধ্যাংশ হইতে নকল করিয়া দিয়াছেন। উপরন্তু উক্ত পুস্তিকায় যে সমস্ত উলামাদের স্বাক্ষর ছিল, সেই স্বাক্ষরগুলি 'আল্‌মুহান্নাদ' এর উপর নকল করিয়া দিয়াছেন। যাহাতে সবাই ধারণা করে যে, মদীনার বহু আলেম দেওবন্দীদের সমর্থনে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

আল্‌মুহান্নাদ' কিতাবে যে সমস্ত আলেমদের অভিমত উদ্ধৃত করিয়া জগতের চোখে ধুলা দিতে চাহিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে কোন একজন বলেন নাই যে, তাহজীরুন্নাস, বারাহীনে কাতিয়া, হিফজুল ঈমান প্রভৃতি কিতাবের লেখকগণ মুসলমান। কেহ একথাও বলেন নাই যে, উক্ত কিতাবগুলির যে যে অংশের উপর অভিযোগ আনিয়া 'হুসামুল হারামাইন'-এর মধ্যে লেখকদের কাফের বলা হইয়াছে, সেই অভিযোগগুলি ভিত্তিহীন। বরং অনেকেই এমন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যাহাতে আহলে সুন্নাতের মসলা মজবুত হইয়াছে এবং ওহাবী দেওবন্দীদের নাক কাটিয়া গিয়াছে। এক কথায় 'আল্‌মুহান্নাদ' লিখিবার সাথে সাথেই দেওবন্দীদের কবর রচনা হইয়া গিয়াছে।

এক ঐতিহাসিক মুকাদ্দামা

আল্লামা হাশমত আলী লাখনুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি উত্তর প্রদেশের ফয়জাবাদ জেলায় ভাদরসা ও উহার পার্শ্ববর্তী এলাকায় ১৯৪৬ সালের ২২ মে হইতে ৬ই জুন পর্যন্ত অবিরাম বক্তৃতা প্রদান করেন। তিনি তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে সুন্নীদের হিদায়েত ও উপদেশ দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'হুসামুল হারামাইন' ও 'আস্‌সাওয়ারেমুল হিন্দীয়া' কিতাবদ্বয় খুলিয়া শুনাইতে থাকেন। অনুরূপ ওহাবীদের কুফরী আকীদাহ সম্বন্ধে জ্ঞাত করিবার উদ্দেশ্যে তাহজীরুন্নাস, বারাহীনে কাতিয়া ও হিফজুল ঈমান

ইত্যাদি কিতাবগুলি খুলিয়া দেখাইতে থাকেন। ফলে যে সমস্ত ওহাবী দেওবন্দী নিজেদের নেতাদের কুফরী আকীদাহ সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না, এই প্রকার বহু মানুষ তওবা করতঃ সুন্নী হইয়া যায়। ইহা দেখিয়া কপট্ ওহাবী-দেওবন্দীরা তাহাদের আলেমদের সহিত পরামর্শ করিয়া আল্লামা লাখনুবীর বিরুদ্ধে ফয়জাবাদের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মহাবীর প্রসাদ আগরওয়ালের এজলাসে মুকাদ্দামা দায়ের করিয়াছেন।

মুকাদ্দামার অভিযোগ ছিল নিম্নরূপ

প্রতিবাদী (মাওলানা হাশমত আলী) ১৯৪৬ সালের ৮ই জুন রাত ৯ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্যন্ত বক্তৃতার মাধ্যমে আমাদের ধর্মীয় মতবাদ সম্বন্ধে অযথা সমালোচনা করেন এবং সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে সাধারণের সামনে মৌলবী আশরাফ আলী, মৌলবী কাসেম নানুতবী, মৌলবী খলীল আহমাদ আম্বেহঠী, মৌলবী রশীদ আহমাদ গাংগুহী এবং মৌলবী আব্দুশ্ শুকুর কাকুরুবী-কে কাফের, মুর্তাদ ও বেদ্বীন বলিয়াছেন। প্রতিবাদীর উক্ত বক্তৃতায় বাদী এবং উহাদের উলামাগণের চরম অপমান করা হইয়াছে। প্রতিবাদী অত্যন্ত ফাসাদী মানুষ। ভারতীয় ফৌজদারী দণ্ডবিধির ২৯৮, ৫০০, ১৫৩ ধারা অনুযায়ী তিনি অপরাধী। অতএব, অপরাধ সম্পর্কে তদন্ত করা হউক।

আবেদন কারীগণ ঃ—

আব্দুল হামিদ খান, সিরাজুল হক খান, হাবীবুল্লাহ খান ঃ সর্বসাকিন—কসবা ভাদরসা জেলা—ফয়জাবাদ। তাং—১২ই জুন, ১৯৪৬ সাল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আবেদন অনুযায়ী আল্লামা লাখনুবী যখন কোর্টে উপস্থিত হইলেন; তখন ম্যাজিস্ট্রেট জবাব তলব করিলেন। আল্লামা লাখনুবী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে তাহজীরুন্নাস, বারাহীনে কাতিয়া, হিফজুল ঈমান প্রভৃতি কিতাব খুলিয়া উহাদের কুফরী আক্বীদাহগুলি দেখাইয়া দিলেন এবং সেই সঙ্গে তাহাকে পরিষ্কার ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে, আহলে সুন্নাতের ইমাম শাহ আহমাদ রেজা খান রহমাতুল্লাহি মৌলবী আশরাফ আলী থানুবী, মৌলবী কাসেম নানুতুবী, মৌলবী রশীদ আহমাদ গাংগুহী ও মৌলবী খলীল আহমাদ আম্বেহঠীকে উহাদের কুফরী আক্বীদা থাকিবার কারণে ইসলামী কানুন মুতাবিক কাফের বলিয়াছেন। যাহা 'হুসামুল হারামাইন' নামে ছাপিয়া সারা ভারতে প্রচার হইয়া গিয়াছে। উক্ত ফাতাওয়ার স্বপক্ষে অখণ্ড ভারতের ২৬৮ জন আলেম স্বাক্ষর করিয়াছেন। 'হুসামুল হারামাইন' এর মধ্যে যে ফতওয়া লেখা হইয়াছে, উহার একাংশ ইহাই যে, উক্ত মৌলবীগণের কুফরী আক্বীদাহগুলি জ্ঞাত হইবার পর যে ব্যক্তি উহাদের কাফের বলিতে ও উহাদের আজাবে সন্দেহ করিবে সেও ইসলামী কানুন অনুযায়ী কাফের হইবে। এই কারণে উলামায় ইসলাম শরীয়তের বিধান অনুযায়ী 'নজম' পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী আব্দুশ্ শুকুর কাকুরুবীকে কাফের, মুর্তাদ, বেদ্বীন বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। কারণ, তিনি তাঁহার কিতাব 'নুসরতে আসমানী' এর ১৫, ২৪, ৪৭, ৪৮ পৃষ্ঠায় মৌলবী থানুবী ও আম্বেহঠীর কুফরী বাক্যের পক্ষ নিয়াছেন।

ইহার পর আল্লামা লাখনুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি নিজ বিবরণের স্বপক্ষে ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে 'হুসামুল হারামাইন' এবং 'আস্ সাওয়ারেমুল হিন্দীয়া' ইত্যাদি খুলিয়া এবং 'হিফজুল ঈমান' এর আট পৃষ্ঠা, 'বারাহীনে কাতিয়া' এর একান্ন পৃষ্ঠা,

প্রভৃতি কিতাবের বাক্যগুলি খুব সহজ ভাবে এমনই বুঝাইয়া দিলেন যে, অমুসলিম ম্যাজিস্ট্রেট পূর্ণভাবে বুঝতে পারিলেন যে, মৌলবী থানুবী, মৌলবী গাংগুহী প্রভৃতি আলেমগণ পয়গম্বরে ইসলাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্বন্ধে নিশ্চয় বিয়াদবী করিয়াছেন। ইহারা 'হুসামুল হারামাইন' এর ফতওয়া অনুযায়ী নিশ্চয় কাফের, মুর্তাদ হইয়া গিয়াছেন।

ওহাবীদের পক্ষ হইতে জজ্কে বুঝাইবার জন্য এজলাসে উপস্থিত হইয়াছিলেন মাওলানা আবুল ওফা শাজাহানপুরী। এই সুদক্ষ এক্সপার্ট আবুল ওফা সাহেব থানুবী, নানুতুবী প্রভৃতিগণকে মুসলমান প্রমাণ করিবার জন্য 'আল্ মুহান্নাদ' হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত প্রকার হাতিয়ার প্রয়োগ করিয়াছিলেন। জজের এজলাসে আল্লামা লাখনুবীর সহিত তাঁহার সুদীর্ঘ মুনাজারাহ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আবুল ওফা সাহেব থানুবী, নানুতুবী প্রমুখ আলেমগণকে মুসলমান প্রমাণ করিতে অক্ষম হন।

ম্যাজিস্ট্রেটের রায়

প্রতিবাদী বলিতেছেন যে, ১৯৪৬ সালে ৮ই জুন ভাদরসায় কোন বক্তৃতা করেন নাই। বাদীপক্ষ সপথ করিয়া যাহা বলিয়াছেন, সেইরূপ কোন ভাষা তিনি কখনও প্রয়োগ করেন নাই কিংবা করিতেও পারেন না। তিনি অকাট্যভাবে বলিতেছেন যে, তিনি ৭ই জুনের পূর্বে কিছু বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যাহাতে তিনি বিভিন্ন কিতাব হইতে কিছু বাক্য পড়িয়াছিলেন। ঐ কিতাবগুলিতে ইসলামী ফতওয়া অনুযায়ী কাফের, মুর্তাদ ও দেও এর বান্দা বলা হইয়াছে। এখন আমি দেখিব—বক্তৃতার মধ্যে কি বলা হইয়াছে। আবেদনকারীরা লিখিতভাবে প্রতিবাদীর বক্তৃতা সম্বন্ধে

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিছু পেশ করেন নাই। তিনজন বাদী ও দুইজন সাক্ষীর বর্ণনায় কেবলমাত্র রহিয়াছে যে, প্রতিবাদী উপরের শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন। (অর্থাৎ উহাদের কাফের বলিয়াছেন) প্রতিবাদীও স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি উক্ত মৌলবীদের সম্পর্কে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন কিন্তু ভাষা ছিল অন্যরূপ।—প্রথম সাক্ষী বলিতেছেন যে, প্রতিবাদীর বক্তৃতাকে কেহই লিপিবদ্ধ করেন নাই। এমন কি ঐ সাক্ষী নিজেও লেখেন নাই। প্রতিবাদী যে ভাষাগুলি প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার মৌখিক স্মরণ রহিয়াছে মাত্র এবং বক্তৃতার ভাব সামান্য কিছু মনে রহিয়াছে। প্রথম সাক্ষীর বর্ণনা অনুযায়ী প্রতিবাদী বক্তৃতার সময় হাতে পুস্তক লইতেছিলেন। ইহা প্রতিবাদীর বিবরণের সমর্থক। প্রতিবাদী স্বীকার করিয়াছেন যে, তিনি ঐ সমস্ত মৌলবীদের সম্পর্কে ঐ শব্দগুলি ব্যবহার করিয়াছেন কিন্তু ভাষা ছিল অন্যরূপ এবং তিনি ঐ শব্দগুলি কয়েকখানী কিতাবের সাহায্যে বলিয়াছেন। আমার ধারণা অনুযায়ী প্রতিবাদীর সমূহ কার্য্যাদি সঠিক ছিল। যাহাতে জনগণ মাজহাবী কথাগুলি জ্ঞাত হইতে পারেন, এই পবিত্র উদ্দেশ্যে কিতাবগুলি পাঠ করিয়াছিলেন। এই জন্য প্রতিবাদীর কার্য্য ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ৫০০ নম্বর ধারার অন্তরভূক্ত হইতে পারে না। প্রতিবাদীর বক্তৃতার দ্বারা জনগণের মধ্যে উস্কানীমূলক ঝগড়ার সম্ভবনা ছিল বলিয়া কয়েকজন সাক্ষী বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু প্রতিবাদীর বক্তৃতা শুনিয়া বহু সংখ্যক মানুষ সুন্নী হইয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, তাঁহার বক্তৃতা খুবই হৃদয়গ্রাহী ছিল।

এই মুকাদ্দামায় একজন অভিজ্ঞ মাওলানা আবুল ওফাকে পেশ করা হইয়াছিল। প্রতিবাদী ধর্ম্মীয় বিষয় নিজেই তাঁহাকে সুদীর্ঘ জেরা করিলেন। মাওলানা আবুল ওফার সাক্ষ্যকে মুকাদ্দামার সাক্ষ্য না বলিয়া ধর্ম্মীয় বিতর্ক বলা অধিকতর সঙ্গত।

উপরের আলোচনা হইতে আমার এই ধারণা যে, ১৯৪৬ সালে ৮ই জুন কোন ঘটনাই ঘটেনি। যাহা বলা হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ যোগসাজশপূর্ণ। প্রতিবাদীর পূর্বের বক্তৃতার দ্বারায় ফরিয়াদীদের মনে আঘাত লাগিয়াছিল। আক্বায়েদের উপর প্রতিবাদী প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন বলিয়াই ফরিয়াদী পক্ষ অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করিয়া তাঁহার বক্তৃতার কিছু অংশ লইয়া মিথ্যা মুকাদ্দামা দায়ের করিয়াছেন। আমার মনে হয়, প্রতিবাদীকে তাঁহার নিজের জামায়াতে বদনাম করিবার জন্যই এই মুকাদ্দামা দায়ের করা হইয়াছে। কারণ, তিনি একজন মাজহাবী মুবাল্লিগ। মুকাদ্দামা চলাকালীন দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার বহু মুরীদ রহিয়াছে। আমি প্রতিবাদীকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৫০০, ১৫৩, ২৯৮ ধারা হইতে যে অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে মুকাদ্দামা চালান হইয়াছিল, নির্দোষ প্রমাণ করিতেছি এবং তাঁহাকে ২৫৮নং ফৌজদারী ধারা হইতে মুক্তি প্রদান করিতেছি।

স্বাক্ষর
মহাবীর প্রসাদ আগরওয়াল
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট, ফয়জাবাদ
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৮ সাল।

১৯৪৮ সালে ২৫শে সেপ্টেম্বর ম্যাজিষ্ট্রেট মহাবীর প্রসাদ আগরওয়ালের রায়ে ওহাবী দেওবন্দী জগতে আলোড়ন হইয়া গেল। দেওবন্দীদের ঘরে ঘরে শোকের ছায়া নামিয়া আসিল। উহাদের সমস্ত চক্রান্ত নস্যাৎ হইয়া গেল। এই রসুল দুশমনদের গলায় পরাজয়, অসম্মান ও অভিসম্পাতের মালা পড়িয়া গেল। জনসাধারণের নিকট 'হুসামুল হারামাইন' এর সত্যতা প্রকাশ হইয়া পড়িল। ওহাবীরা পুনরায় পরিকল্পনা আঁকিলেন যে, এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঐতিহাসিক রায়ের বিরুদ্ধে পুনরায় আপিল করিতে হইবে। কারণ, আল্লামা লাখনুবী কায়েদখানায় আবদ্ধ হইবার পরিবর্তে মহাসম্মানে ভুষিত হইয়াছেন এবং 'হুসামুল হারামাইন' এর ডংকা বাজিতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। তাই রায় পরিবর্ত্তন করা জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। এই মর্মে ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে সেসন জজ ইয়াকুব আলীর এজলাসে আপিল দায়ের করিলেন।

সেসন জজের রায়

প্রতিবাদী বর্ণনা করিতেছেন যে, ১৯৪৭ সালের ৭ই জুনের পূর্বে ভাদরসায় তিনি কয়েকটি বক্তৃতা করিয়াছেন। ঐ বক্তৃতায় তিনি কয়েকখানা কিতাব হইতে কিছু কিছু বাক্য পেশ করিয়াছেন। যাহাতে ফরিয়াদীদের কয়েকজন আলেমকে ফতওয়ার মাধ্যমে কাফের, মুতাদ ও বেদ্বীন প্রমাণ করান হইয়াছে।

১৯৪৬ সালের ৭ই জুনের পূর্বের বক্তৃতা সকল, যাহা প্রতিবাদী ভাদরসায় করিয়াছিলেন, উহার বিষয়বস্তুগুলি তিনি স্বয়ং কোর্টে পেশ করিয়াছেন। যাহাকে E.X.D. 7 দ্বারা চিহ্নিত করা হইয়াছে। উভয় পক্ষ হইতে প্রমাণ পাইবার পর মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রথমতঃ রায় প্রদান করিয়াছেন যে, বাদীগণ যাহার সম্বন্ধে অভিযোগ করিতেছেন, উহা সাজশী ঘটনা ছাড়া অন্য কিছুই নয়। ম্যাজিষ্ট্রেট দ্বিতীয় রায় প্রদান করিয়াছেন যে, উক্ত ভাষা সমূহ প্রতিবাদী তাঁহার পূর্বের বক্তৃতাগুলিতে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যাহাতে তাহাদের সম্মানে আঘাৎ লাগিয়াছিল। তাই তাহারা সেই ভাষাসমূহের ব্যাপারে সম্যক অবগত না হইয়াই মিথ্যা মুকাদ্দামা দায়ের করিয়াছিলেন। যাহার উপর বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মুকাদ্দামা খারিজ করিয়া দিয়াছিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অভিযোগ ছিল যে,

প্রতিবাদী যেহেতু ধর্মীয় প্রচারক হইতেছেন এবং তাঁহার বহুল পরিমাণে ভক্ত ও মুরীদ থাকিবার কারণে জনগণের মধ্যে তাঁহার সম্মানহানী করিবার জন্যই এই মুকাদ্দমা দায়ের করা হইয়াছে। প্রতিবাদীকে এই জন্যই মুক্তি প্রদান করা হইয়াছিল এবং মুক্তির বিরুদ্ধে পুনরায় বিবেচনার আবেদন করা হইয়াছে। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ ওকীলগণের সুদীর্ঘ বক্তৃতা এবং পরস্পর বাদ প্রতিবাদের মধ্যে উভয় পক্ষের পেশ করা মৌখিক এবং লিখিত প্রমাণসমূহকে গভীরভাবে পঠন এমং শ্রবণ করিবার পর আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলাম যে, এই আবেদন সম্পূর্ণ নিষ্প্রাণ।

বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় হইতে আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছি যে, তিনি মৌখিক ও লিখিত প্রমাণসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন এবং সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, প্রতিবাদী সৎ উদ্দেশ্যে এবং সৎপথ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পুস্তকগুলির অংশ পাঠ করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেটের ফয়সালা, যাহাতে তিনি প্রতিবাদীকে মুক্তি প্রদান করিয়াছেন, উভয় পক্ষের পেশ করা প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া সম্পূর্ণরূপে সত্য ও সঠিক হইয়াছে। ফরিয়াদীরা আমার নিকট বিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেটের রায়ের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ভুল দর্শাইতে পারেন নাই। প্রকৃত পক্ষে এই আপিল প্রাণহীন সুতরাং আমি ইহাকে খারিজ করিতেছি।

সাক্ষর
ইয়াকব আলী রেজবী
সেসন জজ, ফয়জাবাদ
২৮।৪।১৯৪৯

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুতাজা হাসান দারভাঙ্গী

সুন্নী মুসলমানদের জন্য ইমাম আহমাদ রেজার ফতওয়াটি ছিল যথেষ্ট। উপরন্তু তাঁহার ফতওয়ার স্বপক্ষে সাক্ষর করিয়াছেন আরব ও অনারবের কয়েক শত আলেম। আবার মুসলিম ও অমুসলিম ম্যাজিষ্ট্রেটগণও উহার সত্যতার সনদ প্রদান করিয়াছেন। ইহার পরও যে সমস্ত ওহাবী দেওবন্দী সন্দেহের সাগরে বাবুডুবু খাইতেছিলেন, তাহাদের সামনে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের মুজিজা এবং ইমাম আহমাদ রেজার একটি জ্বলন্ত কারামাত প্রকাশ হইয়া গিয়াছে যে, মাওলানা মুর্তাজা হাসান দারভাঙ্গীর ন্যায় একজন কট্টর ওহাবী দেওবন্দীও উক্ত ফতওয়ার সমর্থনে বলিয়াছেন—

"যদি খান সাহেবের নিকট কয়েকজন দেওবন্দী আলেম প্রকৃতই ঐ প্রকার ছিলেন, যেরূপ তিনি ধারণা করিয়াছিলেন, তাহা হইলে ঐ দেওবন্দী আলেমদের প্রতি কাফের বলা খান সাহেবের উপর ফরজ ছিল। যদি তিনি উহাদের কাফের না বলিতেন, তাহা হইলে খান সাহেব নিজেই কাফের হইয়া যাইতেন। যেমন উলামায় ইসলাম, যখন মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর কুফরী আক্বীদা-গুলি অকাট্যভাবে জানিতে পারিলেন, তখন তাহাদের উপর মির্জা সাহেবকে এবং মির্জার অনুসারীদের কাফের বলা ফরজ হইয়া গেল। যদি উহারা মির্জা সাহেবকে এবং মির্জা পন্থীদের কাফের না বলেন, তাহা হইলে উহারা নিজেরাই কাফের হইয়া যাইবেন। কারণ, যে কাফেরকে কাফের না বলে সে নিজেই কাফের।" (আশাদ্দুল আজাব পৃঃ ১৩)—যেহেতু উপরের ফতওয়াটি একজন সুদক্ষ দেওবন্দী আলেম মুর্তাজা হাসান দারভাঙ্গীর। সেহেতু ওহাবী

দেওবন্দীদের উচিত, কোন প্রকার জিদ না করিয়া দারভাঙ্গীর ফতওয়ার প্রতি গভীর চিন্তা করা। দারভাঙ্গীর ফতওয়া অনুযায়ী প্রমাণ হয় যে, থানুবী, নানুতবী, গাংগুহী, আম্বেহঠী প্রমুখ দেওবন্দীদের কাফের বলিয়া ফতওয়া দেওয়া ইমাম আহমাদ রেজার উপর ফরজ ছিল। যদি তিনি উহাদের কাফের না বলিতেন, তাহা হইলে তিনি নিজেই কাফের হইয়া যাইতেন।

রাজনৈতিক জীবন

ইমাম আহমাদ রেজা ভারত স্বাধীন হইবার বহু পূর্বে ১৯২১ সালে ইন্তেকাল করিয়াছেন। তিনি যেমন ইসলামের মহাশত্রু ইংরেজ জাতিকে আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করিতেন, তেমনই উহাদের রাজত্বকে ঘৃণা করিতেন। উহাদের ধর্ম্ম ও কর্ম্মকে ঘৃণা করিতেন। উহাদের ব্যবহার ও বিচারকে ঘৃণা করিতেন। উহাদের শিক্ষা ও শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঘৃণা করিতেন। উহাদের চলাফেরা ও উঠাবসাকে ঘৃণা করিতেন। উহাদের আকৃতি ও প্রকৃতিকে ঘৃণা করিতেন। উহাদের আনুসারীদের ঘৃণা করিতেন। উহাদের সাহায্যকারীদের ঘৃণা করিতেন। যাহারা উহাদের আন্তরিকভাবে ভাল বাসিতেন, তিনি তাহাদের পর্যন্ত ঘৃণা করিতেন। এক কথায়, তিনি উহাদের কোন জিনিষকে পছন্দ করিতেন না।—এই কারণে কোন দুশমন পর্যন্ত প্রমাণ করিতে পারেন নাই যে, ইংরেজ সরকারের কোন পদস্থ কর্ম্মচারী কোন সময় ইমাম আহমাদ রেজাকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন অথবা তিনি কোন ইংরেজকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন অথবা কোন ইংরেজ অফিসার তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়াছিলেন অথবা তিনি কোন অফিসারের কুঠিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন অথবা ইংরেজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সরকারের সহিত তাঁহার কোন আর্থিক সাহায্য দেওয়া নেওয়া হইয়াছিল। এমন কি তিনি কোন দিন গদ্য অথবা পদ্যের মাধ্যমে ইংরেজ সরকারের প্রসংশা করিয়াছেন বলিয়া প্রমাণ নাই।

'দারুল ইসলাম' বলিয়াছিলেন কেন?

যিনি ইংরেজদের রাজত্বকে কোন দিক দিয়া ভালবাসিতেন না, তিনি তাহাদের রাজত্বকে 'দারুল ইসলাম' বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন কেন? ইহাতে কি প্রমাণ হয় না যে, তিনি আসলেই ইংরেজ প্রেমিক ছিলেন? এক শ্রেণীর হিংসুক ইমাম আহমাদ রেজাকে কলংক করিবার উদ্দেশ্যে এই ধরণের প্রশ্ন উত্থাপন করতঃ তাঁহাকে ইংরেজপ্রেমী প্রমাণ করিবার অপচেষ্টা করিয়াছেন।

কোন দেশ 'দারুল হরব' অথবা 'দারুল ইসলাম' হওয়া অথবা না হওয়া বিষয়টি রাজনৈতিক নয়। বরং উহা একটি শরীয়তের সূক্ষ্ম মসলা। দারুল ইসলাম ও দারুল হরব হইবার জন্য অনেকগুলি শর্ত রহিয়াছে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ শর্তগুলি পূর্ণ ভাবে পাওয়া না যাইবে, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন দেশকে দারুল ইসলাম অথবা দারুল হরব বলিয়া ঘোষণা করা যাইবে না। দারুল ইসলাম হইতে ব্যাপকভাবে হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়া হারাম। কারণ, ইহাতে মসজিদ, মাদ্রাসা ও মাজারগুলির অসম্মান হইবে। অনুরূপ দারুল হরবে বসবাস করা হারাম। দারুল ইসলামের দিকে হিজরত করিয়া চলিয়া যাওয়া ফরজ। ১৮৮০ সালে যখন ইমাম আহমাদ রেজার বয়স মাত্র চব্বিশ বৎসর। সেই সময় বাদাউন হইতে মির্জা আলী বেগ তিনটি প্রশ্ন পাঠাইয়াছিলেন।

(১) হিন্দুস্তান দারুল হরব অথবা দারুল ইসলাম? (২) ইহুদী ও ঈসায়ীরা আহলে কিতাব, না মুশরিক? (৩) রাফেজী ও বেদ্-আতীরা মুর্তাদ, না মুর্তাদ নয়?

ইমাম আহমাদ রেজা এই প্রশ্নগুলির উত্তরে - ইলামুল আ'লাম বি আন্না হিন্দুস্তান দারুল ইসলাম' নাম দিয়া একখানা কিতাব লিখিয়াছেন। উক্ত কিতাবে তিনি প্রমাণ করিয়াছেন,—ভারতবর্ষ দারুল ইসলাম। ইহাতে ইংরেজদের সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্য ছিল না। বরং তিনি এক শ্রেণীর আলেম ও আমির ব্যক্তিদের অন্ ইসলামিক পদক্ষেপ হইতে বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কারণ, ঐ সময় একদল আলেম এবং একদল ধনী ভারতবর্ষকে দারুল হরব প্রমাণ করিয়া সুদ জায়েজ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রকাশ থাকে যে, দারুল হরবে হারবী কাফেরদের নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করা জায়েজ। ইমাম আহমাদ রেজা ভারতকে দারুল ইসলাম ঘোষণা করতঃ সেই সমস্ত আলেম ও ধনীদের ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডন করতঃ বলিয়াছেন,—তোমরা ভারতবর্ষকে দারুল হরব প্রমাণ করিয়া সুদ গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিতেছ কিন্তু দারুল হরব হইতে হিজরত করিয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইতেছ না কেন? যাহা ফরজ হইতেছে। ভারতবর্ষ 'দারুল ইসলাম'। ইমাম আহমাদ রেজার এই ফতওয়াটি ভারতবাসী মুসলমানদের জন্য রহমত স্বরূপ। তাঁহার এই ফতওয়াটি মুসলমানদের চাঞ্চল্যতা দূর করিতে ঘোষণা করিতেছে—হে ভারতবাসী মুসলমান, এখানে তোমাদের থাকিবার মৌলিক অধিকার রহিয়াছে। যাহারা তাহার ফতওয়াকে ইংরেজ সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে ছিল বলিয়া খুব চিৎকার করিতেছেন। নিশ্চয় তাহাদের ধারণায় ইহা দারুল হরব। ইসলামী বিধান অনুযায়ী দারুল হরবে কোন

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলমানের থাকিবার মৌলিক অধিকার নাই। কেন তাহারা ভারত ত্যাগ করিতেছেন না? পক্ষান্তরে দেওবন্দীদের পরম বুজর্গ মাওলানা আব্দুল হাই লাখনুবী ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে দৃঢ়তার সহিত 'দারুল ইসলাম' ঘোষণা করিয়াছেন। (মাজমুয়াতুল ফাতাওয়া খঃ ১ পৃঃ ১২৩) ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষ সম্পর্কে রশীদ আহমাদ গাংগুহী সাহেব দৃঢ়তার সহিত কিছুই বলিতে পারেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন – "ভারতবর্ষ দারুল হরব হইবার ব্যাপারে উলামাদের মতভেদ রহিয়াছে।" (ফাতাওয়ায় রশীদীয়া ৫৩০ পৃঃ) অনুরূপ দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী দৃঢ়তার সহিত ভারতবর্ষকে দারুল হরব বলিতে পারেন নাই। (কাসেমুল উলুম পৃষ্ঠা ২৬৪) ঈমান ও ইনসাফকে মাঝখানে রাখিয়া ইমাম আহমাদ রেজার প্রতি দোষারোপ করুন।

দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের মুশরেক বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। উহাদের মহিলাদের বিবাহ করা এবং উহাদের জবাহ খাওয়া নাজায়েজ ঘোষণা করিয়াছেন। (ইলামুল আ'লাম পৃঃ ৯/১০/১৪)—আল্লাহ তাআলা আসমানী কিতাবের সম্মানার্থে ইহুদ ও নাসারাদের মুশরেক্‌দের থেকে পার্থক্য করিয়াছেন। উহাদের 'আহলে কিতাব' নাম রাখিয়াছেন। উহাদের মহিলার সহিত বিবাহ এবং উহাদের জবাহ হালাল করিয়াছেন। যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের দূর হইতে ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তিনি আহলে কিতাব হইবার বাহানায় উহাদের মহিলা ও জবাহকে হালাল ঘোষণা করিতেন।

ইংরেজরা আহলে কিতাবের মধ্যে গণ্য হইবে কিনা, এ বিষয় উলামাদের মতভেদ রহিয়াছে। যদি ইমাম আহমাদ, রেজা উহাদের

আন্তরিকভাবে ভালবাসিতেন, তাহা হইলে উলামাদের মতভেদের সুযোগে উহাদের আহলে কিতাব বলিয়া গণ্য করতঃ উহাদের জবাহ ও মহিলা হালাল বলিয়া ঘোষণা করিতেন। তাঁহার ফতওয়া হইতে পরিষ্কার প্রমাণ হয় যে, তিনি ইংরেজদের থেকে সর্ব প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করিবার পূর্ণ পক্ষপাতি ছিলেন।

পাদরীর বিরুদ্ধে বজ্র কলম

ইংরেজ পাদরীরা ভারতবর্ষে আসিয়া মুসলমানদের ইসলামী ধারণায় চিড় ধরাইবার উদ্দেশ্যে কোরআন হাদীসের উপর বিভিন্ন প্রকার প্রশ্ন করিয়া জবাব দেওয়ার জন্য চ্যালেঞ্জ করিতেন। ইমাম আহমাদ রেজা এইগুলি কোন সময় বদশিত করিতেন না। সুতরাং জনৈক ঈসায়ী পাদরী প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, কোরআন মাজীদে আছে—গর্ভবতীর পেটের অবস্থা কাহার জানা নাই যে, পুত্র রহিয়াছে, না কন্যা। অথচ আমরা একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি। যাহা দ্বারা উহা জানা সম্ভব। পাদরীর এই ধরণের কথায় জনৈক মুসলমানের ঈমানে সন্দেহ আসিয়া যায়। লোকটি যে কোন মুহূর্তে ইসলাম ত্যাগ করিয়া ফেলিতে পারে বলিয়া আশংকা হইয়াছিল। ১৮৯৭ সালে কাজী আব্দুল অহীদ সাহেব পাটনা হইতে পাদরীর প্রশ্নটি নোট করিয়া ইমাম আহমাদ রেজার নিকট উত্তরের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। ইহার উত্তরে ইমাম আহমাদ রেজা 'আস্‌সাম্‌ সাম্‌ আলা মুশাক্কিকিন্‌ ফী আয়াতে উলুমিল আরহাম' নামক পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তিকাতে পাদরীর প্রশ্নাবলীর অকাট্য উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গেই ঈসায়ীদের ধর্মীয় ধারণার বিরুদ্ধে কঠিন ভাষায় প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। আল্লাহু আকবার! সে ভাষা পড়িবার মত ও শুনিবার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখানে উহার নকল দেওয়া সম্ভব হইল না। যদি ইমাম আহমাদ রেজার সহিত ইংরেজদের দূরের সম্পর্ক থাকিত, তাহা হইলে কি তাহাদের বিরুদ্ধে এবং তাহাদের ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রূপ করিতে পারিতেন!

সরকারের পরওয়া করিতেন না

ইমাম আহমাদ রেজা ইসলামের বিরুদ্ধে কোন ইংরেজ তো ইংরেজ, ইংরেজ সরকারের কথা মানিতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং ১৯১৩ সালে কানপুরে মাছ বাজারের মসজিদের নিকট থেকে একটি রাস্তা বাহির করিবার সময় সরকার মসজিদের একাংশ রাস্তার মধ্যে নিলে মুসলমানদের আন্দোলন চরম পর্যায় পেঁছায়। ইহাতে সরকার গুলি চালায় এবং বহু মুসলমান শহীদ হইয়া যান। ১৯১৩ সালের ১৮ই আগষ্ট মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিংগী, রাজা সাহেব মাহমুদ আবাদ ও স্যার রেজা আলী প্রমুখ ব্যক্তিগণ মুসলমানদের প্রতিনিধি হইয়া লেফ্‌ট্যান্যান্ট গভর্ণরের সহিত সাক্ষাত করেন। ইহার পর ১৯১৩ সালের ১৪ই অক্‌টবর মুসলমানদের এই প্রতিনিধি দল কয়েকটি শর্তের উপর সরকারের সহিত চুক্তি করিয়াছিলেন যে, মসজিদের যে অংশটি রাস্তার মধ্যে আসিয়াছে, উহার গোসলখানা হইবে এবং নিচে যাতায়াতের জন্য ফুট্‌পাত করিয়া দেওয়া হইবে। (স্যার রেজা আলী, আমলনামা পৃঃ ৩২৫)

১৯১৩ সালে এই চুক্তির ব্যাপারে ইসলামী হুকুম জানিবার জন্য লাখ্‌নৌ হইতে মৌলবী সালামাতুল্লাহ সাহেব ইমাম আহমাদ রেজার নিকটে ফতওয়া চাহিলে ইমাম আহমাদ রেজা পূর্ণ তদন্ত করিবার পর এমন ফতওয়া প্রদান করিয়াছিলেন, যাহা সম্পূর্ণ সরকার

বিরোধী ছিল। কেবল তাই নয়, তাঁহার পরম বন্ধু মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিংগী সাহেবের তীব্র প্রতিবাদ করতঃ 'ইবানাতুল মুতাওয়ারী ফী মুসালিহাতে আব্দুল বারী' নামে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। কারণ, চুক্তিটি ছিল সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী। যদি সরকারের সহিত তাঁহার কোন গোপন সম্পর্ক থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় সরকার বিরোধী ফতওয়া লেখা সম্ভব হইত না।

ইংরেজদের আদালতে যাইবেন না

ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের আদালতে যাইবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন এবং 'তাদবীরে ফালাহ ও নাজাত ও ইসলাহ' নামক কিতাব লিখিয়া উহাদের আদালতে না যাইবার জন্য মুসলমানদের প্রেরণা দিয়াছিলেন। ইংরেজদের আদালতে যাইবার ঘোর বিরোধীতা করতঃ তিনি লিখিয়াছিলেন—"সমস্ত বিষয় আপসে মিমাংসা করিয়া নেওয়া উচিৎ। আদালতে উপস্থিত হইলে অকারণে হাজার হাজার টাকা খরচ হইয়া আর্থিক দিক দিয়া দুর্বল হইয়া পড়িবে।" তিনি বিশেষ করিয়া মুসলমানদের সচেতন করিয়া বলিয়াছেন—"যে সম্প্রদায়ের নিকটে বিচারের জন্য কোরআন ও হাদীস রহিয়াছে, সে সম্প্রদায় কোন দিন আল্লাহ ও তাহার রসুলের দুশমনদের দরবারে উপস্থিত হইয়া ইসলামকে অবমাননা করিতে পারে না। এই কথা বলিয়া তিনি একদিকে যেমন ইংরেজদের আদালতে যাইতে কঠোরভাবে নিষেধ করিয়াছেন, অপর দিকে তেমন উহাদের সহিত সম্পর্ক চিরদিনের জন্য ছিন্ন করিতে সুপরামর্শ

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিয়াছেন। এক কথায় তিনি ইংরেজদের আদালতে যাওয়া ইসলামকে অবমাননাকর বলিয়া মনে করিতেন।

সুতরাং জুমার দিন দ্বিতীয় আজান মসজিদের বাহিরে দেওয়ার ব্যাপারে বাদাউন শহরের কিছু আলেমের দ্বিমত ছিল। শেষ পর্যন্ত বাদাউনী আলেমরা ইমাম আহমাদ রেজার বিরুদ্ধে আদালতে কেস্ করিয়াছিলেন। যখন কোর্ট হইতে সমন্ আসিল এবং তিনি উপস্থিত হইলেন না, তখন তাঁহার গ্রেফ্তারের অর্ডার হয়। এই সংবাদ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িলে হাজার হাজার ভক্ত ও মুরীদগণ তাঁহার বাড়ীর সামনে উপস্থিত হইয়া যান এবং বস্তীর সর্বত্রে রাতদিন প্রহরা দিতে থাকেন। প্রত্যেকের প্রতিজ্ঞা যে, আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত কিন্তু পুলিশকে ছুঁইতে দিতে রাজী নই। (গুণাহে বে গুণাহী ২৯/৩০ পৃঃ)

যদি তিনি আন্তরিকভাবে ইংরেজদের ভাল বাসিতেন, তাহা হইলে তাহাদের আদালতকে ঘৃণা করিতেন না। তাহাদের আইন অমান্য করিতেন না। সমন্ আসিবার সাথে সাথেই আনন্দের সহিত উপস্থিত হইতেন।

কেমন ইংরেজ বিরোধী ছিলেন

ইমাম আহমাদ রেজা এমনই কট্টর ইংরেজ বিরোধী ছিলেন যে, তিনি কেবল ইংরেজদের রাজত্বকে ঘৃণা করিতেন না বরং উহাদের রাজা বাদশাহদের প্রতি আন্তরিক অশ্রদ্ধা রাখিতেন। সুতরাং তিনি খামের উপর টিকিট উল্টা করিয়া লাগাইতেন। ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, রাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এড্ অয়ার্ড ও পঞ্চম

জার্জের মস্তক নিচু করিয়া দেওয়া। কেবল টিকিট উল্টা লাগাইয়া ইংরেজদের অবমাননা করিতেন এমন কথা নয়। বরং তিনি অধিকাংশ সময় পত্র লিখিবার জন্য পোষ্টকার্ড উল্টাইয়া ঠিকানা লিখিতেন, যাহাতে রাণী ও রাজার মস্তক নিচের দিকে হইয়া যাইত।—ইমাম আহমাদ রেজা খামের উপর অযথা বেশি টিকিট লাগাইতে নিষেধ করিতেন। কারণ, ইহাতে ইংরেজ সরকারকে আর্থিক দিক দিয়া মজবুত করা হইবে। সুতরাং মিরাঠের এক দ্বীন্দার ধনী ব্যক্তি হাজী আলাউদ্দীন সাহেব একটি মসলা জানিবার জন্য মৌলবী মোহাম্মাদ হুসাইন মিরাঠীর সহিত ইমাম আহমাদ রেজার দরবারে উপস্থিত হইলে আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বলিলেন,—আপনার চিঠি আসিয়া থাকে। উহাতে বেশি টিকিট লাগানো থাকে। অথচ উহার থেকে কম দামের টিকিটে চিঠি আসিয়া যায়। হাজী সাহেব বলিলেন—সাধারণ চিঠি তো কম দামের টিকিটে আসিয়া থাকে। ইহাতে তিনি বলিলেন—বিনা কারণে ইংরেজ সরকারের বেশি পয়সা দেওয়ার কি প্রয়োজন! হাজী সাহেব ভবিষ্যতে বেশি টিকিট না লাগাইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। (হায়াতে আ'লা হজরত ১ম খঃ ১৪০)—যেহেতু পোষ্টকার্ড, খাম ও টাকার উপর রাণী ভিক্টোরিয়া, সপ্তম এড্ ওয়ার্ড ও পঞ্চম জার্জের ছবি থাকিত, সেইহেতু ইমাম আহমাদ রেজা তাঁহার ইন্তেকালের সময় ঐ জিনিষগুলি তাঁহার নিকটে থাকা পছন্দ করেন নাই। সুতরাং তিনি ইন্তেকালের দুই ঘন্টা সতের মিনিট পূর্বে অসীয়তনামা লেখাইয়াছিলেন, তাহাতে সর্বপ্রথম অসীয়ত ছিল যে, পোষ্টকার্ড, খাম ও টাকা পয়সা এই দালান হইতে দূর করিয়া দাও। কারণ, ঐ গুলিতে ছবি রহিয়াছে।

এই সমস্ত ঘটনা হইতে নিরপেক্ষ পাঠক নিশ্চয় উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে, ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজ বিরোধীতায় কত কঠোর

pdf By Syed Mostafa Sakib

ছিলেন! যদি তিনি ইংরেজদের নিমোকখোর হইতেন, তাহা হইলে এই প্রকার বিরোধীতা করা আদৌ সম্ভব হইত না।

ইংরাজী শিক্ষার বিরোধী ছিলেন

ইমাম আহমাদ রেজা ইংরাজী শিক্ষার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ১৯২১ সালে ইংরাজী শিক্ষার বিরোধীতা করতঃ লিখিয়াছিলেন যে, "ইংরাজী শিক্ষা করা অনর্থক সময় ব্যয় করা। উহাতে ইসলামের কোন উপকারিতা নাই। উহা কেবল এই কারণে রাখা হইয়াছে যে, শিশু উহার পিছনে পড়িয়া ইসলাম ভুলিয়া যাইবে। শিশু জানিতে পারিবে না যে, আমরা কাহারা এবং আমাদের দ্বীন কি?" (আল্ মুহাজ্জাতুল মু'তামিনা ফি আয়াতিল মুমতাহিনা, সংগৃহীত গুণাহে বে গুণাহী ৩৬ পৃঃ)—ইমাম আহমাদ রেজার জীবদ্দশায় বেরেলী হইতে 'আর্রেজা' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বাহির হইত। যাহার সম্পাদক ছিলেন ইমাম আহমাদ রেজার ভাতিজা মাওলানা হাসানাইন রেজা খান। উক্ত পত্রিকায় ইংরাজী শিক্ষার বিরোধীতা করিয়া লেখা হইয়াছিল—"ইংরাজী শিক্ষা কেন্দ্রগুলি চাই উন্নত মানের হউক অথবা নিম্ন মানের হউক, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি হউক অথবা প্রাইমারী হউক—উহা যে উদ্দেশ্যে চালু করা হইয়াছে, উহা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে না। উহা মুসলমানকে মুসলমান বলিতে, ইসলামী জীবন রক্ষা করিতে, ইসলামী প্রথার প্রচলন দিতে, দ্বীনদারী স্বভাব তৈরী করিতে কোন কাজে আসিতে পারে না। ইংরাজী শিক্ষিত ছাত্ররা ইসলামী আক্বায়েদ, ইসলামী মুহাব্বাৎ, ইসলামী ভ্রাতৃত্ব ও একতা, ইসলামী জীবনের নমুনা হইতে পারে না। এক কথায়, ইসলামের

দিক দিয়া এই ভাষা মুসলমানদের কোন উপকারী নয়।" (আর-রেজা, বেরেলী, ৫ পৃঃ, ১৯২০ সাল)।

বর্তমানে বহু ইংরাজী শিক্ষিত মানুষ ইমাম আহমাদ রেজার বিরোধীতা করিবেন। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিতে বিবেচনা করিলে তাঁহার দূরদর্শিতার প্রসংশা করিতে বাধ্য হইবেন। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রত্যেক ছাত্র ইসলাম হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। প্রকৃত অর্থে মুসলমান থাকিবে না। বাস্তবে তাহাই দেখা যাইতেছে। যাহারা ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ইসলামের উপর চলিতেছে, নিশ্চয় তাহাদের পশ্চাতে ইসলামী পরিবেশ রহিয়াছে।

ইমাম আহমাদ রেজা যেমন ইংরেজদের ভাষাকে ঘৃণা করিতেন, তেমনই উহাদের পোষাক অপছন্দ করিতেন। যথা, তিনি লিখিয়াছেন—"ইংরেজদের পোষাক পরিধান করা হারাম, কঠিন হারাম। উহা পরিধান করিয়া নামাজ পড়া মাকরুহ তাহরিমী—হারামের নিকটবর্ত্তী। নামাজ পুনরায় আদায় করা অয়াজিব। অন্যথায় গোনাহ্গার এবং আজাবের উপযুক্ত হইবে।" (ফাতা-ওয়ায় রেজবীয়া তৃতীয় খঃ ৪৪২ পৃঃ)—যদি ইমাম আহমাদ রেজার সহিত ইংরেজদের দূরের সম্পর্ক থাকিত, তাহা হইলে নিশ্চয় এই প্রকার বিরোধীতা করিতে পারিতেন না।

ইমাম আহমাদ রেজার চিন্তাধারা

পৃথিবীর সাধারণ নিয়ম, যে যাহাকে ভালবাসিয়া থাকে সে তাহার সমস্ত কিছু মানিয়া নেয়। প্রিয়জনের কোন কথার প্রতিবাদ করে না। কিন্তু ইমাম আহমাদ রেজার ব্যাপারটি ছিল সম্পূর্ণ

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিপরীত। যেহেতু তাঁহার চিন্তাধারা ছিল ইসলামী। সেইহেতু তিনি ইংরেজদের অবাস্তব ও অসঙ্গত চিন্তাধারার বিরুদ্ধে কলম ধরিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই। ইমাম আহমাদ রেজা বড় বড় খৃষ্টান বৈজ্ঞানিকদের চিন্তাধারাকে ভ্রান্ত বলিয়া অকাট্যভাবে প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন। —"পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরিয়া থাকে।" ইহা বৈজ্ঞানিকদের সুদৃঢ় অভিমত। ইমাম আহমাদ রেজা ইহার বিরুদ্ধে 'ফাউজে মুবীন দর্ রদ্দে হরকাতে জমীন' লিখিয়া বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি আইজ্যাক নিউটন হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমসাময়িক বড় বৈজ্ঞানিক আইন্ইস্টাইন-এর থিউরীকে বাতিল প্রমাণ করিয়াছেন। ১৯১৯ সালে আমেরিকার সুবিখ্যাত প্রফেসার আলবার্ট এফ পোর্টা ভবিষ্যতবাণী করিয়াছিলেন যে, ১৯১৯ সালে ১৭ই ডিসেম্বর কয়েকটি গ্রহ সূর্য্যের সামনা সামনি হইয়া যাইবার কারণে পৃথিবীতে বড় ধরণের অঘটন ঘটিয়া যাইবে। এই সংবাদটি ভারত হইতে ১৯১৯ সালে ১৮ই অক্টোবর 'ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল। ফলে ভারত পাকিস্তানে বিরাট হৈ চৈ আরম্ভ হইয়াছিল। এ বিষয়ে ইমাম আহমাদ রেজার মতামত জানিতে চাহিলে তিনি 'মুইনে মুবীন' লিখিয়া প্রফেসার এফ্ পোর্টার ভবিষ্যতবাণী ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন। ১৯১৯ সালে ১৮ই ডিসেম্বর আমেরিকার 'টাইম্জ' পত্রিকায় প্রকাশ হইয়াছিল যে, পৃথিবীর বৈজ্ঞানিকরা ১৭ই ডিসেম্বর দূরবীক্ষণ যন্ত্র লইয়া আকাশের দিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে উহাই হইয়াছিল, যাহা ইমাম আহমাদ রেজা বলিয়াছিলেন। সেই দিনটি ভাল কাটিয়াছিল। কোন প্রকার অঘটন ঘটে নাই। (সংগৃহীত গুণাহে বেগুণাহী পৃঃ ৪১)।

আভ্যন্তরীণ অবস্থা

অনেক সময় অনেক মানুষের ভিতর ও বাহির এক হয় না। বাহ্যিক দিক অনেকের ভাল দেখা যায় কিন্তু আভ্যন্তরিক দিক ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়। অনুসন্ধানের পর পাওয়া গিয়াছে যে, ইমাম আহমাদ রেজার বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরীণ অবস্থা একই প্রকার। যেমন তিনি বাহ্যিক জীবনে ইংরেজদের কোন কিছুই পছন্দ করেন নাই, তেমনই তিনি ঘরোয়াভাবে অথবা কোন বন্ধু-বান্ধবের নিকটেও ইংরেজদের না প্রসংশা করিয়াছেন, না উহাদের কোন জিনিষ পছন্দ করিয়াছেন। সুতরাং ১৯১৯ সালে যখন ইমাম আহমাদ রেজা মাওলানা আব্দুস সালাম সাহেবের আমন্ত্রণে জব্বলপুর উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই সময় খিলাফত আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইংরেজদের বিরোধীতার সূত্রপাত হইয়াছিল। জব্বলপুরে অবস্থানকালে ইমাম আহমাদ রেজা কখন কখন ভ্রমণে বাহির হইতেন। মাওলানা আব্দুস সালাম সাহেবের সাহেবজাদা মুফতী বুরহানুল হক জব্বলপুরী লিখিয়াছিলেন—"একদিন আসরের নামাজের পর ভ্রমণের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়াছিলেন। সেই সময় একদল সৈনিক নিজ নিজ কোয়ার্টারের দিকে যাইতেছিল। উহাদের দেখিয়া ইমাম আহমাদ রেজা বলিলেন, হতভাগ্যরা একেবারেই বাঁদর।" (ইকরামে ইমাম আহমাদ রেজা ৯১ পৃঃ)।

যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের আন্তরিকভাবে ভালবাসিতেন, তাহা হইলে তিনি উহাদের বাঁদর বলিতে পারিতেন না। —মাওলানা কিফাইয়াত আলী কাকী, ১৮৫৮ সালে ইংরেজদের বিরোধীতার কারণে যাহাকে শূলি দেওয়া হইয়াছিল। ইমাম আহমাদ রেজা তাহার প্রসংশায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। উক্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবিতায় মাওলানাকে কবিতার বাদশাহ এবং নিজেকে উজীর বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। (হাদায়েকে বখ্‌শিশ তৃতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা ৯৪) —যদি ইমাম আহমাদ রেজা ইংরেজদের ভালবাসিতেন, তাহা হইলে উহাদের পরম শত্রু মাওলানা কিফাইয়াত আলীকে বাদশাহ বলিয়া নিজে তাহার উজীর হইতে চাহিতেন না।

খিলাফত আন্দোলন

ইমাম আহমাদ রেজা খিলাফত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন না। প্রকাশ থাকে যে, খিলাফত ও সুলতানাত এক নয়। অনুরূপ খলীফা ও বাদশাহ এক নয়। খলীফাতুল মুসলিমীন হইবার জন্য সাতটি শর্ত রহিয়াছে। যদি ঐ শর্তগুলির মধ্যে একটি শর্ত পাওয়া না যায়, তাহা হইলে শরীয়ত সম্মত খলীফাতুল মুসলিমীন হইতে পারিবেন না। খলীফা এবং খিলাফাতকে সর্ব প্রকার সাহায্য ও হিফাজত করা অয়াজিব। মোট কথা খলীফা ও বাদশাহের মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান রহিয়াছে। —১৯১৯ সালে তুরস্কের বাদশা সুলতান আব্দুল হামীদ কর্তৃক যে আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল; বাহ্যিক ভাবধারায় উহা মাজহাবী আন্দোলন বলিয়া মনে হইতেছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা ছিল বাদশাহী বা রাজনৈতিক আন্দোলন। এই আন্দোলনের সহিত ইসলামী খিলাফতের দূরের সম্পর্কও ছিল না। এই আন্দোলনে মুসলমানদের ব্যাপক অংশ গ্রহণ করানোর জন্য খিলাফত কমিটি একটি চাল চালিয়া তুরস্কের বাদশাহকে খলীফা এবং বাদশাহীকে খিলাফত আখ্যা দিয়াছিল। যাহার কারণে ইমাম আহমাদ রেজা উহাতে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন

না। তিনি আব্দুল হামীদকে তুরস্কের বাদশাহ বলিয়া মানিতেন। কিন্তু তাহাকে খলীফা বলিয়া সমর্থন করিতে সম্মত ছিলেন না। অবশ্য তিনি সুলতান আব্দুল হামীদকে সামর্থানুযায়ী সাহায্য করা অয়াজিব জানিতেন। তিনি 'জামায়াতে রেজায় মুস্তাফা'-এর পক্ষ হইতে আব্দুল হামীদকে সামর্থানুযায়ী সাহায্যও করিয়াছিলেন। (গুণাহে বেগুণাহী ৫৩ পৃঃ)।

ইমাম আহমাদ রেজা আরো লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, খিলাফত আন্দোলনের নামে খিলাফত কমিটির রাজনৈতিক নেতারা হিন্দু-মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, কাফের ও মুশরেকদের সহিত আন্তরিক ভালবাসা স্থাপন করিতে চাহিয়াছিলেন, মুসলমানদিগকে হিন্দুদের অনুগত করিতে চাহিয়াছিলেন, কাফের মুশরেকদের জয়ধ্বনী, শরীরতের হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম করিতে চাহিয়াছিলেন ইত্যাদি। ইমাম আহমাদ রেজার খিলাফত আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করিবার এইগুলি ছিল বিশেষ কারণ।

ইমাম আহমাদ রেজা আরো লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, খিলাফত আন্দোলনের নামে অখণ্ড ভারতে অহাবী মতবাদ ব্যাপক প্রচার করিবার সুযোগ গ্রহণ করা হইতেছে এবং গরীব মুসলমানদের নিকট হইতে প্রচুর পরিমাণে আর্থিক সাহায্য লইয়া আত্মসাৎ করা হইতেছে ইত্যাদি। এইগুলি ছিল ইমাম আহমাদ রেজার খিলাফত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করিবার মূল কারণ। যথা, খিলাফত কমিটির জনৈক সদস্য মৌলবী আব্দুর রাজ্জাক মালিয়াহ্‌বাদী বলিয়াছেন—"খিলাফত আন্দোলনে ভারতবর্ষের গরীব মুসলমানেরা প্রচুর ধন সম্পদ খিলাফত তহবিলে দান করিয়াছেন। পরদাশীলা মহিলাগণ অলংকারাদী দান করিয়াছেন। স্বয়ং নেতারা স্বীকার করিয়াছিলেন যে, ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা জমা হইয়াছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কিন্তু ঐ তহবিলের পরিণাম কি হইয়াছিল? উক্ত টাকার সামান্য অংশ তুরকীদের জন্য পাঠানো হইয়াছিল। বাকী সমস্ত টাকা নেতারা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। আমি উহা স্বচক্ষে দেখিতাম যে, বড় বড় নেতারা সমাজের টাকা কেমন করিয়া আত্মসাৎ করিতে পারেন।" (জিকরে আযাদ ৩৮৮ পৃষ্ঠা) ভারতবর্ষের বিখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিংগী সাহেব পর্যন্ত খিলাফত কমিটির চক্রান্তে পড়িয়া গিয়াছিলেন। পরে উহার আসল রূপ জানিতে পারিয়া অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছিলেন। —জামিয়াতুল উলামা হিন্দের বোম্বাই শাখার সভাপতি মাওলানা মুখতার আহমাদ সিদ্দিকী এক চিঠিতে লিখিয়াছেন—"এই প্রদেশে ওহাবীরা তুরকীদের করুণ অবস্থার কথা বর্ণনা করিয়া যে সমস্ত টাকা আদায় করিয়াছিল, সেই টাকা দিয়া দুই লক্ষ 'তাকবীয়াতুল ঈমান' ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছে।" (খুতবাতে সাদারাত ২১ পৃঃ ১৯২৫ সাল, মুরাদাবাদ হইতে ছাপা. সংগৃহিত মাসিক পত্রিকা আ'লা হজরত পৃঃ ৩৯, আগষ্ট সংখ্যা, ১৯৯০ সাল) ইমাম আহমাদ রেজার খোদা প্রদত্ত দূরদর্শিতায় খিলাফত কমিটির এই সমস্ত দুর্নীতি ধরা পড়িয়াছিল। তাই তিনি ঐ ভুয়া আন্দোলনের সহিত অংশ গ্রহণ না করিয়া দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে উহা ইসলামী খিলাফত ছিল না। যদি উহা ইসলামী খিলাফত হইত, তাহা হইলে মহাত্মা গান্ধী এবং ভারতের অমুসলিমরা উহাতে অংশ গ্রহণ করিতেন না। ইসলামী আন্দোলনের সহিত অংশ গ্রহণ করায় অমুসলিমদের কি স্বার্থ থাকিতে পারে? —যদি ইসলামী খিলাফত হইত, তাহা হইলে তুরস্কবাসীরা উহার বিরুদ্ধে যাইতেন। মুস্তাফা কামাল পাশা সুলতান আব্দুল হামিদকে পদচ্যুত করিয়া দিতেন না।

ইমাম আহমাদ রেজার স্বতন্ত্র চিন্তাধারা

ইহাতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নাই যে, ইমাম আহমাদ রেজা স্বাধীনতার পূর্ণ পক্ষপাতি ছিলেন। কিন্তু তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করেন নাই। কারণ, তিনি ইসলামী স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন। ইংরেজদের দাসত্বের জুতা ফেলিয়া দিয়া হিন্দুদের দাসত্বের মালা গলায় পরিধান করিয়া উহাদিগকে সর্বময় কর্তা বলিয়া স্বীকার করিতে তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। যেমন একশ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মুসলমান এবং জমীয়াতুল উলামায়ে হিন্দের নেতারা হিন্দুদের দিকে প্রীতি ও মুহাব্বাতের হাত বাড়াইয়া দিয়া উহাদিগকে পথ প্রদর্শক বলিয়া মানিয়া লইয়াছিলেন। মাওলানা শাওকাত আলী সাহেব হিন্দুদের সন্তুষ্ট করাই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্ট করা বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ সাহেব মহাত্মা গান্ধীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য কোরআন শরীফের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"মানুষ যে কোন মাজহাব ও ধর্মের হউক না কেন, যদি সে আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাহা হইলে সে পরকালে নাজাত পাইবে।" (তরজমানুল কুরআন প্রথম খন্ডের সারাংশ) মিষ্টার গান্ধী আজাদ সাহেবের তাফসীরের ঐ অংশটুকু গুটেরাটী ভাষায় অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। (গুনাহে বেগুনাহী ৭৫৮ পৃঃ)

এক শ্রেণীর মুসলমানদের ধারণা ছিল যে, বিদেশী কাফের মুশরিকদের নিকট পরাধীনতা বরণ করা অপেক্ষা দেশী কাফের মুশরিকদের নিকট পরাধীনতা বরণ করা ভাল। ইমাম আহমাদ রেজার রাজনৈতিক চিন্তাধারা অপেক্ষা ইসলামী চিন্তাধারা ছিল অনেকগুণে বেশি। তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ইসলামের

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১) 'ইহ্‌দিনাস্‌ সিরাতল্‌ মুস্তাক্বীম' এর অনুবাদে মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী সাহেব লিখিয়াছেন—"আমাদের সোজা রাস্তা বলিয়া দিন।"—থানুবী সাহেবের অনুবাদ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উলামায়ে দেওবন্দ 'সিরাতে মুস্তাকিম' বা সোজা রাস্তার সন্ধান চাহিতেছেন।—ইমাম আহমাদ রেজা উক্ত আয়াতের অনুবাদে লিখিয়াছেন—"আমাদিগকে সোজা রাস্তায় পরিচালনা করুন।" ইমাম আহমাদ রেজার অনুবাদ হইতে বুঝা যাইতেছে যে, উলামায় আহলে সুন্নাত কোরআন, হাদীসের আলোকে সোজা রাস্তা পাইয়া গিয়াছেন। কিন্তু সোজা রাস্তা পাইবার পর সোজা রাস্তায় চলিবার তৌফিক্‌ সবার হয় না। তাই ইমাম আহমাদ রেজা দুয়া করিতেছেন—হে খোদা, আমাদিগকে সোজা রাস্তায় চলিবার তৌফীক দান করুন।

(২) 'অমাকারু অমাকারাল্লাহু অলাহু খয়রুল্‌ মাকিরীন' এর অনুবাদে মাওলানা মাহ্‌মুদুল হাসান দেওবন্দী লিখিয়াছেন—"ঐ কাফেররা ধোকাবাজী করিয়াছেন এবং আল্লাহর ধোকা সব চইতে উত্তম।"—ধোকাবাজী একটি অপছন্দনীয় বদ্‌গুণ। কোন ভদ্র মানুষ নিজেকে ধোকাবাজ বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন না। অনুরূপ কোন ভদ্র মানুষকে ধোকাবাজ বলিলে তিনি উহা বরদাশ্‌ত করিবেন না। অতএব, আল্লার পবিত্র সত্তার দিকে'ধোকাবাজী' শব্দের সম্বোধন করা নিশ্চয় বিয়াদবী হইবে। এক কথায়, মাহমুদুল হাসান সাহেবের অনুবাদ অনুযায়ী আল্লাহ পাক ধোকাবাজ বলিয়া প্রমাণ হইতেছে। (শতবার নাউজুবিল্লাহ)—ইমাম আহমাদ রেজা উক্ত আয়াতের অনুবাদে লিখিয়াছেন—"এবং কাফেররা চক্রান্ত করিয়াছে এবং আল্লাহ উহাদের ধ্বংস করিবার গোপন ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং আল্লাহ সব চাইতে উত্তম গোপন

দৃষ্টিতে দেশী ও বিদেশী বলিয়া কিছুই নাই। শক্তি চাই বিদেশী মুশরিকদের হউক অথবা দেশী মুশরিকদের হউক, ইসলামের দৃষ্টিতে সবই এক। তিনি আরো লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, অখণ্ড ভারতে বিদেশী মুশরিক—ইংরেজদের তুলনায় দেশী মুশরিক—হিন্দুদের সংখ্যা অনেকগুণে বেশি এবং অখণ্ড ভারতে সব সময় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানরা সংখ্যালঘু। সংখ্যালঘুরা সব সময় সংখ্যা গোরিষ্ঠদের থেকে ভয় পায় এবং ক্ষতিগ্রস্থ হইয়া থাকে। সুদূর ভবিষ্যতে মাসলমানরা উহাদের থেকে চরমভাবে নিষ্যাতিত হইবে। যাহার বাস্তব অবস্থা আজ দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। যাই হোক, এই সমস্ত বিশেষ কারণে ইমাম আহমাদ রেজা দূরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ইমাম আহমাদ রেজার 'কাঞ্জুল ঈমান'

উপমহাদেশে উর্দু ভাষায় কোরআন মাজীদের বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সঠিক অর্থে কোরআনের অনুবাদ খুবই কম হইয়াছে। একেবারেই নিখুঁত অনুবাদ বলিতে ইমাম আহমাদ রেজার 'কাঞ্জুল ঈমান'। কোরআনের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কাঞ্জুল ঈমান' এর ইংরাজী অনুবাদ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম কাহার কলমে 'কাঞ্জুল ঈমান' এর অনুবাদ প্রকাশ হইবে তাহা আল্লাই ভাল জানেন। এখন 'কাঞ্জুল ঈমান' এর সহিত অন্য অনুবাদগুলির পার্থক্যের দুই চারিটি নমুনা প্রদান করিতেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ব্যবস্থাকারী।" ইমাম আহমাদ রেজার অনুবাদে আল্লাহ তায়ালার শান যথাস্থানে বজায় রহিয়াছে।

(৩) 'নাসুল্লাহা ফা নাসিইয়াহুম' এর অনুবাদে মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী লিখিয়াছেন—"তাহারা আল্লাহকে ভুলিয়া গিয়াছে। সুতরাং তিনিও তাহাদের ভুলিয়া গিয়াছেন।" আল্লাহর জাত বা সত্ত্বা 'ভুল' হইতে পবিত্র। বর্তমান অনুবাদ হইতে প্রমাণ হইয়া গেল যে, আল্লাহর স্মৃতিলেস্ হইয়া থাকে। (নাউজুবিল্লাহ)— উক্ত আয়াতের অনুবাদে ইমাম আহমাদ রেজা লিখিয়াছেন— "উহারা আল্লাহকে ছাড়িয়া বসিয়াছে, আল্লাহ উহাদের ছাড়িয়া দিয়াছেন।" নিশ্চয় এখানে মহান আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বার পবিত্রতা বজায় রহিয়াছে।

(৪) 'অআসা আদামু রব্বাহু ফাগাওয়া' এর অনুবাদে মাওলানা আশিক ইলাহী মিরাঠী লিখিয়াছেন—"এবং আদম তাঁহার প্রতিপালকের নাফরমানী করিয়াছেন। সুতরাং গোমরা হইয়াছেন।"—মাওলানা মিরাঠীর অনুবাদ অনুযায়ী প্রমাণ হইতেছে যে, হজরত আদম আলাইহিস্ সালাম 'নাফরমান' এবং 'গোমরাহ' ছিলেন। (আস্তাগ্ফিরুল্লাহ)। ইহাতে আদৌ সন্দেহ নাই যে, কোন নবীর শানে নাফরমানী ও গোমরাহী শব্দ ব্যবহার করা গোমরাহী।

উক্ত আয়াতের অনুবাদে ইমাম আহমাদ রেজা লিখিয়াছেন—"এবং আদমের থেকে তাঁহার প্রতিপালকের আদেশে লাগ্জিশ্ (পদস্খলন) ইহয়া গিয়াছে। অতএব, যে মত্লব চাহিয়াছিল, উহার রাস্তা পান নাই।"

(৫) 'অস্তাগ্ফির্ লিজাম্বিকা অলিল্ মুমিনীনা অল্ মু'মিনাতি' এর অনুবাদ মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী

লিখিয়াছেন—"এর আপনি আপনার ভুলের ক্ষমা চাহিতে থাকুন এবং সমস্ত মুসলমান নর এবং সমস্ত মুসলমান নারীদের জন্য।"—মাওলানা মাহ্মুদুল হাসান অনুবাদ করিয়াছেন— "এবং ক্ষমা চাও নিজের গোনাহের জন্য এবং ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার মহিলার জন্য।"—উপরের অনুবাদগুলি হইতে প্রমাণ হইতেছে, যে নবীর ভুল ও গোনাহ ছিল। (নাউজুবিল্লাহ) উক্ত আয়াতের অনুবাদে ইমাম আহমাদ রেজা লিখিয়াছেন— "এবং হে মাহবুব, নিজের বিশেষ ব্যক্তি এবং সাধারণ মুসলমান পুরুষ ও মহিলাদের গোনাহের ক্ষমা চাও।"

(৬) ইন্না ফাতাহ্না লাকা ফাত্হাম্ মুবীনা লি ইয়াগ্ফিরা লাকাল্লাহু মাতাকাদ্দামা মিন জাম্বিকা অমা তা আখ্খারা' এর অনুবাদে মাওলানা আশরাফ আলী থানুবী লিখিয়াছেন— "নিশ্চয় আমি আপনাকে একটি প্রকাশ্য জয়লাভ দিয়াছি, এই জন্য যে, আল্লাহ তাআলা আপনার সমস্ত অগ্রপশ্চাতের ভুল ত্রুটিগুলি ক্ষমা করিয়া দেন।" এই প্রকার অনুবাদ মাওলানা মওদুদী সাহেব করিয়াছেন। মাওলানা মাহ্মুদুল্ হাসান সাহেব অনুবাদ করিয়াছেন—"আমি তোমার জন্য ফয়সালা করিয়া দিয়াছি, প্রকাশ্য ফয়সালা, যাহাতে ক্ষমা করিয়া দেন তোমাকে আল্লাহ যাহা পূর্বে হইয়া গিয়াছে তোমার গোনাহ এবং যাহা পশ্চাতে রহিয়াছে।" এখানে অনুবাদকগণ রসুলুল্লাহর দিকে ভুল ত্রুটি এবং গোনাহ শব্দ সম্বোধন করিয়া একজন উলুল আজম পয়গম্বরের পয়গম্বরীতে কলংক আনিয়াছেন। প্রত্যেক নবী নিষ্পাপ ছিলেন। এখানে অনুবাদকগণের অনুবাদ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, নবীগণের নবী নিষ্পাপ ছিলেন না। তাঁহার অগ্রপশ্চাতে পাপ ছিল।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(নাউজুবিল্লাহ)—ইমাম আহমাদ রেজা অনুবাদ করিয়াছেন—"নিশ্চয় আমি তোমার জন্য প্রকাশ্য জয়লাভ দিয়াছি, এই জন্য যে, আল্লাহ তোমার কারণে গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন তোমার পূর্ববর্ত্তীগণের এবং তোমার পরবর্ত্তীগণের।"

(৭) 'কাজালিকা কিদ্না লি ইউসুফা' এর অনুবাদে মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী লিখিয়াছেন—"আমি ইউসুফকে এই প্রকার চক্রান্ত বলিয়া দিয়াছি।" আল্লাহর পবিত্র সত্ত্বার দিকে চক্রান্ত শব্দ সম্বোধন করা নিশ্চয় তাঁহার সত্ত্বার পবিত্রতা নষ্ট করা।—ইমাম আহমাদ রেজা অনুবাদ করিয়াছেন—"আমি ইউসুফকে এই ব্যবস্থা বলিয়া দিয়াছি।"

(৮) হাত্তা ইজাস্ তাইয়াসার রুসুলু অজান্নু আন্নহুম্ কদ্ কুজিবু' এর অনুবাদে থানুবী সাহেব লিখিয়াছেন—"এমন কি পয়গম্বর নৈরাশ হইয়া গিয়াছেন এবং ঐ পয়গম্বগণের পূর্ণ ধারণা হইয়া গিয়াছে যে, আমাদের আক্কেল ভুল করিয়াছে।" থানুবী সাহেবের অনুবাদ অনুযায়ী প্রমাণ হইতেছে যে, পয়গম্বরগণ খোদায়ী সাহায্য হইতে নৈরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা সম্পূর্ণ ভুল। কারণ, খোদায়ী সাহায্যের প্রতিশ্রুতি যেখানে অটল, সেখানে নবীগণের নৈরাশ হইবার প্রশ্নই উঠে না।—ইমাম আহমাদ রেজা অনুবাদ করিয়াছেন—"এমন কি যখন রসুলগণের জাহিরী অসীলার আশা ছিল না এবং মানুষ ধারণা করিয়াছিল যে, রসুলগণ উহাদের সহিত ভুল কথা বলিয়াছেন।"

(৯) 'অলাক্বাদ্ হাম্মাত্ বিহি অহাম্মাবিহা' এর অনুবাদে মাহমুদুল হাসান সাহেব লিখিয়াছেন—"এবং অবশ্য মহিলা তাহার চিন্তা করিয়াছিল এবং তিনি মহিলার চিন্তা করিয়াছিলেন।"

উক্ত অনুবাদ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, জুলাইখা কুকর্মের জন্য প্রস্তুত ছিল এবং ইউসুফ আলাইহিস্ সালামও প্রস্তুত হইয়া গিয়াছিলেন। (নাউজুবিল্লাহ)—ইমাম আহমাদ রেজা অনুবাদ করিয়াছেন—"নিশ্চয় মহিলা তাহাকে চাহিয়াছিল এবং তিনিও মহিলাকে চাহিতেন যদি তাঁহার প্রভুর নিদর্শন না দেখিতেন।"

(১০) 'অঅজাদাকা দাল্লান ফাহাদা' এর অনুবাদে মাহমুদুল হাসান সাহেব লিখিয়াছেন—"এবং পাইয়াছে তোমাকে গোমরাহ, তারপর রাস্তা দেখাইয়াছেন।"—বর্তমান অনুবাদ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম গোমরাহ ছিলেন, পরে খোদা তাঁহাকে সুপথ দেখাইয়াছেন। (নাউজুবিল্লাহ)—ইমাম আহমাদ রেজা অনুবাদ করিয়াছেন—"এবং তোমাকে নিজ মুহাব্বাতে বেহুশ পাইয়াছেন। অতঃপর নিজের দিকে রাস্তা দেখাইয়াছেন।"

কোরআনের ভাষাকে অন্য ভাষায় পরিবর্তন করিবার নাম কোরআনের অনুবাদ নয়। অখণ্ড ভারতে উরদু ও বাংলা ভাষায় যতগুলি অনুবাদ বাহির হইয়াছে, প্রায় সবই কোরআনের ভাষা পরিবর্তন করা হইয়াছে মাত্র। প্রকৃত অনুবাদ উহাকে বলা হয়, যাহাতে আল্লাহ এবং তাঁহার রসুলের শান যথাস্থানে বাকী থাকে।

অসায়া শরীফ

ইমাম আহমাদ রেজা ইন্তেকালের ২ ঘণ্টা ১৭ মিনিট পূর্বে লেখাইয়াছিলেন এবং শেষে স্বয়ং স্বাক্ষর করিয়াছিলেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১) জাকান্দানী আরম্ভ হইবার নিকটবর্ত্তী সময় পোষ্ট কার্ড, খাম, টাকা পয়সা কোন ছবি এই দালানে যেন না থাকে।

(২) সূরাহ্ ইয়াসিন্ সূরাহ রওদ্ উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করিবে। সীনার উপর দম্ আসা পর্যন্ত ধারাবাহিক উচ্চস্বরে কালেমা তাইয়েবা পাঠ করিবে। কেহ উচ্চস্বরে কথা বলিবে না। কোন শিশু কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবে না।

(৩) প্রাণ বাহির হইবার পর সঙ্গে সঙ্গে নরম হাতে চক্ষুদ্বয় বন্ধ করিয়া দিবে। 'বিস্মিল্লাহি অ আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ' বলিয়া জাকান্দানীর সময় ঠাণ্ডা পানি, সম্ভব হইলে বরফ পান করাইয়া দিবে। ঐ দুয়াটি পাঠ করিয়া হাত পা সোজা করিয়া দিবে। মূলতঃ কেহ কাঁদিবে না। জাকান্দানীর সময় আমার এবং আপনাদের নিজেদের জন্য ভালাইর দুয়া চাহিতে থাকিবে। কোন বাজে কথা যেন জবান থেকে বাহির না হয়। কারণ, ফিরিশ্তা আমীন বলিতে থাকিবে। জানাজা উঠিবার সময় সাবধান, কোন শব্দ বাহির না হয়।

(৪) গোসল ইত্যাদি সুন্নাত মুতাবিক দিবে। হামিদ রেজা খান [১] ঐ দুয়াগুলি ভাল করিয়া মুখস্ত করিয়া নিবে, যেগুলি ফাতাওয়ার মধ্যে লিখে দেওয়া হইয়াছে। উনি জানাজার নামাজ পড়াইবেন। অন্যথায় মৌলবী আমজাদ আলী [২]।

(৫) শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়া জানাজা বিলম্ব করিবে না। জানাজার আগে যদি পড়া হয়, তাহা হইলে কারুড়ো দরূদ [৩] এবং জারিয়ায় ক্বাদেরীয়া।

(১) হুজ্জাতুল ইস্লাম আল্লামা হামিদ রেজা খান ইমাম আহমাদ রেজার বড় সাহেবজাদা। (২) বাহারে শরীয়তের লেখক।

(৬) খবরদার! আমার প্রসংশায় কোন কবিতা পাঠ করিবে না। অনুরূপ কবরের উপর।

(৭) কবরে খুব আস্তে আস্তে নামাইবে। সেই দুয়া পাঠ করিয়া ডান্ কাইত্ করিয়া শোয়াইবে। পিছনে নরম মাটি লাগাইয়া দিবে।

(৮) কবর শেষ হওয়া পর্যন্ত 'সুবহানাল্লাহি অল্ হাম্দু-লিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আক্বার। আল্লাহুম্মা সাব্বিত্ আব্দাকা হাজাবিল্ ক্বাওলিস্ সাবিত্ বিজাহি নাবীইকা সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামা' পড়িতে থাকিবে। তরিতরকারী কবর স্থানে লইয়া যাইবে না। এখানেই বিতরণ করিয়া দিবে। ঐখানে খুব গণ্ডোগোল হইয়া থাকে এবং কবরগুলির অসম্মান হইয়া থাকে।

(৯) কবর শেষ হইবার পর মাথার নিকটে 'আলিফ্ লাম্ মীম্' হইতে মুফলিহুন্ পর্যন্ত এবং পায়ের নিকটে 'আমানার্ রাসূলু' হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিবে এবং হামিদ রেজা খান উচ্চস্বরে সাতবার আজান দিবে। তারপর সবাই ফিরিয়া আসিবে এবং আমার মুখের সামনে দাঁড়াইয়া তিনবার তালক্বীন্ করিবে পিছনে হটিয়া হটিয়া। তারপর আত্মীয় স্বজন চলিয়া যাইবে এবং দেড়ঘণ্টা আমার মুখের সামনে এমন আওয়াজে দরূদ শরীফ পাঠ করিবে, যেন আমি শুনিতে পাই। ইহার পর আমাকে 'আর্হামুর্ রাহিমীন' এর নিকট সমর্পন করিয়া চলিয়া আসিবে। আর যদি কষ্ট না হয়, তাহা হইলে পূর্ণ তিন দিন তিন রাত প্রহরার সহিত দুই আত্মীয় অথবা দোস্ত সামনে কোর্আন্ মজীদ দরূদ শরীফ এমন

(৩) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দরূদ সম্পর্কীয় কবিতা, যাহা ইমাম আহমাদ রেজা রচনা করিয়াছেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শব্দে একেবারে না থামিয়া পড়িতে থাকিবে যে, আল্লাহ চাহে তো এই নতুন স্থানে মন বসিয়া যাইবে।

(১০) কাফনে কোন পশমের চাদর অথবা মূল্যবান কোন জিনিষ অথবা শামিয়ানা যেন না থাকে। কোন জিনিষ সুন্নাতের বিপরীত হইবে না।

(১১) ফাতিহার খাদ্য ধনীদের দেওয়া হইবে না। কেবল গরীবদিগের দিবে। উহাও খুব যত্ন সহকারে। তিরস্কার করিয়া নয়। আসল কথা, সুন্নাতের বিপরীত যেন কোন কথা না হয়।

(১২) আত্মীয়দের দ্বারায় যদি সন্তুষ্ট মনে সম্ভব হয়, তাহা হইলে সপ্তায় দুই তিন বার ফাতিহা করিয়া দিবে। ফাতিহাতে বাড়ীর তৈরী দুধের বরফ, মোরগের বিরিয়ানী, মোরগ পলাও চাই বকরীর শামী কাবাব, পরাঠা এবং মালাই, ফিরনী, আদা ইত্যাদি দিয়া অড়হরের ডাল্, গোস্তের কোচুরী, ফলের রস, আনারের রস, সোডার বোতল, দুধের বরফ রাখিবে। যদি প্রতিদিন একুই জিনিষে হয়, তাহাই করিবে। অথবা যাহা সম্ভব হইবে। কিন্তু ভাল মনে। আমার লেখার কারণে বাধ্য হইয়া নয় [১]।

---

(১) ইমাম আহমাদ রেজা সারা জীবন ফক্কীর মিস্কীনের সাহায্য করিতেন। মৃত্যুর সময় পর্যন্ত উহাদের কথা ভুলিয়া যান নাই। তিনি জীবনে যে সমস্ত জিনিষ পছন্দ করিতেন, সেই সমস্ত জিনিষ গরীব মিসকীনকে দেওয়ার জন্য আত্মীয়দের অসীয়ত করিয়া গিয়াছেন।—দেওবন্দীদের হাকীমুল উম্মাৎ আশরাফ আলী থানুবী সাহেব মরিবার সময় মুরীদগণকে অসীয়ত করিয়াছিলেন—"আমি অসীয়ত করিতেছি, আমার মরণের পর ২০ জন মানুষ মিলিয়া যদি প্রতি মাসে একটি করিয়া টাকা উহার জন্য (বিবি সাহেবার জন্য) দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আশা করি উহার কষ্ট হইবে না। (তাম্বিহাতে অসীয়ত ২০ পৃঃ)—থানুবী সাহেব মৃত্যুর সময়ে বিবির জন্য কেমন মস্ত ছিলেন দেখুন!

(১৩) তোমরা সবাই মুহাব্বাত ও একতাবদ্ধ হইয়া থাকিবে। যথাসাধ্য শরীয়তের ইত্তেবা ত্যাগ করিবে না এবং আমার দ্বীন ও মাজহাব, যাহা আমার কিতাব হইতে প্রকাশিত, সেইগুলির উপর খুব দৃঢ়তার সহিত কায়েম থাকা সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। আল্লাহ সামর্থ দান করেন। অস্সালাম। ১৩৪০ হিজরী ২৫শে সফর জুমার ১২টা ২১ মিনিটে অসীয়তনামা লেখা সমাপ্ত হইয়া যাইবার পর ইমাম আহমাদ রেজা স্বয়ং স্বজ্ঞানে দস্তখত করতঃ লিখিয়াছেন—অল্লাহু শাহীদুন্ অলাহুল্ হামদু অ সাল্লাল্লাহু তাআলা অ বারাকা অ সাল্লামা আলা শাফীইল্ মুজনিবীনা অ আলিহিত্ তাইয়েবীনা অ সাহবিহিল মুকার্রামীনা অব্নিহি অ হিজবিহি ইলা আবাদিল্ আবিদ্বীনা আমীন, অল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল্ আলামীন্।

শেষ উপদেশ

প্রিয় ভায়েরা! আমি জানি না, তোমাদের নিকট কতদিন থাকিব। সময় তিন প্রকার হইয়া থাকে। বাল্যকাল, যৌবনকাল, বৃদ্ধকাল। বাল্যকাল চলিয়া গিয়াছে। যৌবনকাল আসিয়াছে। যৌবনকাল চলিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধকাল আসিয়াছে। আবার চতুর্থ কোন্ কাল আসিবে, যাহার অপেক্ষা করা হইবে। একমাত্র মৃত্যু বাকী। আল্লাহ সর্বশক্তিমান যে, এই প্রকার হাজার হাজার মজলিস দান করিতে পারেন। তোমরা সবাই উপস্থিত রহিয়াছো, আমিও আছি। আমি আপনাদের শুনাইতে থাকিব। কিন্তু বাহ্যিক ভাবে আর উহার আশা নাই। ফাসাদী মানুষ তোমাদের চারিদিকে রহিয়াছে। উহারা চাহিতেছে যে, তোমাদের গোমরাহ করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

ফিতনায় ফেলিয়া দিবে এবং উহাদের সহিত তোমাদের জাহান্নামে লইয়া যাইবে। উহাদের থেকে তোমরা বাঁচিবে এবং দূরে থাকিবে। দেওবন্দী হইয়াছে, রাফিজী হইয়াছে, নাস্তিক হইয়াছে, কাদিয়ানী হইয়াছে। আরো কত ফিরকা হইয়াছে। ইহারা প্রত্যেকেই ফাসাদী। তোমাদের ঈমানের উপর আক্রমণ করিবার অপেক্ষায় রহিয়াছে। উহাদের আক্রমণ হইতে ঈমানকে বাঁচাইবে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আল্লাহ তাআলার নূর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হইতে সাহাবাগণ আলোকিত হইয়াছেন। উহাদের থেকে তাবেঈন আলোকিত হইয়াছেন। তাবেঈন্‌দের থেকে তাবে তাবেঈন আলোকিত হইয়াছেন। উহাদের থেকে আইম্মায়ে মুজ্‌তাহিদ্বীন আলোকিত হইয়াছেন। উহাদের থেকে আমি আলোকিত হইয়াছি। এখন আমি তোমাদের বলিতেছি যে, তোমরা আমার থেকে এই নূর নিয়া নাও। আমার উহার প্রয়োজন রহিয়াছে যে, তোমরা আমার থেকে আলোকিত হইবে। ঐ নূর ইহাই যে, আল্লাহ তাআলা এবং তাহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি সাচ্চা মুহাব্বাত ও সম্মান করিবে এবং উহাদের দোস্তদের খিদমাত ও সম্মান করিবে এবং উহাদের দুশ্‌মনদের সহিত সাচ্চা দুশমনি রাখিবে। যাহার মধ্যে আল্লাহ ও রসুলের শানে অবমাননা পাইবে, সে তোমাদের যেমনই প্রিয় হউক না কেন! সঙ্গে সঙ্গে তাহার থেকে পৃথক হইয়া যাইবে। যে রসুলুল্লাহের সামান্য বে আদবী করিবে সে তোমাদের যেমনই বুজর্গ হউক না কেন! তাহাকে তোমাদের থেকে বাহির করিয়া দিবে। যেমন দুধ হইতে মাছি আলাদা করিয়া দেওয়া হয়। আমি পৌনে চৌদ্দ বৎসর হইতে ইহাই বলিয়া আসিতেছি। এখনও উহাই বলেতেছি। আল্লাহ তাআলা নিশ্চয় তাহার দ্বীনকে হিফাজত করিবার জন্য বান্দা খাড়া করিয়া দিবেন। কিন্তু জানা নাই, আমার পরে যিনি

আসিবেন তিনি কেমন হইবেন এবং তোমাদেরকে কি বলিবেন। এই কারণে কথাগুলি খুব ভাল করিয়া শ্রবণ করিয়া রাখ। হুজ্জাতুল্লাহ (খোদাই দলীল) কায়েম হইয়া গিয়াছে। আমি কবর হইতে উঠিয়া তোমাদের নিকট আসিব না। যে ঐ কথাগুলি শুনিয়াছে এবং মানিয়াছে, কিয়ামতের দিন তাহার জন্য নূর এবং নাজাত হইবে এবং যে উহা স্বীকার করে নাই, তাহার জন্য অন্ধকার ও ধ্বংস রহিয়াছে। যাহারা এখানে আছেন, তাহারা শুনিবেন এবং মানিবেন। আর যাহারা এখানে উপস্থিত নাই, সেই অনুপস্থিত-দিগের নিকট জানাইয়া দেওয়া উপস্থিতগণের উপর ফরজ। বক্তৃতা শেষ করিবার সময় ইমাম আহমাদ রেজা বলিয়াছিলেন—আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এই ঘর হইতে নব্বুই বৎসরের অধিক ফতওয়া বাহির হইতেছে। আমার দাদা রহমাতুল্লাহি আলাইহি বহুকাল এই কাজ করিয়াছেন। তাঁহার ইন্তেকালের পর আমার আব্বাজান আলাইহির রহমাত এই কাজ করিয়াছেন। আমি তাঁহার থেকে চৌদ্দ বৎসর বয়স হইতে এই কাজ গ্রহণ করিয়াছি। কিছুদিন পর হইতে ইমামাতের দায়িত্বও গ্রহণ করিয়াছি। এক কথায় অল্প বয়স হইতে তাঁহার উপর কোন বোঝা থাকিতে দিই নাই। তিনি ইন্তেকালের পর আমাকে ছাড়িয়া গিয়াছেন। আমি তোমাদের তিনজনকে ছাড়িয়া যাইতেছি। তুমি (বড় সাহেবজাদা হামিদ রেজা) রহিয়াছো, মুস্তফা রেজা রহিয়াছে এবং তোমাদের ভাই হাসানাইন রহিয়াছে। সবাই একতা হইয়া কাজ করিবে। তাহা হইলে খোদার ফজলে করিতে পারিবে। আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করিবেন। ইহার পর দুয়া করিয়াছিলেন। তারপর হইতে মৃত্যু পর্যন্ত সবসময় নিজের মৃত্যু সংবাদ দিতেন। এমন দৃঢ়তার সহিত বলিতেন যেন তাঁহার নিকট প্রতি মিনিটে খবর হইতেছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইন্তেকালের দুইদিন পূর্বে বুধবার যখন তাঁহার দেহে কম্পন খুব বেশি হইয়াছিল, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—আজ কি বার? বলা হইয়াছিল বুধবার। ইহা শুনিয়া বলিলেন—পরসু দিন শুক্রবার। এই বলিয়া দীর্ঘক্ষণ 'হাসবুনাল্লাহু নি'মাল অকীল' পাঠ করিতে থাকিলেন। আত্মীয় স্বজন বৃহস্পতিবার রাতে তাঁহার নিকট জাগিবার ইচ্ছাপ্রকাশ করিলে তিনি নিষেধ করিলেন। সবাই খুব আগ্রহ প্রকাশ করিলে তিনি বলিলেন—ইনশাল্লাহ, ইহা সেই রাত নয়—তোমরা যাহা ধারণা করিতেছ। তোমরা শুইয়া যাও। ইন্তেকালের দিন বলিয়াছিলেন—গত জুমাতে কুরসীতে গিয়াছিলাম, আজ চারপাইতে যাইতে হইবে। তারপর বলিলেন—আমার কারণে জুমার নামাজ বিলম্ব করিবে না।

ইন্তেকাল

ইমাম আহমাদ রেজার ভাইপো মাওলানা শাহ হাসানাইন রেজা খান সাহেব বর্ণনা করিয়াছেন—আ'লা হজরত অসীয়তনামা লেখাইয়াছেন এবং তিনি স্বয়ং উহার প্রতি আমাল করাইয়াছেন। ইন্তেকালের সমস্ত কাজ ঘড়ি দেখিয়া ঠিক সময় বলিয়া দিতেন। যখন ২টো বাজিতে ৪ মিনিট বাকী, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—সময় কত হইয়াছে? বলা হইল—এখন একটা বাজিয়া ছাপান্ন মিনিট হইয়াছে। অতঃপর বলিলেন—ঘড়ি খুলিয়া সামনে রাখিয়া দাও। আবার বলিলেন—ছবিগুলি সরাইয়া দাও। সবাই মনে মনে চিন্তিত হইলেন—এখানে ছবি কোথায়! তিনি সঙ্গে সঙ্গে আবার বলিলেন—এই পোষ্টকার্ড, খাম, টাকা ও পয়সা। সামান্য চুপ থাকিয়া বড় সাহেবজাদা হুজ্জাতুল ইসলাম হামিদ রেজা খান সাহেবকে বলিলেন—অজু করতঃ কোরআন শরীফ নিয়ে এসো।

তাঁহার আসিবার পূর্বে ছোট সাহেবজাদা মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ মুস্তাফা রেজা খান সাহেবকে বলিলেন—সূরাহ ইয়াসীন্ শরীফ ও সূরাহ রওদ্ শরীফ তিলাওয়াত কর। ইন্তেকালের মাত্র কয়েক মিনিট বাকী রহিয়াছে। তিনি এমনই একাগ্রতার সহিত শ্রবণ করিতেছিলেন যে, খুব তাড়াতাড়ি পড়িবার কারণে যে আয়াত স্পষ্ট শুনিতে পান নাই, সেগুলি তিনি নিজেই পাঠ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। ইহার পর সাইয়েদ মাহমুদ আলী সাহেব ডাক্তার আশেক হুসাইন সাহেবকে সঙ্গে লইয়া এবং আরো কয়েকজন লোক সহ উপস্থিত হইলেন। প্রত্যেকে সালাম করিয়াছেন। তিনি সবার সালামের উত্তর দিয়াছেন। সাইয়েদ মাহমুদ আলী সাহেবের সহিত মুসাফাহা করিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব তাঁহার অবস্থা জানিতে চাহিলেন কিন্তু তিনি এই সময় খোদায়ী ধ্যানে এমনই তন্ময় ছিলেন যে, নিজের ব্যাপারে ডাক্তারকে কিছুই বলিলেন না। সফরের দুয়া খুব পাঠ করিতেছিলেন। ইহার পর কালেমায় তাইয়েবাহ—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' পাঠ করিয়াছেন! এই সময় তাঁহার চেহারার উপর একটি নূর চমকাইয়া উঠে এবং দেহ হইতে প্রাণ বাহির হইয়া যায়। ইন্না লিল্লাহি অ ইন্না ইলাইহি রাজিউন। যে মুহূর্তে আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজার প্রাণ বাহির হইয়াছিল, ঠিক সেই সময়ে মসজিদে মুয়াজ্জিন জুমার আজানে 'হাইয়া আলাল্ ফালাহ্' বলিতেছিলেন। তখন ঘড়িতে ২টা ৩৮ মিনিট হইয়াছিল। মৃত্যু তারিখ ১৩৪০ হিজরী ২৫শে সফর অনুযায়ী ১৯২১ সাল ২৮শে অক্টোবর।

যথা সময়ে যম্‌যমের পানি

ইমাম আহমাদ রেজার কবর খনন্ করিয়াছিলেন সাইয়েদ আজহার আলী সাহেব। অসীয়ত অনুযায়ী আল্লামা আমজাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আলী সাহেব গোসল দিয়াছিলেন। হাফিজ আমির হাসান মুরাদাবাদী সাহায্য করিয়াছিলেন। সাইয়েদ সুলাইমান আশরাফ, সাইয়েদ মাহমুদ জান, সাইয়েদ মোমতাজ আলী এবং চাচাজান মাওলানা মোহাম্মাদ রেজা খান সাহেব পানি ঢালিয়াছিলেন। মাওলানা হাসানাইন্ রেজা খান, হাকীম হুসাইন রেজা খান, জনাব লিয়াকাত আলী খান, মুন্শী ফিদা ইয়ার খান সাহেব পানি দিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ মুস্তাফা রেজা খান অসীয়তনামার দুয়াগুলি স্মরণ করাইয়াছিলেন। হুজ্জাতুল ইসলাম হামিদ রেজা খান সিজদার স্থানগুলিতে কর্পুর লাগাইয়াছিলেন। নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী কাফন বিছাইয়াছিলেন (১)।—গোসল দেওয়ার সময় জনৈক হাজী সাহেব যম্যম্ শরীফের পানি, মদীনা শরীফের আতর ইত্যাদি উপঢৌকন লইয়া ইমাম আহমাদ রেজার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছিলেন। যম্যম্ শরীফে কর্পুর ভিজান হইয়াছিল এবং কাফনে আতর লাগান হইয়াছিল। হাজার হাজার মানুষ তাহাদের ইমামকে শেষ বিদায় দেওয়ার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। ওহাবী, রাফিজী, নেচ্রী বহুল সংখ্যক উপস্থিত হইয়াছিলেন। জনৈক রাফিজী বহু চেষ্টার পর তাঁহার পবিত্র লাশ মুবারক বহন করিবার জন্য খাটিয়া পর্যন্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন। জনৈক সুন্নী তাহাকে এই বলিয়া হটাইয়া দিয়াছিলেন যে, আ'লা হজরত সারা জীবন তোমাদের ঘৃণা করিতেন। আজ কাঁধ লাগাইতে দিব না। তিনি বলিয়াছিলেন—ভাই, আর তাঁহাকে কোথায় পাইব। আল্লাহর অয়াস্তে আমাকে কাঁধ দেওয়ার সুযোগ দিন। জানাজা লইয়া যাইবার সময় আ'লা হজরতের রচিত 'কাড়োরুঁ দরূদ' পাঠ করা হইয়াছিল।

(১) শাহাজাদায়ে আ'লা হজরত হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা হামিদ রেজা খান সাহেব জানাজার নামাজ পড়াইয়াছিলেন।

ফিরিশ্তাদিগের কাঁধে

মুহাদ্দিসে আ'জমে হিন্দ সাইয়েদ মোহাম্মাদ কাছ্ছাবী বর্ণনা করিয়াছেন—আমি আমার বাড়ীতে ছিলাম। বেরেলী শরীফের সংবাদ অবগত ছিলাম না। আমার হুজুর শায়খুল মাশায়েখ সাইয়েদ শাহ আলী হুসাইন আশরাফী অজু করিতেছিলেন। হঠাৎ কাঁদিতে লাগিলেন। ইহার কারণ কেহ বুঝিতে পারিলাম না। আমি সামনে গিয়া কারণ জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—বেটা, আমি ফিরিশ্তাদের কাঁধে 'কুতবুল্ ইরশাদ' এর জানাজা দেখিয়া কাঁদিয়া ফেলিয়াছি। কয়েক ঘণ্টা পর বেরেলী শরীফ হইতে তার আসিল যে, জোহরের সময় ইমাম আহমাদ রেজা ইন্তেকাল করিয়াছেন। আমাদের বাড়ীতে শোকের ছায়া নামিয়া আসিল।

রসুলুল্লাহর দরবারে

ইমাম আহমাদ রেজা যে সময় বেরেলী শরীফে ইন্তেকাল করিতেছেন, ঠিক সেই সময় বায়তুল মুকাদ্দাসের অধিবাসী জনৈক বুজর্গ স্বপ্নে দেখিতেছিলেন যে, সমস্ত সাহাবায় কিরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লামের দরবারে উপস্থিত রহিয়াছেন। কিন্তু সবাই নীরব রহিয়াছেন। মনে হইতেছিল যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। শাম দেশের বুজর্গ রসুলুল্লাহর দরবারে আর্জ করিয়া বলিলেন—আমার পিতামাতা আপনার জন্য উৎসর্গ, আপনি কাহার অপেক্ষা করিতেছেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ-সাল্লাম বলিলেন—আহমাদ রেজার অপেক্ষা করিতেছি। —হুজুর আহমাদ রেজা কে? হুজুর বলিলেন—হিন্দুস্তানের

pdf By Syed Mostafa Sakib

বেরেলীর বাসিন্দা। জাগ্রত হইবার পর খোঁজ খবর লইয়া জানিতে পারিলেন যে, ইমাম আহমাদ রেজা হিন্দুস্তানের মস্তবড় সুবিখ্যাত আলেম। এখনও তিনি জীবিত রহিয়াছেন। অতঃপর বুজর্গের মধ্যে ইমাম আহমাদ রেজার সাক্ষাতের প্রেরণা জাগিল। তিনি হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। বুজর্গ বেরেলী শরীফ উপস্থিত হইয়া জানিতে পারিলেন যে, যে 'আশেকে রসুল'-এর উদ্দেশ্যে বেরেলী পেঁাছিয়াছেন, তিনি ২৫শে সফর জুমার দিন বেলা ২ ঘটিকা ৩৮ মিনিটের সময় ইন্তেকাল করিয়াছেন। সুদূর শাম দেশ হইতে সফরের কারণ জানিতে চাহিলে বুজর্গ বলিয়াছিলেন—১৩৪০ হিজরী ২৫ সফর আমার ভাগ্য চমকাইয়াছিল। আমি স্বপ্নযোগে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে দেখিলাম যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এবং সমস্ত সাহাবাগণ যেন কাহারো অপেক্ষা করিতেছেন। জানিতে চাহিলে হুজুর বলিলেন—আহমাদ রেজার। তিনি কে জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন—হিন্দুস্তানের বেরেলীর বাসিন্দা। আমি হিন্দুস্তানে আসিয়া বেরেলী পেঁাছিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি ২৫শে সফর ইন্তেকাল করিয়াছেন। হায় আফসোস, তাঁহার সহিত সাক্ষাতের সৌভাগ্য হইল না।

সেই সমস্ত কিতাব

যে সমস্ত কিতাব ইমাম আহমাদ রেজার ব্যক্তিত্বের উপর লেখা হইয়াছে, সেগুলির তালিকা নিম্নে প্রদান করা হইল। (১) হায়াতে আ'লা হজরত চারখন্ড, লেখক মাওলানা জাফরুদ্দীন (২) আল মাল্‌ফুজ চারখন্ড, মুফতীয়ে আ'জমে হিন্দ মুস্তাফা রেজা খান (৩) মাকালাতে ইয়াওমে রেজা দুইখন্ড, কাজী আব্দুন্ নবী কাওকাব (৪) মুজাদ্দিদুল ইসলাম, মোহাম্মাদ সাবিরুল কাদেরী

(৫) সাওয়ানেহে আ'লা হজরত, মাওলানা বদরুদ্দীন আহমাদ (৬) কারামাতে আ'লা হজরত, ইকবাল আহমাদ নূরী (৭) ফাজেলে বারেলবী আওর তারকে মাওয়ালাত, প্রফেসার ডক্টর মাসউদ্ আহমাদ (৮) আ'লা হজরত কা ফেকহী মাকাম, আখতার শাজাহানপুরী (৯) সাওয়ানেহে সিরাজুল ফুকাহা, মাওলানা আব্দুল হাকীম (১০) পায়গামাতে ইয়াওমে রেজা, মাকবুল আহমাদ কাদেরী (১১) ফাজেলে বারেলবী উলামায় হিজাজ কি নজর মে, প্রফেসার মাসউদ আহমাদ (১২) আল্ জামলুল্ মুয়াদ্দিদ লিতালী ফাতিল মুজাদ্দিদ, মাওলানা জাফরুদ্দীন বিহারী (১৩) ফাজেলে বরেলবী কা ফেকহী মাকাম, আল্লামা গোলাম রসুল সাঈদী (১৪) মাহাসিনে কানুল ঈমান, শের মোহাম্মাদ আওয়ান (১৫) আ'লা হজরত কি শায়েরী পার এক্ নজর, সাইয়েদ নূর মোহাম্মাদ কাদেরী (১৬) মাওলানা আহমাদ রেজা খান বরেলবী, আল্হাজ অসীয়ত ইয়াব খান (১৭) মাওলানা আহমাদ রেজা কি না'তিয়া শায়েরী, শের মোহাম্মাদ আওয়ান (১৮) ইয়াদে আ'লা হজরত, আব্দুল হাকীম শারফে কাদেরী (১৯) আ'লা হজরত নম্বর, সাইয়েদ সায়াদাত আলী, জামীল আহমাদ নাঈমী (২০) আ'লা হজরত নাম্বার, মুজীবুল ইসলাম (২১) রেজা নাম্বার, সাইয়েদ মোহাম্মাদ আমির শাহ কাদেরী (২২) আ'লা হজরত নাম্বার, এস, এম, নাজ (২৩) আ'লা হজরত নাম্বার, মাসউদ হাসান শিহাব (২৪) হজরত মাওলানা আহমাদ রেজা খান বেরেলবী নাম্বার নাসেখ সাইফী (২৫) আ'লা হজরত বেরেলবী কি সিয়াসী বাসীরাত, সাইয়েদ নূর মোহাম্মাদ কাদেরী (২৬) মুজাদ্দিদে আ'জম নাম্বার, গোলাম মোহাম্মাদ খান (২৭) ইমাম আহমাদ রেজা নাম্বার, আল্লামা মুশ্‌তাক আহমাদ নিজামী (২৮) হায়াতে ফাজেলে বরেলবী প্রফেসার মাসউদ আহমাদ

pdf By Syed Mostafa Sakib

(২১) খোলাফায়ে আ'লা হজরত, সাদেক ক্বসুরী (৩০) উলামা আন্ পোল্‌টেক্স ইংরাজী, ডক্টর ইশ্‌তিয়াক হুসাইন (৩১) ইন্-সাইক্লোপেডিয়া অফ্ ইসলাম, পাঞ্জাব ইউনিভারসিটি (৩২) আ'লা হজরত বেরেলবী, প্রফেসার আব্দুশ্ শুকুর—কাবুল ইউনিভার্সিটি (৩৩) আযাদী কি আন্‌কাহী কাহানী, গুল্ মোঃ ফাইজী (৩৪) তাজকিরায় রেজা, মোহাম্মাদ আহমাদ মিসবাহী (৩৫) রাঁচি মে ইয়াওমে রেজা, মোহাম্মাদ আহমাদ মিসবাহী (৩৬) তাজরিয়ায় উলামায় আহলে সুন্নাত, মাহমুদ আহমাদ ক্বাদেরী (৩৭) তাজকিরায় নূরী, প্রফেসার আইউব ক্বাদেরী (৩৮) আ'লা হজরত কি ইল্মী, আদাবী খিদমাত, হাকীম মোঃ ইদরিস খান (৩৯) তাজকিরায় উলামায় হিন্দ, মাওলানা রহমান আলী, (৪০) উরদু ইন্‌সাই-ক্লোপেডিয়া, ডক্টর আব্দুল অহীদ (৪১) হিন্দুস্থান কে আরবী গুশুয়ারা, ডক্টর হামিদ আলী খান (৪২) ইমাম আহমাদ রেজা আওর তাসাউফ্, মোহাম্মাদ আহমাদ মিসবাহী (৫৩) উজালা, প্রফেসার মাসউদ আহমাদ ৪৪) কালামে রেজা, নাজীর লুধিয়ানাবী (৫৫) ইমাম আহমাদ রেজা আওর রদ্দে বিদআত, মাওলানা ইয়াসিন আখতার মিসবাহী (৪৬) ইমাম আহমাদ রেজা আওর আলামী জামিআত, প্রফেসার মাসউদ আহমাদ (৪৭) ইমাম আহমাদ রেজ আপনোঁ আওর গয়রুঁ কি নজর মে, আল্লামা আব্দুল হাকীম শারফ ক্বাদেরী (৪৮) এশিয়াকা এক মাজ্‌লুম মুফাক্কির ইংরাজী প্রফেসার মাসউদ আহমাদ (৪৯) ইমাম আহমাদ রেজা নাম্বার, ইদারায় ক্বাদেরী, দিল্লী (৫০) ফাজেলে বেরেলবী আওর রদ্দে বিদআত, মাওলানা সাইয়েদ মোঃ ফারুক (৫১) তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমাদ রেজা. মাক্‌তাবাতুল মুস্তাফা—রেবেলী (৫২) গুনাহে বিগুনাহী, প্রফেসার মাসউদ আহমাদ (৫৩) হজরত মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব বেরেলবী, মুহাম্মাদ মুরীদ আহমাদ

চিস্তী (৫৪) হাফিজে মিল্লাত আ'লা হজরত, জাহীরুদ্দীন ক্বাদেরী (৫৫) আ'লা হজরত নম্বর, মোহাম্মাদ আফজাল কোটলোবী, (৫৬) আ'লা হজরত নম্বর, মাহনামায় আরাফাত—লাহোর (৫৭) ইমাম আহমাদ রেজা নম্বার, ক্বারী মোহাম্মাদ মিয়াঁ মাজহারী (৫৮) ইমাম আহমাদ রেজা নম্বর, শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ মোহাম্মাদ মাদানী (৫৯) তাজকিরায় রেজা, হক একিডেমী (৬০) তাআরুফে ইমাম আহমাদ রেজা, সুফী মোঃ ইকরাম (৬১) ইমাম আহমাদ রেজা আওর উর্দু তারাজামে কুরআন কা তাক্বাবুলী মতালাআ, শায়খুল ইসলাম সাইয়েদ মোহাম্মাদ মাদানী (৬২) ইকরামে ইমাম আহমাদ রেজা (৬৩) মাকামে মুজাদ্দিদে আ'জম (৬৪) চৌধোবে সদ্দী কে মুজাদ্দিদ (৬৫) লেখকের 'ইমাম পত্রিকা আহমাদ রেজা।' এইগুলি ছাড়া হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে আরো বহু কিতাব ইমাম আহমাদ রেজা সম্পর্কে লেখা রহিয়াছে।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমাম আহমাদ রেজা

পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্থায় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ইমাম আহমাদ রেজার ব্যক্তিত্বের উপর এর তাঁহার লিখিত হাজারের অধিক কিতাবের উপর রিসার্চ চলিতেছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে প্রফেসার মাসউদ আহমাদ সাহেবের লিখিত 'ইমাম আহমাদ রেজা আওর আলামী জামিয়াত' নামক কিতাবখানা পাঠ করা বিশেষ প্রয়োজন। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে কতিপয় সংস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে। যথা—(১) ইদারায়ে তাহক্বীক্বাতে ইমাম আহমাদ রেজা করাচি, পাকিস্তান (২) রেজা এ্যাকাডেমি বোম্বাই (৩) মাকাযই মাজলিসে রেজা, লাহোর, পাকিস্তান (৪) মাজলিসে রেজা, মাচ্‌টার, ইংল্যান্ড (৫) ইদারায়ে তসনীফাতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইমাম আহমাদ রেজা, করাচি (৬) রেজা এ্যাকাডেমি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ (৭) আল্ মাজমাউল ইসলামী, মোবারকপুর (৮) রেজা পাবলিকেশঞ্জ, লাহোর (৯) মাকতাবায়ে ক্বাদেরীয়া, লাহোর (১০) রেজা ফাউণ্ডেশন, লাহোর (১১) মাকতাবায় নূরীয়ায় রেজবীয়া, লাহোর (১২) ইদারায়ে মায়ারেফে রেজা, লাহোর (১৩) মদীনা পাবলিশিং কোম্পানী, করাচি (১৪) মাকতাবায় ইস্তেক্বামাত, কানপুর (১৫) মাকতাবায় নোমানীয়া, শিয়ালকোট, পাকিস্তান (১৬) মাকতাবায় হামিদীয়া, লাহোর (১৭) রেজবী কিতাব ঘর, থানা (১৮) মাকতাবায় সুন্নী দুন্ইয়া, বেরেলী শরীফ (১৯) ইদারায় আফকারে হক্ব, পুরনিয়া প্রভৃতি সংস্থাগুলি হইতে ইমাম আহমাদ রেজার লিখিত কিতাবগুলি ব্যাপকভাবে প্রচারের কাজ চলিতেছে।

(১) পাটনা ইউনিভার্সিটি, পাটনা (২) মুসলিম ইউনিভার্সিটি, আলিগড় (৩) করাচি ইউনিভার্সিটি (৪) সিন্ধু ইউনিভার্সিটি (৫) পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি (৬) রোহিল খণ্ড ইউনিভার্সিটি, বেরেলী শরীফ (৭) হিন্দু ইউনিভার্সিটি, বেনারস (৮) বোম্বাই ইউনিভার্সিটি, বোম্বাই (৯) বিহার ইউনিভার্সিটি, মুজাফ্ফরপুর (১০) কর্ণাটক ইউনিভার্সিটি (১১) গুমদাহ ইউনিভার্সিটি, গয়া (১২) অয়েল ইউনিভার্সিটি, আফ্রিকা (১৩) নিউকাসল ইউনিভার্সিটি, ইউরোপ (১৪) লণ্ডন ইউনিভার্সিটি (১৫) লিডান ইউনিভার্সিটি (১৬) বারকালে ইউনিভার্সিটি, আফ্রিকা (১৭) কোলমিনা ইউনিভার্সিটি (১৮) ইনসটিটিউট অফ্ ইণ্ডিয়ান ইস্টিডেজ প্রভৃতিতে ইমাম আহমাদ রেজার উপর রিসার্চ চলিতেছে। (মুসলিম টাইজ '১৮ পৃঃ, ১৮ই আগাস্ট ১৯৯৩ সাল)

রেজবী মুনাজাত

ইয়া ইলাহী হার জা গাহ তেরী আতাকা সাত হো,
জাব পাড়ে মুশকিল শাহে মুশকিল কোশাঁকা সাত হো।
ইয়া ইলাহী ভুল জাওঁ নাযাকী তাকলীফ্ কো,
শাদীয়ে দিদারে হুস্নে মুস্তাফাকা সাত হো।
ইয়া ইলাহী জাব জবানে বাহার আয়েঁ পেয়াস্ সে
সাহিবে কাওসার শাহে জুদ্ ও আতাকা সাত হো।
ইয়া ইলাহী গারমিয়ে মাহশার সে জাব ভাড়কেঁ বাদন,
দামানে মাহবুব কী ঠাণ্ডী হাওয়াকা সাত হো।
ইয়া ইলাহী জাব চালুঁ তারীকে রাহে পুলসিরাত,
আফতাবে হাশিমী নূরুল হুদাকা সাত হো।
ইয়া ইলাহী জাব সারে শামশীরুপার চালনা পাড়ে ;
রব্বি সাল্লিম কাহ্নে ওয়ালে গামজাদাহ্ কা সাত হো।
ইয়া ইলাহী জো দুয়ায়ে নেক ম্যায় তুজসে কাহোঁ
কুদসীউকে লাবসে আমীনে রব্বানাকী সাত হো।
ইয়া ইলাহী জাব রেজা খাবে গেরাঁসে সার উঠায়ে
দাওলাতে বেদারে ইশ্কে মুস্তাফাকা সাত হো।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—

pdf By Syed Mostafa Sakib